1159
সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কঠশ্রুতিঃ)
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ (শ্রীগীতা)
ওঁ নমো বেদান্তবেদ্যায়
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ
কেনোপনিষৎ
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ
স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ-
র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌-গতেন মনসা
পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা
দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)
ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সামবেদীয়া তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য-

শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-

মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যোপেতা-

গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত-সানুবাদান্বয়ানুবাদ-ভূমিকা-

সূচ্যাদি সমেতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাম্বয়বর-ব্রহ্ম-মাধ্ব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন-শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন রচিতয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগয়া শ্রীচৈতন্য-মতানু-

মোদিতাচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপরয়া 'তত্ত্বকণা' নাম্ন্যা

চানুব্যাখ্যয়া সহ তেনৈব সম্পাদিতা

অস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত

নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতয়া

'শ্রুত্যর্থবোধিনী' সমাখ্যয়া টীকয়া সমন্বিতা

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতা।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত কেনোপনিষদ্ গ্রন্থখানি শ্রুতিমন্ত্র, অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গ-রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য, শ্রুত্যর্থ-বোধিনী-টীকা ও সম্পাদক কর্ত্তৃক রচিত তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত।

—প্রথম সংস্করণ—

শ্রীশ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-তিথি

গৌরাব্দ ৪৮৫, বাংলা ১৩৭৮, ইংরাজী ১৯৭১ সাল

—প্রকাশক—

স্বধামপ্রাপ্ত **সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়**, বিদ্যার্ণব, 'ভক্তিপ্রমোদ'

— দ্বিতীয় সংস্করণ—

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-তিথি

গৌরাব্দ ৫০৪, বাংলা ১৩৯৭, ইংরাজী ১৯৯০ সাল

—প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীভক্তি প্রপন্ন গিরি

বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

—মুদ্রাকর—

শ্রীনির্মল মিত্র

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩এ, লেনিন সরণী কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

(১) ২৯বি হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯

(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা

(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-
ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক - সংরক্ষকপ্রবর -
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর -
শ্রীস্বরূপ -শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ-শ্রীবিশ্ব-
বৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজানাং শ্রীনবদ্বীপধামা-
ন্তর্গত - শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থল - শ্রীধামমায়াপুরস্থ
বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ - শ্রীচৈতন্যমঠস্য
তচ্ছাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহস্য চ প্রতিষ্ঠাতৄণাম্
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী - গোস্বামি - প্রভুপাদানাং
মনোঽভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয়
শ্রীপাদপদ্মরেণু - সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন
সম্পাদিতোপনিষদ্-গ্রন্থমালান্তর্গতা কেনোপনিষদিয়ং
তেষাং শ্রীকরকমলেষু সমর্প্যতে—

শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-বাসরে,
গৌরাব্দপঞ্চাশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যাকে হাজরা বর্ম্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদক ও 'ঈশাদি'-উপনিষদের 'তত্ত্বকণা' নাম্নী
অনুব্যাখ্যা লেখক।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের বর্ত্মপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের শ্রীগুরুদেব।
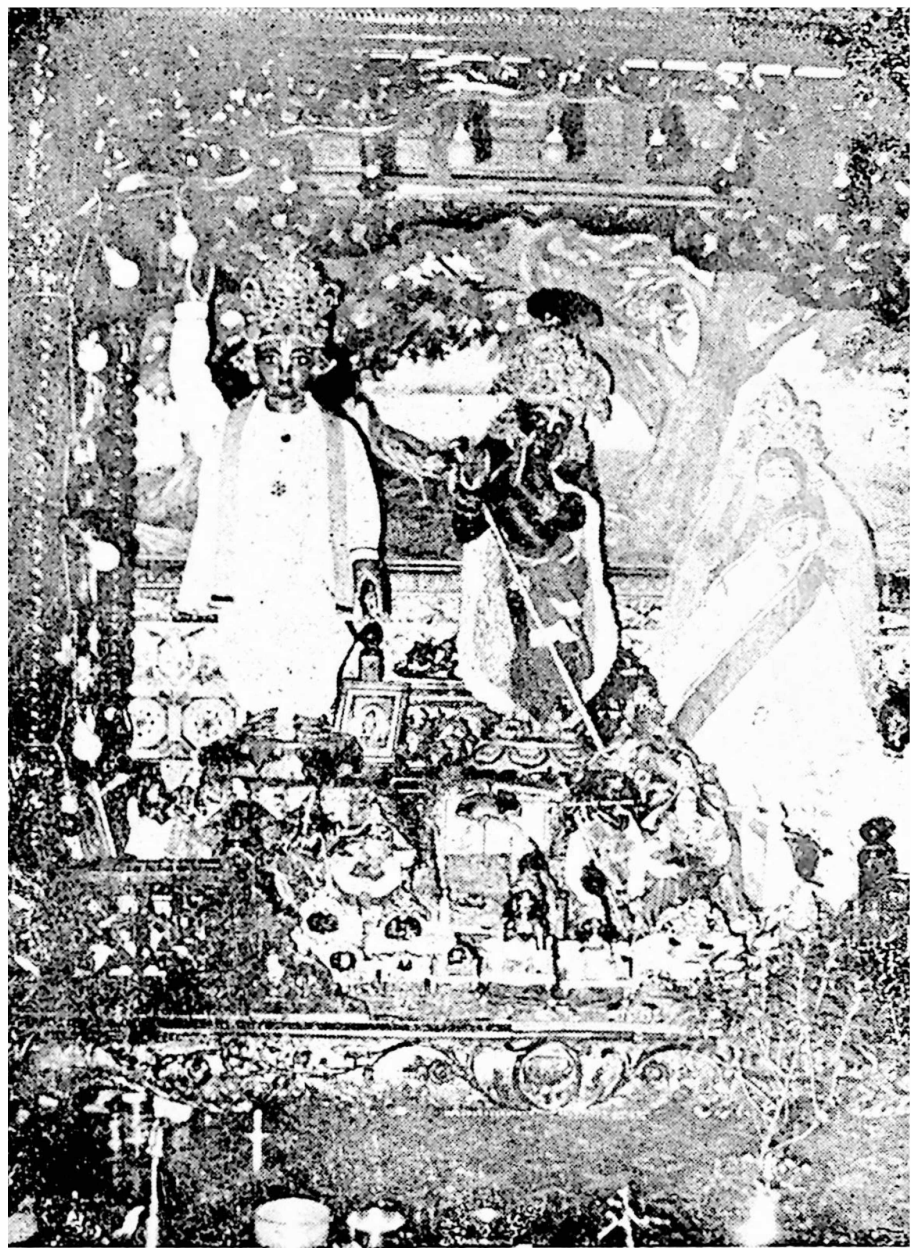
কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরূ ! ভবৎকরুণয়া প্রারব্ধমিষ্টা 'কণা-
তত্ত্বানাং' বিমলোপপত্তিমহিতা সম্পূর্য্যতাং বাং নুমঃ ।
ঈশাকেনকঠৈতরেয় বিলসচ্ছান্দোগ্যযুক্ তৈত্তিরী
যা শ্বেতাশ্বতরাপি মুণ্ডকমথো আরণ্যকং যদ্ বৃহৎ ॥

যা প্রশ্নোপনিষৎ সহৈব রমতে মাণ্ডুক্যনাম্ন্যাঽন্যয়া
তা একাদশবিশ্রুতোপনিষদঃ প্রারম্ভতঃ সংস্তুমঃ ।
ভেদাভেদমতান্যচিন্ত্যসরণৌ সিদ্ধান্তভূতানি চ
নিত্যং মে হৃদয়ে স্ফুরন্তু চ গুরুর্দীনে প্রসীদেন্ময়ি ॥

শ্রীশ্রৌতানি বচাংসি নৈব পুরুষৈরুক্তানি তানীশ্বরা-
ভেদ-শ্রৌতপথে চরন্তি চ নিজপ্রামাণ্যসিদ্ধানি হি ।
আচার্য্যাঃ পরিপূজয়ন্ত্যভিধয়াবৃত্ত্যাঽনুশীল্যাত্মনাং
তত্ত্বং তেন ময়াঽধমেন চ কৃতস্তদ্বোধনায় শ্রমঃ ॥

দীনাতিদীন-
গ্রন্থ-সম্পাদকেন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।৬১)

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৭)

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নন্ মনঃ॥
(শ্রীল-দাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-লিখিত কেনোপনিষদ্ ভূমিকার কিয়দংশ-

"প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞান ধারণাকারী ব্যক্তি খণ্ডিতবস্তুর স্থূল বা সূক্ষ্মধারণা করেন মাত্র। অপরোক্ষ অখণ্ডজ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার সুযোগ পান না। মানব ধারণা এই পর্য্যন্ত ভোগ্য দৃশ্যের ধারণা বা অদৃশ্যের অস্ফুট ধারণা করে। ইহা অতিক্রম করিয়া জীবের বদ্ধানুভূতি স্বচেষ্টার বলে যাইতে পারে না। অধোক্ষজ বাস্তববস্তুরাজ্যে বাস্তববস্তু বিষ্ণু অবস্থিত। তিনি নিজ কর্ত্তৃত্ব পরিচালনে সমর্থ। তাঁহার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়াই দেব, মনুষ্য ও অপরাপর প্রাণী স্ব স্ব নিজত্ব-স্থাপনে সমর্থ হয়। বিষ্ণুর বিক্রমসমূহ চতুর্দ্দশ ভুবনে ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানে লক্ষিত হয়। উহা নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত শব্দবাচ্য হয় না। বিষ্ণু সকল চিদ্গুণে ভূষিত হইলেও তাঁহার মায়িকরাজ্যে নিহিত শক্তিসম্পন্ন দেবমানবাদি অপূর্ণ ও বিষ্ণুর মায়ায় অপেক্ষাযুক্ত হইয়াই অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাদের অধোক্ষজ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে বা তদূর্দ্ধে গোলোকে প্রবেশাধিকার থাকে না। ভগবৎকৃপাক্রমে চিৎশক্তি সঞ্চারিত ভগবৎপ্রীতিফলেই তাঁহারা নিজ নিজ নিত্য সেবাধিকার লাভ করিয়া মুক্ত হন।"

(গৌড়ীয়—সাময়িক সংখ্যা বঙ্গাব্দ ১৩৪৩)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত— (গৌড়ীয় ১৪শ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা)

তদ্বন

সামবেদীয় জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের ৯ম অধ্যায় তলবকার ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলিয়া কথিত হয়।

এই তলবকার উপনিষদের প্রথম শব্দ 'কেন' উপনিষদের সংজ্ঞা-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই এই উপনিষৎটি কেনোপনিষৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেন-শব্দে—'কাহার দ্বারা', সুতরাং প্রশ্নোত্তরমুখে প্রতিপাদ্য বিষয়টি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, জানা যায়।

এই উপনিষদে 'তদ্বন' শব্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বন-শব্দে 'অরণ্য', 'নীর' ও আশ্রয় বুঝায়। 'বননীয়' শব্দ 'ভজনীয়' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বন-শব্দে ভজন মুখ্যভাবে লক্ষিত হয়। 'তদ্বন' শব্দের ন্যায় ছান্দোগ্যোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্দ্দশ খণ্ডের ১ম মন্ত্রে তজ্জলান্-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। তলবকার—উপনিষদের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে "যদ্ এতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ ৩ ইতী ন্যমীমিষদ্ আ ৩"। 'আ' প্লুত স্বরে ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দগতির পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে এবং তাহার অর্থ—চমৎকারিতা উৎপন্ন করে।

এতৎপ্রসঙ্গে রস-সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট কথা আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের

রস-সংজ্ঞা নিরূপণে "যশ্চমৎকারভারভূঃ" বলিয়াছেন। "তদ্বন" শব্দের 'তৎ'-শব্দটি তন্ ধাতুর বিস্তারার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ-ভেদে তন্ শব্দের উপকারার্থে, শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে, আঘাতের উদ্দেশে, শব্দ-পরিণতিতে এবং উপসর্গ-যোগে দীর্ঘতাকে লক্ষ্য করে, "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ" প্রভৃতি প্রামাণিক ব্যাখ্যায়ও তৎ-শব্দের সর্ব্বব্যাপকতা ও আ এই উপসর্গীয় ক্রিয়া-বিশেষণে পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে।

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" মন্ত্রে "এক দেশস্থিতস্যাগ্নে-র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা" শ্লোকের সহিত একযোগে পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তদ্বন-বস্তু হইতে যে আলোক নিঃসৃত হয়, তাহা "ব্যদ্যুতদ্ আ" মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্যই শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী বস্তু-নির্দ্দেশকালে "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" শ্লোকটি তলবকারের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়াই লিখিয়াছেন। শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ হওয়ায় ও বারাণসীতে বহু দিবস বেদান্ত অধ্যয়ন করায় এই নিগূঢ় রহস্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও এতদনুরূপ "যস্য ব্রহ্মেতে সংজ্ঞা" প্রমুখ একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তদ্বন-শব্দে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে।

পুরুষোত্তম বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী সমষ্টি-বিষ্ণু বা প্রদ্যুম্ন হইতে পৃথক লীলা-পরিচয়ে শব্দ-ব্রহ্মের দ্বারা পরিচিত হন অর্থাৎ পুরুষোত্তম বস্তুই ভজনীয় বস্তু। "তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্" এই কামদেবের উপাসনা করিলেই জীবের ইতর বাসনা হইতে অবসর লাভ হয়। তখনই তাঁহার দৃশ্য বিশ্বের বদ্ধানুভূতি হইতে প্রস্থান করিবার

যোগ্যতা-লাভ ঘটে। পুরুষোত্তমের সেবাই বিশ্বদর্শন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র সোপান। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্ব-ভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" ক্লীব-দৃষ্ট সর্ব্বনামে যে তৎ-শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহাতে পুরুষোত্তমেতর-বাদ অভিব্যক্ত হয়, উহা বদ্ধ জীবেরই চমৎকারিতা উৎপন্ন করায় এবং রস-চমৎকারভূমির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করিয়া সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়কে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যবাদে উপনীত করায়।

সঙ্কর্ষণ প্রভু বিস্তৃতি-ক্রমে তদ্‌রূপ-বৈভবার্ণব হইয়া স্বয়ং প্রকাশ-তত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। তদ্‌রূপ-বৈভবশব্দ অপর ভাষায় বৃন্দাবন বা গোলোকশব্দে অভিহিত হয়। বৃন্দাবনীয় দ্বাদশ বন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই দ্বাদশ রসের পূর্ণ বিকাশ-বৈভবাধার মাথুর বন-সমূহে নিত্য কাল প্রকাশিত। চিজ্জগতের আস্বাদনীয় দ্বাদশ বন বদ্ধজীবভূমিকায় আংশিক দর্শনে পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। বদ্ধভাব অপসারিত হইলে আমাদের প্রাপঞ্চিক বিচারগত জড়াশ্রিত জ্ঞান অপসৃত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হয়। তখনই তদঙ্গ ও রহস্যের বিজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনায় আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন—এই ত্রিবিধ বিচিত্রতা কেবল-চেতন-ধর্ম্মে প্রস্ফুটিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভাবনাবর্ত্মের অতীত লীলাস্বাদন-মুখে অভিব্যক্ত হয়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উন্মেষণী

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্॥

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্।
সরস্বত্যপ্রিয়ং বিত্তং সদা নামপরায়ণম্॥
বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুসেবৈকজীবিনে।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসনস্থাপনকারিণে॥
সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্।
ভক্তিবর্ত্ম দর্শকায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে ! পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রুতিরাবর্ত্তয়েন্মূকম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ।
শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামুখে ও স্মরণমূলে তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত 'শ্রীকেনোপনিষদ্' গ্রন্থখানি সদ্যঃ প্রকাশিত হইতেছেন দেখিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয় ঘোষণা পূর্ব্বক নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছি।

মাদৃশ অধম জীবের পক্ষে শ্রুতির দুরূহ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করা এবং তাহা পরিস্ফুট করিয়া ব্যক্ত করা নিতান্তই অসম্ভব ; কেবলমাত্র পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের অপরিসীম অহৈতুক করুণাশীর্ব্বাদ শিরে গ্রহণ করিয়াই বাতুলের এতাদৃশ প্রয়াস। বিশেষতঃ গ্রন্থে যে শ্রুতিমন্ত্রের অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ ও তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, উহা প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতানুগ-বিচারাবলম্বনে ও কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ বিমল বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে সংস্থাপনের প্রয়াস হইয়াছে।

আশা করি, পরমপূজনীয় বৈষ্ণববর্গ তথা সুধী ও ভক্তমণ্ডলী গ্রন্থ-পাঠকালে কিঞ্চিৎ আনন্দবোধ করিয়া মাদৃশ অধমকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। তবে ইহাই আমার বিশেষ বিজ্ঞাপন যে, এই গ্রন্থ সম্পাদনে ও প্রকাশনে যাহা কিছু সফলতা, তাহা মদীয় শ্রীগুরুপাদ পদ্মেরই অহৈতুকী করুণায় সিদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থমধ্যে 'শ্রী' সম্প্রদায়ের অন্যতম খ্যাতনামা অধস্তন-আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্র-বিরচিত বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারপর ভাষ্যটিও সংরক্ষিত হইয়াছে। কারণ এই গ্রন্থের আধুনিক পঠন-পাঠনের মধ্যে কেবল শ্রীশঙ্করভাষ্যটিই

অধিকভাবে আলোচিত হইয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্য সাধারণতঃ সকলের অগোচরেই থাকিয়া যায়। সেকারণ এই সকল বৈষ্ণব-ভাষ্য পাওয়াও দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে, অনেক চেষ্টায় গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া লোকদ্বারা নকল করাইয়া গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত করা হইয়াছে। অতএব ইহাতে যদি কিছু ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে ভক্তগণের নিকট ও সুধীবৃন্দের নিকট আমার প্রার্থনা —তাঁহারা নিজগুণে আমার সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন ও ভাষ্যের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নবান্ হইবেন।

এই গ্রন্থমধ্যে আর একটি নূতন সংস্কৃত টীকা সংযোজিত হইয়াছে, যাহার রচয়িতা আমাদের শ্রীআসনের পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহোদয়। টীকার নামকরণ হইয়াছে 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'। টীকাটিতে কেবলাদ্বৈতবাদের গন্ধ না রাখিয়া 'দ্বৈতসিদ্ধান্তের' ও 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। আশা করি, বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজ তাঁহার রচিত টীকার সমাদর করিবেন।

উপনিষৎ-সম্বন্ধে প্রারম্ভিক আলোচনা ঈশোপনিষদের 'প্রারম্ভণী'তে ও কঠোপনিষদের 'পাতনী'তে কিছু কিছু প্রকাশিত হওয়ায় এস্থলে আর পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

কেবলমাত্র 'কেনোপনিষৎ'-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি। এই উপনিষৎখানির অপর একটি নাম 'তলবকারোপনিষৎ'। ইহার কারণ—ইহা সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। তলবকারকে জৈমিনীয় উপনিষৎও বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার বলেন যে, জৈমিনি তলবকারের গুরু। এই উপনিষদের

প্রথমে 'কেন' শব্দ থাকায়, ইহা ঈশোপনিষদের ন্যায় 'কেনোপনিষৎ' নামেও বিখ্যাত। অতএব 'তলবকারোপনিষৎ' বা 'ব্রাহ্মণোপনিষৎ' নামেও ইহা পরিচিত। ইহার আরও কিছু বিবরণ গ্রন্থারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় দ্রষ্টব্য।

'উপনিষৎ' যে নামেই প্রচলিত থাকুক, উহা অপৌরুষেয়। এই উপনিষৎখানির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রুতিদেবী স্বয়ং ঔপনিষদার্থ সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর-আকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

এই উপনিষৎখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে—৮টি মন্ত্র; দ্বিতীয় খণ্ডে—৫টি মন্ত্র; তৃতীয় খণ্ডে—১২টি মন্ত্র এবং চতুর্থ খণ্ডে—৯টি মন্ত্র আছে।

প্রথম খণ্ডের সারমর্ম্মে পাই,—

ব্রহ্মের অর্থাৎ বিষ্ণুর শক্তিতেই সর্ব্বজীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। যিনি বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর অথচ যাঁহার শক্তিতেই এই সকল ইন্দ্রিয়ের কথন, চিন্তন, দর্শন ও শ্রবণাদি শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য।

তিনি সকলকেই দর্শন করিয়া থাকেন এবং জানেন কিন্তু জীব তাহার প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতেও পায় না এবং জানিতেও পারে না।

তিনি সকল চেতনের চেতন। জড়বস্তু সমূহ তাঁহার স্বরূপ নহে। এমন কি, প্রকৃতি, জীব ও জড়াদি পদার্থ যাহা লোককর্ত্তৃক উপাসিত, তাহা কিন্তু ব্রহ্ম নহে।

যাহারা তত্ত্বজ্ঞানহীন তাহারা দেহকেই আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম করে, আবার কেহ কেহ প্রকৃতিকেও ব্রহ্ম বলে আবার কেহ কেহ জড়াদি পদার্থ সমূহকে ব্রহ্ম বলিবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকে।

ভাগ্যবান্ জীব তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব-গুরুর নিকট এই উপনিষৎখানির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে এই সকল ভ্রমের অথবা অপরাধের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সেইজন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কেহ কেহ কিছু জড়বিদ্যা লাভ করিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা তত্ত্ববিদ্যা বা পরা বিদ্যায়ও পার-দর্শী হইয়াছেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ গুরুর পদাশ্রয়ে গুরুসেবাফলে গুরুর কৃপায় যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে অক্ষম। সে কারণ তাঁহারা কত যে ভ্রম করেন এবং নিজেদের জড়ীয় বিদ্যাবত্তার দ্বারা কত লোককে যে বিভ্রান্ত করেন এবং নিজেদের ও অপরের অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এইজন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতম্ অন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥" (১।৬২)

এইজন্যই এই শ্রুতিতে শ্রীগুরু-পদাশ্রয় পূর্ব্বক তত্ত্বালোচনা করিবার নির্দ্দেশ দিবার নিমিত্তই গুরু-শিষ্য-প্রশ্নোত্তরবাক্যে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের সারমর্ম্মাবলম্বনেও পাওয়া যায়,—প্রথমেই বিচারিত হইয়াছে যে, কে প্রকৃত ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ। যিনি বিবেচনা করেন যে, তিনি ব্রহ্মকে সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন, তিনি কিন্তু ব্রহ্মের তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই, কারণ—ব্রহ্ম অনন্ত। আর যিনি মনে করেন যে, ব্রহ্মকে তিনি জানেন না, কারণ তিনি অনন্ত; তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায় অবরোহপন্থা বা শ্রৌতপন্থা। তিনিই ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন। সাধারণতঃ ভূতগণের মধ্যে ব্রহ্মের যে স্বরূপ জানা যায় বা দেবগণের মধ্যেও ব্রহ্মের স্বরূপ যতটুকু অনুভব করা যায়, তাহা অল্পই। ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায়—ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার সেবাফলে তাঁহার কৃপালাভ।

মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাই,—"তদ্বিজ্ঞানার্থম্ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুঃ ১।২।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" (ভাঃ ১১।৩।২১)

এক্ষণে স্বয়ং শ্রুতিও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন। যখন যিনি ব্রহ্মকে প্রত্যেকবোধে সাক্ষিস্বরূপে বা তৎ স্বরূপে বিদিত হন, তখন তাঁহার তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানকেই সম্যক্ দর্শন জানিতে হইবে। ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।

মনুষ্যগণ যদি ইহলোকে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন, তবে তাঁহাদের জীবন সফল হয়, তাঁহারা পরমার্থ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। আর যদি ইহলোকে অর্থাৎ এই মানব শরীরে ব্রহ্মকে জানিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মহান্ বিনাশ উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে। অতএব ধীর ব্যক্তিগণ সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিস্বরূপে পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগান্তে অমরত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন বা শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবা লাভের ফলে নিত্য-পার্ষদত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় খণ্ড অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মশক্তি ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্য করিবার শক্তি নাই ; ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রুতি বুঝাইতেছেন যে, কোন এক সময়ে ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু দেব-হিতার্থে অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবগণ শ্রীবিষ্ণু-কৃত সেই জয়কে নিজেদের জয় মনে করিয়া আপনাদিগকেই বিজয়ের কর্ত্তা ভাবিয়া অত্যন্ত গর্ব্ব বোধ করেন। শ্রীবিষ্ণু দেবগণের সেই অজ্ঞতা ও অহঙ্কার বুঝিতে পারিয়া এক যক্ষ অর্থাৎ অদ্ভুত দিব্য-মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ সেই যক্ষের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বাগ্রে অগ্নিকে যক্ষের পরিচয় গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন।

অগ্নি যখন সেই বরণীয় পুরুষের সমীপস্থ হইলেন, তখন যক্ষপুরুষ অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে অগ্নি নিজের পরিচয় ও সামর্থ্যের কথা জ্ঞাপন করিলেন যে, তাঁহার নাম অগ্নি বা প্রসিদ্ধ জাতবেদা—সর্ব্ববিদ্। তিনি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারেন। যক্ষরূপী শ্রীবিষ্ণু অগ্নির নিকট একটি তৃণ স্থাপন পূর্ব্বক উহাকে দগ্ধ

করিতে আদেশ করিলেন। অগ্নি তাঁহার সমুদায় শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সেই তৃণটিকে যখন দগ্ধ করিতে পারিলেন না তখন তিনি যক্ষরূপী ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, তিনি সেই পূজনীয় পুরুষটি কে? তাহা জানিতে পারিলেন না।

তদনন্তর দেবগণ কর্ত্তৃক যক্ষের স্বরূপজ্ঞানার্থ বায়ু প্রেরিত হইলেন। বায়ু যক্ষের সমীপস্থ হইলে সেই যক্ষপুরুষ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বায়ু বলিলেন যে, তাঁহার নাম বায়ু বা মাতরিশ্বা। তাঁহার সামর্থ্যের পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন যে, তিনি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। তখন সেই দিব্যমূর্ত্তি তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত তৃণটিকেই গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু পবন তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন তিনিও যক্ষের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণ-সমীপে আসিয়া বলিলেন যে, তিনি ঐ বরণীয় যক্ষপুরুষটিকে চিনিতে পারিলেন না।

তখন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে যক্ষপুরুষের পরিচয় গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইলে ইন্দ্র যক্ষের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্মুখেই যক্ষ তখন অন্তর্ধান করিলেন।

তখন ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপা অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী হিমালয়দুহিতা হৈমবতী উমাকে আবির্ভূতা দেখিয়া তৎসমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঐ পূজনীয় পুরুষটি কে?

চতুর্থ খণ্ডের আলোচনায় ইহাই জানা যায় যে, সেই উমাদেবী ইন্দ্রকে সেই পূজনীয় পুরুষটির পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন যে,

ইনিই ব্রহ্ম। যাঁহার শক্তিতে দেবগণ বিজয়ী হইয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা নিজেদের দর্পবলে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন।

অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র—এই তিন দেবতা ব্রহ্মের সমীপস্থ হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা অন্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন। তন্মধ্যে আবার ইন্দ্র সর্ব্বাগ্রে সেই যক্ষপুরুষটিকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি সকল দেবতাপেক্ষা প্রধান হইলেন।

ব্রহ্মের আবির্ভাব বিদ্যুতের বিদ্যোতনের সদৃশ এবং চক্ষুর নিমেষের সদৃশ, ইহাই ব্রহ্মের উপমাচ্ছলে উপদেশ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের দেবতাবিষয়ক উপমাদর্শন—ইহাই।

অনন্তর আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ এই যে, মন যেন তাঁহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা তিনি জ্ঞাত হন এবং মনের দ্বারাই যেন নিরন্তর তাঁহার স্মরণ করা হয়,—ইহাই হইবে সাধকের সঙ্কল্প।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মই—'তদ্বন' অর্থাৎ বিষ্ণুই শুদ্ধ জীবাত্মার একমাত্র উপাস্য বস্তু। বেদার্থ তাৎপর্য্যবিৎ শুদ্ধভক্তগণ বলেন,—দ্বাদশবনরূপ নিত্য দ্বাদশরসের দ্বারা বৃন্দাবনধামের নিত্যসেবা করাই অধ্যাত্ম। এই ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীহরিই সকলের ভজনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি তদ্রূপেই উপাসিতব্য। যিনি তাঁহাকে এইরূপভাবে উপাসনা করেন, তিনি সকল প্রাণীর নিকট সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকেন। গ্রন্থের আদিতে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'তদ্বন'-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে, উহা সকলে অনুধাবন করুন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

অতঃপর শিষ্য যখন পুনরায় আচার্য্যকে উপনিষদ্ বলুন বলিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন তখন আচার্য্য উত্তর দিলেন যে, তোমাকে

তো উপনিষদ্ অর্থাৎ, রহস্যবিদ্যা বা ব্রহ্মবিষয়ক পরা বিদ্যার কথা বলা হইল। তবে কেবলমাত্র শ্রবণের দ্বারা ইহা অধিগত করা যায় না, এই ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। শুদ্ধচিত্তেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপে তপঃ অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, কর্ম্ম অর্থাৎ পরব্রহ্মার্থে অখিলচেষ্টা, বেদ অর্থাৎ বিজ্ঞান-সমন্বিত ভগবদ্বাণী ও বেদাঙ্গ সমূহ অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর পরম সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই উহার একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ তিনিই উপেয় বা উপাস্য।

যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত করেন, তিনি নিখিল পাপ অর্থাৎ অবিদ্যাদি মুক্ত হইয়া অনন্ত এবং সর্ব্বমহত্তর লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ নিত্য আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

অনেকে কেনোপনিষদের বর্ণিত বিষয়ের সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ স্বরূপ-দ্বয়ের কল্পনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বদাই নির্গুণ, তিনি কখনও সগুণ হন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥" (ভাঃ ১০।৮৮।৫)

আরও পাই,—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (ভাঃ ১।১১।৩৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি, সবে মায়া পার॥" (আদি ২।৫৪)
"প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রপঞ্চাতীত রয়॥"

শ্রীভগবান্ তো সর্ব্বদাই নির্গুণ। এমন কি, তাঁহার আশ্রিত ভক্তও নির্গুণ। "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" (ভাঃ ১১।২৫।২৬)

বেদান্তসূত্রেও "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" (বেঃ সূঃ ১।১।৭) হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি সূত্রেই শ্রীভগবানের স্বরূপের নির্গুণতা স্থাপন করিয়াছেন এবং সগুণতার বিচার খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা শ্রীমদ্বল-দেব বিদ্যাভূষণ-রচিত শ্রীগোবিন্দভাষ্যেও দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্‌কে 'সগুণ' বলা নিতান্ত অপরাধের পরিচয়।

যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" (আদি ৭।১১৫)

আরও অনেকে পরব্রহ্মতত্ত্বকে চরমে নির্ব্বিশেষ বলিয়া ধরিয়া লন, ইহা যেমন অযৌক্তিক তেমন অশাস্ত্রীয়। যাঁহা হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধিত হয়, যিনি এই বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা নিতান্তই অন্যায়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলেন,—

" 'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি, করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪১)

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৩-১৪৪)

আরও পাই,—

" 'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ।
'মুখ্য' 'ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫০-১৫১)

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্-বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি ॥"

(তৈঃ ১।১।১)

পরব্রহ্মকে 'সগুণ' বলা এবং 'নির্ব্বিশেষ' বলা যে কিরূপ দোষাবহ, তাহা শ্রীগীতার "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" (গীঃ ৯।১১) "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ (গীঃ ৭।২৪) এবং "মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণঃ" শ্লোক সমূহ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

কেনোপনিষদেও শ্রীভগবান্ যক্ষমূর্ত্তিতে দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময় সবিশেষত্ব প্রকাশ করিলেন। যাহা শ্রীভগবচ্ছক্তি শ্রীউমাদেবীর কৃপায় দেবগণ জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় বুদ্ধিবলে বা চর্ম্মচক্ষুতে দেখিয়া জানিতে পারেন নাই। সুতরাং নরগণ যে নরবুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবেন না, ইহা আর কি কথা! এইজন্যই বিভিন্ন শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কৃপায়ই ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্রও তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তের কৃপায় ভাগ্যবান্ জীব শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলাদির নিত্যত্ব ও চিন্ময়ত্ব অনুভব করিতে পারেন। অতএব কেনোপনিষদ্ গ্রন্থখানিও শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অধ্যয়ন করিলে শ্রুতি-রহস্য বা ব্রহ্ম-বিদ্যার রহস্য অবগত হওয়া যাইবে। তাই, আমরা শ্রুতিপাঠকগণকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া শ্রুতির ভক্তিপর ব্যাখ্যা বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন।

শ্রুতির ভক্তিপর ব্যাখ্যা যাহাতে লোকে জানিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্যই আমাদের 'উপনিষদ্-গ্রন্থমালা' সম্পাদনের প্রয়াস। এই গ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজের প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য সংযোজিত হইয়াছে, তৎসঙ্গে গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত-সম্মতভাবে সানুবাদান্বয়ানুবাদ ও 'তত্ত্বকণা' প্রদত্ত হইয়াছে। 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যাটিতে শ্রীমদ্ভাগবতানুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপনের যথাসাধ্য প্রয়াস করা হইয়াছে।

আশা করি, সহৃদয় সুধী ও ভক্ত পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থ পাঠে কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। তবে মাদৃশ সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে উপনিষদের সুগভীর জটিল তত্ত্বের সুমীমাংসা সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। কেবলমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণা শিরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রীত্যর্থে তাঁহাদের মনোভীষ্ট পূরণের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি মাত্র। যদি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ইহাতে কিছুমাত্র প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহা হইলে সম্প্রদায়ের সেবার সুযোগ পাইয়া মাদৃশ অধম নিজেকে কৃতকৃতার্থবোধে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপার মহিমাই নিত্য কীর্ত্তন করিবে।

আমার মরণ-কাল আসন্ন, তদুপরি নানা রোগে বিশেষতঃ বহুমূত্র রোগাদিতে আক্রান্ত হওয়ায়, কি প্রকারে যে কার্য্য চলিতেছে, তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেবই জানেন।

এক্ষণে গ্রন্থ-পাঠকগণের প্রতি আমার আর একটি নিবেদন যে, নিজের দৃষ্টি শক্তির লাঘব হওয়ায় প্রুফ-সংশোধন-কার্য্যে অনেক ত্রুটী হইতেছে। তাঁহারা যেন নিজগুণে দয়া করিয়া আমার সকল দোষ ক্ষমাকরতঃ গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া আমাকে বাধিত ও কৃতার্থ করেন। যদিও আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ও একটি প্রুফ্ দেখিয়া দিতেছেন, তথাপি তাঁহারও বার্দ্ধক্যজনিত দৃষ্টিশক্তির অনেকটা দিন দিন লাঘব হইয়াছে।

যাহা হউক, এই গ্রন্থ-সম্পাদনে আমাদের মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর **শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন,** ভক্তিভূষণ মহোদয়ই আমার প্রধান সহায়ক। তাঁহার সহায়তা না পাইলে বেদান্তসূত্র ও অবশেষে উপনিষদ্ গ্রন্থমালার কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারিতাম না, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আশা করি, আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী সংস্কৃত টীকাটি পাঠ করিয়া বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজ আনন্দিত হইবেন এবং দ্বৈত-সিদ্ধান্তের তথা গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের আলোকপাত-দর্শনে তাঁহার সমাদর না করিয়া পারিবেন না।

আমার আর একটি পরম কৃতজ্ঞতার পাত্র 'রূপ লেখা প্রেসে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী, বি. এস্. সি, 'ভক্তি-কলানিধি'। শুধু আমি কেন, এই গ্রন্থ-পাঠকমাত্রই তাঁহার গ্রন্থ-মুদ্রণের নিপুণতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। মুদ্রণ-ব্যাপারে যাহা কিছু প্রশংসা সকলই তাঁহারই প্রাপ্য। কারণ আমি

এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শুধু তাঁহার মুদ্রণ-নৈপুণ্যই নহে, তিনি যে কিরূপ আগ্রহ লইয়া গ্রন্থগুলিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সচেষ্ট, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিয়া আমি থাকিতে পারি না।

তাঁহারই অনুজ শ্রীমোহন লাল নন্দী মহাশয়ও গ্রন্থের বাইণ্ডিং ব্যাপারে যথেষ্ট অনুরাগ ও নিপুণতা প্রদর্শন করিতেছেন। তজ্জন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ।

সর্ব্বশেষে আমি তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ; যাঁহারা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারাও এই মহৎ কার্য্যের যে কোন ভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সর্ব্বোপরি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে আমি এখানেই ক্ষান্ত হইতেছি। আদি, মধ্যে ও অন্তে তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন না করিয়া আমি পারি না, কারণ তাঁহাদের কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। যতদিন তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা মাদৃশ অধমের প্রতি বর্ষিত হইবে, ততদিন নানা রোগ, ব্যাধি, জ্বালা-যন্ত্রণা, বিপদ্-আপদ্, বাধা-বিঘ্ন আসিলেও উপনিষদ্-গ্রন্থমালার সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারিব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে নিবেদনমিতি।

শ্রীশ্রীরামনবমী-তিথিবরা,
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন,
নবদ্বীপ, ২৩ বিষ্ণু, গৌরাব্দ-৪৮৫
বাংলা ২১শে চৈত্র, ১৩৭৭ সাল
ইং ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১ সন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাপ্রার্থী—
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্য মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ** অত্যল্পকালের মধ্যে **'ঈশোপনিষৎ'** এবং **'কঠোপনিষৎ'** সম্পাদনা সমাপ্ত করিয়া **'কেনোপনিষৎ'** খানির সম্পাদনা সমাপ্ত করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য একদিকে যেমন আনন্দিত হইয়াছি, তেমনি বিস্মিতও হইয়াছি। আনন্দের কারণ—এতদিনে বৈষ্ণব জগতের একটি বিশেষ অভাব পূরণ হইল এবং পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** একটি মনোভীষ্ট কার্য্য পূরণ হইল দেখিয়া। বিস্ময়ের কারণ—স্বামিজী মহারাজ বলিতে গেলে দ্বিতীয় সহায়রহিত, অধিকন্তু তাঁহার শরীরও তত কুশল নহে। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপার তো আরও জটিল। কিভাবে যে এত বড় একটি মহৎ কার্য্য পর পর সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা ভাবিতে গেলে আমাদিগকেও অবাক্ হইতে হয়।

তিনি প্রত্যেকটি শ্রুতি মন্ত্রকে সহজবোধ্য করিবার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রের সানুবাদান্বয়, পুনরায় অনুবাদ, তারপর আবার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সমন্বিত 'তত্ত্বকণা' দিতেছেন। ইহাতে উপনিষদের জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে বলিয়াই মনে হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ভাষ্যের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্রযতি-বিরচিত প্রকাশি-

কাণ্ব-ভাষ্যটিও সংযোজিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের **শ্রীআসনের** মহামান্য পরম পণ্ডিত মহোপাধ্যায় **শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন,** ভক্তিভূষণ মহোদয়ের সংস্কৃত ভাষায় রচিত **'শ্রুত্যর্থবোধিনী'**-নাম্নী টীকাটিও লোভনীয় হইয়াছে। তাঁহার ভাষার সারল্যে, ভাবমাধুর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, তত্ত্বার্থবোধে সকলেই মুগ্ধ হইবেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত **অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের** উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উপনিষদ্ ব্যাখ্যা এমনভাবে সুন্দররূপে সম্পাদিত এই সর্ব্বপ্রথম, ইহা বলিলে বোধ হয় কোন অত্যুক্তি হইবে না। অবশ্য 'ঈশোপনিষৎ' খানি বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্য্যের ভাষ্য ও টীকাদি সমন্বিত হইয়া ইতঃপূর্ব্বেও কয়েকটি সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু অন্যান্য উপনিষৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্যাখ্যাসহ এই প্রথম।

আশা করি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তথা সুধী পাঠকবৃন্দ ইহা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না।

স্বামিজী মহারাজ তাঁহার উন্মেষণীতে যাহা লিখিয়াছেন, তদধিক প্রারম্ভিক পরিচয় আমার কিছু লিখিবার নাই।

কেনোপনিষদের একটি প্রধান রহস্য এই যে, ইঁহাতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতিশয় সঙ্কেতের উপর। উপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে ইহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে না পারিলে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে গেলে বিষম অনর্থজালে জড়িত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রুতি ও স্মৃতির সঙ্গে কেনোপনিষদ্‌ও স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন। যদিও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্ত

শুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভের যোগ্যতা বা অধিকার লাভ হয় বলিয়া শাস্ত্র সাধারণভাবে উপায় বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের বিশেষ কৃপা হইলে সহজেই চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভজন করিতে করিতে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ভগবদ্ভক্তি সাধু-গুরুর কৃপা ব্যতীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

শাস্ত্রে পাই,—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,— "কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"।

আরও পাই,—"সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

অতএব সর্ব্বাগ্রে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের পদাশ্রয় পাইবার জন্যই শ্রীভগবানের নিকট অনুক্ষণ প্রার্থনা জানাইতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণব-গুরুর পদাশ্রয় পাইলে শাস্ত্রের রহস্য অবগত হইয়া হরিভজন-প্রভাবে শ্রীহরিধামে শ্রীহরি-পাদপদ্ম লাভ হইবেই।

কেনোপনিষদের **'তদ্বন'** শব্দটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ-বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লেখনীপ্রসূত তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে **'কেনোপনিষদের'** রহস্য কোথায় নিহিত।

আশা করি, ভক্ত ও সুধী পাঠকগণ উপনিষদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত জানিবার নিমিত্ত এই উপনিষদ্ গ্রন্থমালার গ্রন্থসমূহ অবশ্যই সংগ্রহ করিবেন; সকলে এই গ্রন্থগুলির অনুধাবন করিলে স্বামিজীর বিপুল প্রয়াসের কিঞ্চিৎ সার্থকতা হয়।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
(গ্রন্থ-প্রকাশক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণানুক্রমে)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন
(দ্বিতীয় সংস্করণ)

পুজনীয় বৈষ্ণবগণ এবং ভগবৎ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সুধীবৃন্দ বহুদিন যাবৎ মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তপর উপনিষদ্-গ্রন্থমালা প্রাপ্তিহেতু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতীক্ষা পূরণার্থ আমরা উপনিষদ্-গ্রন্থমালার পুনর্মুদ্রণে ব্রতী হইয়াছি। শ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় ঈশোপনিষদের পরে 'কেনোপনিষৎ' প্রকাশিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য বৈষ্ণব-ব্যাখ্যাসহ উপনিষদ্ গ্রন্থখানি পাঠক মাত্রেরই আনন্দ বিধান করিবে।

সহৃদয় পাঠকগণ—আপনারা শ্রুতির ভক্তিপর ব্যাখ্যা বৈষ্ণবগণের নিকট অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিবেন – ইহাই আমাদের অনুরোধ।

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-তিথি
২৫ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৫০৪
১১ শ্রাবণ, বাংলা ১৩৯৭ সাল

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তি প্রপন্ন গিরি

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সামবেদীয়া তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—২

শান্তিসূক্তপাঠঃ

॥ হরি ওঁ ॥

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরি ওঁঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—ওঁ (হে পরব্রহ্ম পরমাত্মন্!) মম (আমার) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ), বাক্ (বাক্‌শক্তি) প্রাণঃ (প্রাণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) শ্রোত্রম্ (কর্ণ) চ (ও) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি (সকল ইন্দ্রিয়) অথো (এবং) বলম্ (বল) আপ্যায়ন্তু (পরিপুষ্ট হউক) সর্ব্বম্ (সমস্তই) ঔপনিষদম্ (উপনিষদ্-প্রতিপাদিত) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক) অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (এই ব্রহ্মকে) মা নিরাকুর্য্যাম্ (যেন অস্বীকার না

করি), [এবং] ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) মা (মাং—আমাকে) মা নিরাকরোৎ (যেন পরিত্যাগ না করেন) অনিরাকরণম্ (উঁহার সহিত আমার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ) অস্তু (হউক) মে (আমার সহিত) অনিরাকরণম্ (উঁহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ) অস্তু (হউক, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ বিরাজমান থাকুক) উপনিষৎসু (উপনিষৎ সমূহে প্রতিপাদিত) যে (যে সকল) ধর্ম্মাঃ (ধর্ম্মসমূহ আছে) তে (সেই সকল) তৎ-আত্মনি (সেই পরমাত্মাতে) নিরতে (নিষ্ঠ) ময়ি (আমাতে) সন্তু (হউক), তে ময়ি সন্তু (তাহারা আমাতে হউক) ওঁ (হে পরমাত্মন্ !) শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ তাপের নিবৃত্তি হউক)।

অনুবাদ—হে পরব্রহ্ম পরমাত্মন্ ! আমার অঙ্গসমূহ, বাক্‌শক্তি, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণাদি সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণসমূহ, শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং তেজ—সব আপনার অনুগ্রহে পুষ্টিলাভ এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। উপনিষদে সমস্তই যে ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহা আমি কখনও অস্বীকার না করি, এবং সেই ব্রহ্মও আমাকে কখনও প্রত্যাখ্যান না করেন। অর্থাৎ আমাকে তিনি সর্ব্বদা আপনার সেবক করিয়া রাখুন, ইহাই প্রার্থনা ; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বিরাজিত থাকুক ; উপনিষদে যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ধর্ম্ম উপনিষদের একমাত্র লক্ষ্য পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নিরন্তর নিরত সাধক আমাতে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুক, আমাতে নিরন্তর প্রতিভাত থাকুক। হে পরমাত্মন্ ! আমার ত্রিবিধ তাপের বিনাশ হউক, ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

কেনোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—কেন (কাহার) ইষিতং (অভিপ্রেত হইয়া) মনঃ (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তরিন্দ্রিয় নিজ অভিলষিত যে কোনও বিষয়ের প্রতি) [কেন—কোন্ দেব কর্ত্তৃক] প্রেষিতং (প্রেরিত হইয়া) পততি (ধাবিত হয় ?) প্রথমঃ (পঞ্চ প্রাণের মধ্যে মুখ্য) প্রাণঃ (প্রাণবায়ু) কেন যুক্তঃ (প্রেরিত হইয়া) প্রৈতি (প্রবৃত্ত হয়, নিজ ব্যাপার সম্পাদন করে ?) ইমাং (এই লৌকিক ও বৈদিক) বাচং (বাক্যকে—শব্দকে) কেন ইষিতাং (কাহার দ্বারা প্রেরিত হইলে তাহা) বদন্তি [লোকে] (বলে ?) চক্ষুঃ শ্রোত্রং (চক্ষুঃ ও কর্ণকে) উ (অয়ি আচার্য্যদেব !) কঃ (কোন্) দেবঃ (চৈতন্যময় শক্তিমান্ দেব) যুনক্তি (স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন ? তাহা আপনি বলুন, এই বাক্য শেষ)। [শুধু চক্ষুঃ কর্ণ নহে, প্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ত্বক্ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে কে নিজ নিজ কার্য্য করিবার যোগ্যতা প্রদান করিতেছেন, তাহাও বলুন] ॥১॥

অনুবাদ—সাধক শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শাস্ত্রসঙ্গত বিধি-অনুসারে সকল কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিয়া সকল কর্ম্মের আশ্রয়ভূত শ্রীভগবানে সমর্পণ করতঃ, ভগবদর্পিত নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণের ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সকামের কর্ম্ম-জ্ঞান সমস্তই

পুনরাবৃত্তির কারণ। এজন্য বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষেরও পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরোপাসনা প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বর কে? তাহা জানা আবশ্যক, তাই শিষ্য গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলেন "কেনেষিত-মিত্যাদি"। মন ভাল-মন্দ সকল বস্তুই ইচ্ছা করে এবং সেই বস্তুর দিকে ধাবিত হয় দেখা যায়, কিন্তু তাহার ইচ্ছার প্রেরক কে? এ প্রবৃত্তি তাহার কোথা হইতে আসে? অর্থাৎ কাহার শক্তিতে ও কাহার প্রেরণায় মন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়? যদি বল, মন স্বাধীন, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তাহারই কার্য্য, তাহা হইলে সে অনিষ্ট চিন্তা করিত না, যাহাতে পরিণামে কুফল হয়, তাহা জানিয়াও তাহার দিকে ধাবিত হইত না। যদি বল, স্বকৃত কর্ম্মানুসারে তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাও নহে, যেহেতু সেই জড়-কর্ম্মের ফল-বিধানে পরিচালক অবশ্যই একজন আছেন, তিনি কে? ইহাই শিষ্যের প্রশ্ন। মন তাহার অভিপ্রেত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, দেখা যায়, কিন্তু কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধাবিত হয়? কথাটি এই—মন একটি করণ, করণমাত্রই কর্ত্তৃব্যাপারবিশিষ্ট, অতএব কাহারও কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি বল, জীব তাহার প্রেরক, ইহাও বলিতে পার না, কারণ জীব মনকে বাধা দিলেও মন সেদিকে দৌড়ায়। অতএব প্রবল আর কেহ আছেন, তিনিই তাহার প্রেরক। যদি বল, মন স্বাধীন, সে স্বেচ্ছায় ধাবিত হয়, ইহাও বলা যায় না, তাহাতে দোষ এই—কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না হউক, কিন্তু পরিণামে অনর্থ হইবে জানিয়াও সে প্রবৃত্ত হয়, সে প্রবৃত্তি তাহার কোথা হইতে আসে? এজন্য পরমেশ্বর তাহার কর্ম্মফল ভোগের জন্য ঐ প্রবৃত্তি স্বীয় মায়া শক্তির দ্বারা জন্মান, এই কথাই বলিতে হইবে। শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,—'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া' (গীঃ ১৮।৬১) শুধু ইহাই নহে, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ুর

মধ্যে প্রধান প্রাণবায়ু যে নিজ ব্যাপার সাধন করিতেছে তাহা কাহার প্রেরণায়? আবার লোকে যে কথা বলে, তাহা কাহার শক্তিতে প্রণোদিত হইয়া সেই বাক্য বলে? চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে কোন্ দেব স্ব-স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি দেন? ইহার দ্বারা প্রসিদ্ধ মন, প্রাণ, বাক্‌শক্তি, জীবাত্মা ও ইন্দ্রিয়বর্গের প্রেরকত্ব খণ্ডিত হইল। কিন্তু কোন এক সর্ব্বশক্তিমান্ চেতন পুরুষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি কে? তাহা বলুন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ওঁ তৎসদ্ব্রহ্মণে নমঃ। শ্রীরঙ্গরামানুজবিরচিত প্রকাশিকাসমেতা কেনোপনিষৎ।

অথ কশ্চিদ্ধন্যো ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর্জড়ানাং মনঃপ্রভৃতীনাং করণানা প্রবৃত্তিস্তৎপ্রবর্ত্তকচেতনমন্তরেণানুপপন্নেতি সামান্যতোঽবগত্য তৎপ্রব-র্ত্তকচেতনবিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি—ওঁ কেনেষিতং······যুনক্তি ॥

মন ইষিতমিষ্টং সাধ্বসাধু বা বিষয়ং প্রতি কেন দেবেন প্রেষিতং সৎ পততি গচ্ছতি। করণত্বাদবশ্যং কেনচিৎপ্রেরিতমিতি বাচ্যম্। ন তাবজ্জীব এব প্রেরকঃ। তেন নিগৃহ্নতোঽপি মনসো বিষয়ং প্রতি পতনাৎ। অতো বলবতা কেনচিদ্দেবেনৈব প্রেরিতমিতি বক্তব্যং স ইতি ভাবঃ। এবমগ্রেঽপি বোধ্যম্। ইষিতমিতীড়াগমশ্ছান্দসঃ। অথ প্রথমঃ প্রাণঃ পঞ্চানাং প্রাণানাং মুখ্যঃ প্রাণঃ কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্ প্রৈতি যাতি স্বব্যাপারং করোতীত্যর্থঃ। ইমাং লৌকিকীং বৈদিকীং চ বাচং কেনেষিতাং প্রেরিতাং বদন্তি জীবা ইতি শেষঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রমিতি। প্রাণ্যঙ্গত্বাদেকবদ্ভাবঃ। উ সংবুদ্ধৌ। ভো দেশিক কো দেবো যুনক্তি নিযুঙ্‌ক্তে প্রেরয়তীত্যর্থঃ। ইদমুপলক্ষণং শেষকরণানামিতি ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ওঁ তৎ সৎ।

নত্বা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ তদ্‌ভক্তান্ বৈষ্ণবাংস্তথা।
প্রীণয়িতুং ময়া টীকা শ্রুত্যর্থবোধিনী কৃতা।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-নির্দ্দেশাদ্ গৌড়ীয়-মতসাধনম্।
সাধবো যদি মোদেরন্ সফলোঽসৌ ততঃ শ্রমঃ।

অথ কশ্চিদ্ধন্যোব্রহ্মজিজ্ঞাসুর্জড়ানাং মনঃপ্রভৃতীনাং করণানাং প্রবৃত্তিস্তৎপ্রেরকচেতনমন্তরেণ নোপপন্না ইত্যাপাততোঽবগম্য প্রবৃত্তি-মাত্রস্য প্রবর্ত্তকাধীনত্ব-নিয়মাৎ তৎপ্রবর্ত্তক-জ্ঞানেচ্ছয়া পৃচ্ছতি কেনেষিত-মিত্যাদি—মনঃ কর্ত্তৃপদং ইষিতম্ স্বস্য ইষ্টং সাধুম্ অসাধুং বিষয়ং প্রতি কেন প্রেষিতং প্রবর্ত্তিতং সৎ পততি ধাবতি? আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ ততোজ্ঞানং ভবতি, মনসা সঙ্কল্প্য বিষয়ং তত্রেন্দ্রিয়ং প্রেরয়তি, কিন্তু মনসঃ করণত্বাৎ তস্য জড়ত্বাচ্চ অবশ্যং কেনচিৎ প্রেরিতং সঙ্কল্পো। ন তাবজ্জীবস্তৎপ্রেরকঃ, তেন নিগৃহ্যমাণস্যাপি মনসো বিষয়ং প্রতি ধাবনাৎ। ইষিতমিতি ইড়া গমশ্ছান্দসঃ। স প্রেরকঃ কো বলবান্ শক্তিমান্ চেতন উচ্যতামিতি প্রশ্নঃ। ন কেবলং মনস এব প্রেরকঃ স কিন্তু প্রাণাদীনামপি। ইচ্ছা তু মনসো ধর্ম্মঃ, কিন্তু জড়ত্বাৎ ন তস্য প্রেরণসামর্থ্যমিতি প্রশ্নার্থঃ। প্রথমঃ সর্ব্ব-প্রাণপ্রবর্ত্তকত্বান্মুখ্যঃ প্রাণবায়ুঃ কেন প্রেরিতঃ স্বব্যাপারমুচ্ছ্বাসাদিকং প্রবর্ত্তয়তি? এতেন প্রাণবায়োরপি ন স্বাধীনত্বমিত্যুচ্যতে। কেন যুক্তঃ নিযুক্তঃ সন্ প্রৈতি স্বব্যাপারং প্রতি গচ্ছতি স্বব্যাপারং নির্বর্ত্তয়তীত্যর্থঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবৃত্তীনাং প্রাণপূর্ব্বকত্বাদয়ং প্রশ্নঃ। ইমাং লৌকিকীং বৈদিকীঞ্চ বাচং শব্দং কেনেষিতাং কেন দেবেন প্রেরিতাং বদন্তি লোকাঃ, আদৌ হি অর্থমভিসন্ধায় পশ্চাৎ শব্দং প্রযুঞ্জতে ইতি নিয়মাৎ তত্র শব্দ-প্রয়োগস্য ব্যাপারসাপেক্ষত্বাদিচ্ছাপূর্ব্বকত্বাচ্চাবশ্যং কেনচিৎ প্রবর্ত্তকেন ভাব্যমিতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ। তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং চক্ষুষী চ শ্রোত্রে চ ইতি-দ্বন্দ্বে প্রাণ্যঙ্গত্বাদেকবদ্ভাবঃ। উ ইতি সম্বুদ্ধৌ অব্যয়ম্। ক উ দেবঃ স্বে স্বে বিষয়ে রূপাদিষু যুনক্তি নিযুঙ্‌ক্তে প্রেরয়তি। উপলক্ষণমেতৎ সর্ব্ব-করণানামিতিধ্যেয়ম্ ॥১॥

তত্ত্বকণা— ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্।
সরস্বত্যগ্রগং বিজ্ঞং সদা নামপরায়ণম্॥
বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুসেবৈকজীবিনে।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসনস্থাপনকারিণে॥
সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্।
ভক্তিবর্ত্ম দর্শকায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে! পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রেষ্ঠকম্॥
অগম্যে দুর্গমে মার্গে স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ'।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ॥

উপনিষৎ সমূহ যে পরব্রহ্ম-তত্ত্বের বর্ণন করিয়াছেন তাহা বড়ই জটিল ও দুরূহ; সাধারণজ্ঞানে তাহা বুঝা যায় না। সেইজন্য উপনিষৎ-প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম-তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম বলিয়া গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর-আকারে উপস্থাপিত করিয়া শ্রুতি ইহা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর নিকট সহজবোধ্য করিতেছেন। মূলতঃ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান শ্রীগুরু-কৃপা ব্যতীত কেবল স্বকীয় যুক্তিতর্কের বলে অথবা গ্রন্থানুশীলনরূপ স্বীয় প্রযত্নে লভ্য হয় না,

এমন কি, এ-বিষয়ে উপযুক্ত গুরু, উপযুক্ত শিষ্য—দুইই দুর্ল্লভ। কঠ শ্রুতিতে পাই,—"আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥" (কঠ ১।২।৭) অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের শিক্ষিত (তত্ত্ববিৎ) উপদেষ্টা দুর্ল্লভ, যদিও আবার উপদেষ্টা লভ্য হয়, কিন্তু কুশল অর্থাৎ নিপুণ শ্রোতা বা শিষ্য অতি দুর্ল্লভ। এতৎপ্রসঙ্গে "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"॥ (শ্বেঃ ৬।২৩) মন্ত্রটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

সে কারণ ভাগ্যবান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সাধকের সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ের পর ভজন করিতে করিতে হৃদয়-মধ্যে স্বতঃ যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে পাওয়া যায় যে, ভজন-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারস্বরূপ যে কুড়িটি অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে 'গুরুপাদাশ্রয়', 'দীক্ষা' অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষা ও 'গুরুসেবা'—এই তিনটি প্রধান বলিয়া পরিগণিত। 'গুরুসেবা' করিতে করিতে সেবকের সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা ও জিজ্ঞাসারূপ আর একটি সাধনাঙ্গ-যাজন আরম্ভ হইয়া থাকে।

ভক্তি-উন্মুখী-সুকৃতিশালী বিশেষ কোন ভাগ্যবান্ জীব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে গুরু ও কৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিপথে আশ্রয় লাভ করে ও তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় হয়।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫১)

এ-স্থলে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন যে, শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করিলেন যে, কাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রেরিত হইয়া মন স্ব-বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়? (১); শরীরাভ্যন্তরস্থ শ্রেষ্ঠ প্রাণ কাঁহার নিয়োগ-অনুসারে নিজ কার্য্য সম্পাদন করে? (২); কাঁহার ইচ্ছায় বা লোকসমূহ এই শব্দলক্ষণ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করে? (৩); এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রেরণ করেন? (৪)। এস্থলে মোট চারিটি প্রশ্ন দেখা যায়। প্রকারান্তরে ইহাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ, প্রাণ, বাক্যাদি, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিজ নিজ কার্য্য করিবার যোগ্যতা-প্রদাতা এবং উহাকে আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার যে কেহ এক সর্ব্বশক্তিমান্ চেতনপুরুষ অবশ্যই আছেন, তিনি কে? এবং কিরূপ?

এখানে সাধকের ইহাই প্রথম জিজ্ঞাস্য যে, কাঁহার প্রেরণায় মন নিজ অভীষ্ট বস্তুর দিকে ধাবিত হয়? প্রেষণ থাকিলেই প্রেষণকর্ত্তা নিশ্চয় কেহ আছেন। তিনি কে? প্রেষণই বা কিরূপ? যদি প্রসিদ্ধ মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, বা প্রাণ-বায়ুকেই প্রেষয়িতা বলি, তবে তাহাই বা জড়ের পক্ষে কিরূপে সম্ভব? উহারা তো জড়, পরতন্ত্র, অনিত্য; যদি তোমরা বল, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত অণুচৈতন্য জীবাত্মা বুদ্ধিকে চেতন করিয়া তুলে, তবেই দেখ, আর একটি অণুচৈতন্য বুদ্ধিতে অপেক্ষিত হইল। যদি অণুচৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মাই প্রেষণাদি কার্য্য করে তাহারই সম্বন্ধে মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি সজীব হয়, তাহা হইলেও সেই জীবাত্মার চেতনশক্তি অপরের শক্তিসাপেক্ষ, এইজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি পরমাত্মা ও জীবাত্মা দুইটি পক্ষিবিশেষের মত, পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন একসঙ্গেই মিলিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে জীব

কর্ম্মফল ভোগ করে, আর পরমেশ্বর পূর্ণকাম, প্রকাশময় ; তিনি ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন আর জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করান।

ইহাতেও যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রেরকত্ব কিরূপে আসিল ? তাহার উত্তরে উপনিষদ্ বলিতেছেন—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাং বিদধাতি কামান্।" (কঠ ২।২।১৩) "তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।" এস্থলে দেখা যায়—তিনি নিত্য বা বাস্তববস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন। জীব অণু পরিমাণ, চেতন হইয়াও গৃহীত দেহাবচ্ছেদেই তাহার প্রকাশন শক্তি, অন্য দেহের মধ্যে নহে, কোন কামনাই পূরণ করিবার তাহার ক্ষমতা নাই, তাহার সর্ব্বেশ্বরত্ব তো নাইই। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা, বিশ্বের স্রষ্টা। তিনি অনেকরূপে প্রকাশিত হন, তাহার মধ্যে তিনি জীবেও আংশিকরূপে স্থিত, শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীঃ ১৫।৭) এবং "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীঃ ১০।৪২)। "সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন" (গীঃ ১৮।৬১)। তিনি যে সর্ব্বরূপে অবস্থিত তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"। জগতে যাহা কিছু কার্য্য দেখা যায়, তাহা সমস্তই কারণসাপেক্ষ কিন্তু পরমেশ্বর কারণ-কারণাধিপ। এই চরাচর সমগ্র বিশ্ব তাঁহার শক্তির কার্য্যস্বরূপ, সে কারণ তাঁহাকে সর্ব্বরূপ বলা হয়।

বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার প্রমেয়-রত্নাবলীতে লিখিয়াছেন—

"প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥"
(প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬)

জীব নিজের সেবায় আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়, কিন্তু নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনায় তাহার মুক্তি। নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনায় জীবের কেন মুক্তি হয়, তাহা জানা দরকার। জীব নিজের ঐহিক সুখের জন্য যাহা কিছু করে, তাহাই তাহার বন্ধনের কারণ, যেহেতু কর্ম্ম-মাত্রেরই ফল অবশ্য ভোক্তব্য। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি।" কর্ম্মফল ভোগব্যতিরেকে শতকোটি যুগেও তাহার ক্ষয় হয় না। এইরূপ পারত্রিক স্বর্গাদি সুখভোগের জন্য যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহার ফলে পুনরায় দেহধারণ করিতে হইবে, দেহ ধারণ করিলেই পুনশ্চ কর্ম্ম ও তাহার ফলভোগের জন্য পুনরায় জন্ম; এইরূপ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হইয়া জীবের নিরন্তর কর্ম্মের সংশ্লেষ। অতএব যে কর্ম্মে বন্ধন নাই, তাদৃশ কর্ম্ম বলিতে একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা নামান্তরে গৌণভক্তিযোগ। সদ্‌গুরুর কৃপাফলে কাম্যকর্ম্মের ফল পরিমিত ও নশ্বর জানিয়া এবং ব্রহ্মই অক্ষয়, অনন্ত ও চিৎস্বরূপ, অনন্ত সুখের হেতু; এই সকল বিচার পূর্ব্বক সাধকের মনে স্বতঃই পরমেশ্বর-তত্ত্ব ও তাঁহার উপাসনার প্রকার জানিবার বাসনা জাগে। সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার কথাই বেদান্তসূত্রেও বলিয়াছেন—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (বেঃ সূঃ ১।১।১) এই সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য আলোচ্য।

এস্থলে শ্রুতি সাধকের হৃদয়স্থ জিজ্ঞাসার উদয় করাইয়া বলিতেছেন—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" ইত্যাদি। শ্রুতির

আশ্রয়েই সাধক জানিতে পারে—"তরতি শোকমাত্মবিৎ"। পরমাত্ম-স্বরূপ জানিতে পারিলে শোক অর্থাৎ সংসারদুঃখ অতিক্রম করা যায়। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টে হখিলাত্মনি" (ভাঃ ১১।২০।৩০) এইরূপ জ্ঞাত হইয়া সাধক কারণের-কারণকে জানিবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" ইত্যাদি।

কঠোপনিষদ্ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ যেমন ঋষির নাম ধরিয়া গ্রন্থ নাম হইয়াছে। এখানে সেরূপ নহে, ইহাতে প্রশ্নবাক্যে 'কেন' থাকায় 'ঈশাবাস্যের' মত নামকরণ হইয়াছে।

এই উপনিষদের আর একটি নাম 'তলবকারোপনিষৎ'। ইহার কারণ এই উপনিষৎখানি সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। তলবকারকে জৈমিনীয় উপনিষদ্ও বলা হয়। কেহ কেহ বলেন—জৈমিনি তলবকারের গুরু। এই উপনিষদের প্রথমে 'কেন' শব্দ থাকায় ইহা "কেনোপনিষদ্" নামেও বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত ইহা "তলব-কারোপনিষৎ" বা "ব্রাহ্মণোপনিষৎ" নামেও পরিচিত। ইহা তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায়। ইহার পূর্ব্বের আট অধ্যায়ে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন কর্ম্ম এবং উপাসনার বর্ণন আছে। এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য-বিষয় পরব্রহ্মতত্ত্ব অতিশয় নিগূঢ়। অতএব উহাঁর তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত গুরু-শিষ্য-সংবাদরূপে তত্ত্বের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীগীতাতে অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥" (গীঃ ৩।৩৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"কে আমি ? কেনে মোরে জারে তাপত্রয় ।
ইহা নাহি জানি মোর কৈছে 'হিত' হয় ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"যদধাতুমতো ব্রহ্মন্ দেহারম্ভোঽস্য ধাতুভিঃ ।
যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জানতে যথা ॥" (ভাঃ ২।৮।৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসনৎকুমারাদির বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো ।
কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৩।১৭) ॥১॥

শ্রুতিঃ—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচঁ স উ প্রাণস্য প্রাণঃ ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—[শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—] উ (ওহে বৎস !) সঃ (তিনি) শ্রোত্রস্য (শ্রবণেন্দ্রিয়ের) শ্রোত্রম্ (শ্রবণ-শক্তি-সম্পাদক), মনসঃ (মনের) মনঃ (মনন-শক্তিপ্রদ) বাচো হ (প্রসিদ্ধ বাগিন্দ্রিয়ের) যৎ (যাহা) বাচং (শব্দোচ্চারণ-

শক্তি-প্রদানকারী), প্রাণস্য (প্রাণ বায়ুর) প্রাণঃ (প্রাণনাদি শক্তি-জনক) চক্ষুষঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের) সঃ (তিনি) চক্ষুঃ (দৃষ্টিশক্তি-জনক) [শ্রোত্র প্রভৃতির নিয়ন্তৃরূপে যাঁহাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ তিনিই দেব—শ্রীনারায়ণ। যাঁহারা এই ভগবান্‌কে শ্রোত্রাদির নিয়ামক বলিয়া জানেন] তে ধীরাঃ (সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ) অস্মাৎ লোকাৎ (এই ভৌতিক দেহ হইতে) প্রেত্য (নির্গত হইয়া—মৃত্যুর পর) [অর্চ্চিরাদি মার্গে উপরে উঠে, পরে] অতিমুচ্য (লিঙ্গদেহ হইতে মুক্তিলাভ করতঃ) অমৃতা ভবন্তি (মুক্ত হন, জন্ম-মরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন) ॥২॥

অনুবাদ—শিষ্য কর্ত্তৃক ঐ প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া আচার্য্য উত্তর করিলেন—যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণ-শক্তিপ্রদ, মনের মননশক্তি-সম্পাদক, বাগিন্দ্রিয়ের শব্দোচ্চারণ-শক্তিদাতা, প্রাণের যিনি প্রাণন-শক্তির কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয়কে যিনি দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছেন, তিনিই শ্রোত্রাদির নিয়ন্তা, তিনি অন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণ। তিনি শ্রোত্রাদি হইতে অন্তর, কারণ শ্রোত্রাদি তাঁহাকে জানিতে পারে না কিন্তু তিনি শ্রোত্রাদিকে নিয়ন্ত্রিত করেন, ইঁহাকে যে সকল বিজ্ঞব্যক্তি শ্রোত্রাদি-প্রেরকরূপে জানেন, তাঁহারা এই ভৌতিক দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অর্চ্চিরাদি পথে ঊর্দ্ধলোকে গমনপূর্ব্বক লিঙ্গদেহ ত্যাগান্তে অমৃতত্ব লাভ করেন ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ইতি শিষ্যেণানুযুক্ত আচার্য্য উবাচেতি জ্ঞেয়ম্—শ্রোত্রস্য.........ভবন্তি ॥

যৎ যঃ। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং শব্দভাসকত্বশক্তিপ্রদঃ। মনসো মনঃ। মননশক্তিপ্রদঃ। বাচো বাগিন্দ্রিয়স্য বাচং শব্দোচ্চারণশক্তিপ্রদঃ। প্রাণস্য প্রাণঃ প্রাণনশক্তিপ্রদঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুর্দর্শনশক্তিপ্রদঃ। শ্রোত্রাদের্নিয়ন্তা যত্ত্বয়া পৃষ্টঃ স দেব ইত্যন্বয়ঃ। তথা চ শ্রুতয়ঃ—

'যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়তি' [বৃঃ ৩।৭।২০] 'যো বাচি তিষ্ঠন্বাচমন্তরো-যময়তি' [বৃঃ ৩।৭।১৭] 'যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠঞ্ছ্রোত্রমন্তরো যময়তি' [বৃঃ ৩।৭।১৯] 'যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুরন্তরো যময়তি' [বৃঃ ৩।৭।১৮] 'যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্প্রাণমন্তরো যময়তি' [বৃঃ ৩।৭।১৬] ইত্যাদ্যা নারায়ণস্যান্তর্য্যামিত্বপ্রতিপাদিকা ইতি। স ইত্যনেন তাদৃশো নারায়ণো-দেব ইতি ভাবঃ। তথা চ ভগবদ্বাক্যম্—'মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে'। ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরিত্যাদ্যুক্ত্বা বাসুদেবাত্মকান্যাহুরিত্যাদিস্মৃতয়শ্চ। শ্রোত্রাদিনিয়ামকত্বজ্ঞানিনঃ ফলমাহ—অতিমুচ্যেতি। ধীরা ধীমন্তঃ শ্রোত্রাদিপ্রেরকত্বং নারায়ণস্য জানন্তঃ। অস্মাল্লোকাদ্ভৌতিকদেহাৎ-প্রেত্য নির্গত্যোৎক্রমণং বিধায়েতি যাবৎ। অর্চিরাদিমার্গেণ গত্বা-ঽতিমুচ্য লিঙ্গদেহং হিত্বাঽমৃতা মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং পৃষ্টো দেশিকঃ শিষ্যমাহ—শৃণু ত্বং বৎস! যৎ পৃচ্ছসি মন আদিকরণসমূহস্য কঃ প্রেরয়িতা কথং বা প্রেরয়িতা কীদৃশং বা প্রেরণম্। যৎ যঃ ক্লীবং ছান্দসম্। শ্রোত্রস্য শ্রবণেন্দ্রিয়স্য শৃণোত্যনেনেতি শ্রুধাতোঃ করণে ত্রট্ প্রত্যয়ঃ। শব্দাভিব্যঞ্জকং শ্রবণে-ন্দ্রিয়ং, তস্য শ্রোত্রং শব্দাভিব্যঞ্জকশক্তিপ্রদঃ। তথা চ শ্রুতয়ঃ 'যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ, যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়তি ইতি' এবং 'যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচমন্তরো যময়তি, যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণমন্তরো যময়তি'ইত্যাদ্যা নারায়ণস্যান্তর্য্যামিত্বং প্রতিপাদয়ন্তি। স ইত্যনেন তাদৃশো নারায়ণো দেব ইতি ভাবঃ। অথ শ্রোত্রাদিনিয়ামকত্বজ্ঞানিনঃ ফলমাহ—অতিমুচ্যেত্যাদিনা। ধীরা ধীমন্তঃ বুদ্ধিমন্তঃ ইত্যর্থঃ, শ্রোত্রাদিপ্রেরকত্বং নারায়ণস্য জানন্তঃ অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাঞ্চ, তথাহ্যুক্তং শ্রীভাগবতে "জন্মাদ্যস্য যতোঽ-

য়য়াদিতরতঃ" ইতি। অস্মাল্লোকাৎ ভৌতিকাচ্ছরীরাৎ প্রেত্য উৎক্রম্য অর্চ্চিরাদিমার্গেণ গত্বা অতিমূচ্য লিঙ্গদেহং বিহায় অমৃতা ভবন্তি মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ মুক্তা ভূত্বা জন্মমরণরহিতং দেহং প্রাপ্য বিষ্ণুপার্ষদা ভবন্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ ।২।

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়া যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকের বাক্ অর্থাৎ উহাদের সামর্থ্যের হেতুভূত ব্রহ্ম, তিনিই উহাদের প্রবর্ত্তক, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু প্রভৃতি বাক্যে সঙ্কেতে বুঝাইয়াছেন যে, যিনি মন, প্রাণ ও সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের, এমন কি, সমস্ত জগতের পরম কারণ, যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়, যাঁহার শক্তি লাভকরতঃ ঐ সকল ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, আর যিনি এই সকলকে জানেন, সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই এই সকলের প্রেরক। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই তত্ত্ব অবগত হইয়া জীবন্মুক্ত হন এবং ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিবার পর অমৃতস্বরূপ বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইয়া নিত্য পার্ষদদেহ লাভ করিয়া থাকেন।

আচার্য্যের উত্তরের এইরূপ সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া অনেকে কাল্পনিক ব্যাখ্যা করেন যে, যেহেতু ব্রহ্ম অবয়বশূন্য এবং তাঁহার গুণ, ক্রিয়া, জাতি বা সম্বন্ধ অনির্দ্দেশ্য ; সেইজন্য এইরূপ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কিন্তু বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তে ঐরূপ সঙ্কেতের তাৎপর্য্য এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবস্তুর শক্তিতেই সর্ব্বজীবের সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সকল দেবতাদির ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যিনি বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর অথচ যাঁহার শক্তিতে এসকলের কথন

ও চিন্তনাদি শক্তি লাভ হয়, তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য। ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর, গুণ ও ক্রিয়াদি না থাকিলেও অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধী দেহ, গুণ, ক্রিয়া সকলই নিত্য, চিন্ময়, তাহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইখানেই উপনিষদ্-প্রতিপাদিত তত্ত্বের গুহ্য রহস্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্ ॥"
(ভাঃ ১।২।৩২)

শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥" (গীঃ ১০।৮)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিও আলোচ্য,

"এবং গদিঃ কর্ম্ম গতির্বিসর্গো ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ।
সংকল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ॥"
(ভাঃ ১১।১২।১৯) ॥২॥

**শ্রুতিঃ—ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে ॥৩॥**

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রোত্রাদিরও তিনি শ্রোত্রাদিস্বরূপ অতএব তাঁহার প্রকাশনে প্রাকৃত চক্ষুঃ প্রভৃতির শক্তি নাই; যেহেতু] চক্ষুঃ (প্রাকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয়) তত্র (সেই ব্রহ্মে) ন গচ্ছতি (যায় না,

যেহেতু তিনি প্রাকৃত রূপবিশিষ্ট নহেন, সেই হেতু তাঁহাকে দেখিতে পায় না) বাক্ (প্রাকৃত বাগিন্দ্রিয়) ন গচ্ছতি (তথায় গমন করিতে পারে না এইজন্য তিনি বাকের অতীত) মনো [অপি] ন গচ্ছতি (প্রাকৃত মনও তথায় গমন করে না) [যখন প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর তিনি, তখন তাঁহাকে কাহার দ্বারা জানিব ?] [অতএব] ন বিদ্মঃ (সেই ব্রহ্ম এই প্রকার—ইহা জানি না) [এবং] ন বিজানীমঃ (যে প্রকারে শিষ্যকে ব্রহ্ম-স্বরূপ-সম্বন্ধে উপদেশ করিতে হয় তাহা তো জানি না) [এই কথাই বলিতেছেন] যথা এতদ্ অনুশিষ্যাৎ (যে প্রকারে এই ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্যকে উপদেশ করা হইবে) তদ্ (সেই ব্রহ্মতত্ত্ব) বিদিতাৎ (জ্ঞাত বিষয়সমূহ হইতে) অন্যৎএব (ভিন্নই—অবিদিত) অথো (আবার) অবিদিতাৎ (মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় অব্যাকৃত হইতেও) অধি (উপরে অর্থাৎ ভিন্ন) ইতি (ইহা) পূর্ব্বেষাং (পূর্ব্বাচার্য্যগণের মুখে) শুশ্রুম (শুনিয়াছি) যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদিগকে) তৎ (সেই ব্রহ্মতত্ত্ব) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ॥৩॥

অনুবাদ—যেহেতু বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় উভয়ের অগোচর সেই ব্রহ্মতত্ত্ব, সেইজন্য তাঁহাকে প্রাকৃত চক্ষুঃ দেখিতে পায় না ; প্রাকৃত বাক্-ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে শব্দোচ্চারণ করিয়া বুঝাইতে পারে না। মনের অগোচর বলিয়াও মন তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না। উক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপ ? তাহা জানি না, সুতরাং শিষ্যগণের নিকট যেরূপে উপদেশ করিতে হয়, তাহাও অবগত নহি। কারণ উক্ত ব্রহ্ম জ্ঞাত বস্তু সমূহ হইতে অবশ্যই পৃথক্, আবার অজ্ঞাত বস্তু অবিদ্যা বা অব্যাকৃত হইতেও পৃথক্ অর্থাৎ তাহার অতীত। যে সকল পূর্ব্বাচার্য্য আমাদিগের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীমুখে আমরা এইরূপই শুনিয়াছি ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কথং ন তত্র জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি ইন্দ্রিয়ং প্রবর্ত্ততে তত্রাহ—ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতীতি, তত্র পরমাত্মনি চক্ষুঃ বহিরিন্দ্রিয়-মাত্রং ন গচ্ছতি তস্য প্রাকৃত-রূপাদ্যভাবাৎ। তর্হি ভাষয়ৈব তৎ স্বরূপং প্রকাশ্যতাম্ তদপি নেত্যাহ ন বাগ্ গচ্ছতি প্রাকৃত-বাচোঽপি তত্রাগমনাৎ। তথাহি বাচা উচ্চার্য্যমাণঃ শব্দোঽভি-ধেয়ং প্রত্যায়য়তি, কথমপ্রকাশ্যত্বং তত্রোচ্যতে তস্য চ শব্দস্য তন্নির্বর্ত্ত-কস্য চ করণস্যাত্মত্বাদ্ ব্রহ্মণ ইতি। নন্বু দৃশ্যতে ইন্দ্রিয়বাক্‌শক্তিভ্যাম-গোচরমপি বস্তু মনসা বিজ্ঞায়তে ইতি মন এব তজ্জ্ঞাপকং স্যাদিতি চেৎ প্রাকৃত 'মনোঽপি ন' ইতি মনসঃ কার্য্যং সঙ্কল্প-বিকল্পৌ, তচ্চ অন্যস্য সঙ্কল্পয়িতৃ অধ্যবসায়িতৃ চ ভবতি, কিন্তু ব্রহ্মণঃ সঙ্কল্পয়িতৃ অধ্যবসায়িতৃ চ ন ভবতি, অতএবোক্তম্ 'অবাঙ্‌মনসগোচর' ইতি। তস্মাদুক্তং ন বিদ্মঃ ন জানীমঃ প্রাকৃতৈঃ জাতি-গুণ-ক্রিয়া-বিশেষণৈর্হি তস্য জ্ঞাপনং ন সম্ভবতি, তস্য ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতত্বরহিতত্বাৎ ন সামান্যাকারেণ জ্ঞাপনং সম্ভবতি, নাপি বিজানীমঃ তস্য বিজ্ঞানং কুর্ম্মঃ, যথৈতদনুশিষ্যাৎ ইতি যেন প্রকারেণ এতৎ ব্রহ্মতত্ত্বং অনুশিষ্যাৎ উপদিশেৎ শিষ্যায়, যৎ করণগোচরং তদন্যস্মৈ উপদেষ্টুং শক্যম্, ন চ ব্রহ্ম প্রাকৃতকরণ-গোচরমতো দুঃশকস্তস্যোপদেশ ইতিভাবঃ। তৎ নহি পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ সর্ব্বথা ব্রহ্মণ উপদেশানর্হত্বমিতি তদপবাদোঽয়মুচ্যতে তদ্ ইত্যাদিনা, তদ্ ব্রহ্মতত্ত্বং বিদিতাৎ বিদিক্রিয়াকর্ম্মভূতাৎ স্থূলাৎ বস্তুনঃ অন্যদেব পৃথগ্ ভূতম্, নন্বু অবিদিতমপি তর্হি প্রাপ্তম্ ইত্যত আহ 'অথো অবিদি-তাদধি', ইতি, অথো অবিদিতাৎ সূক্ষ্মাৎ অজ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ অধি উপরি অন্যদিত্যর্থঃ, যদ্বিদিতং তত্তুচ্ছং নশ্বরং দুঃখাত্মকঞ্চেতি হেয়ম্, অতো-বিদিতাদন্যদ্ ব্রহ্মেত্যুক্তে অহেয়ত্বমুক্তং স্যাৎ, অবিদিতাদন্যদিত্যুক্তে অনু-পাদেয়ত্বং স্যাৎ, কার্য্যার্থং হি কারণমন্যৎ অন্যেনোপাদীয়তে নহ্যত্র বেদন-প্রয়োজনায় উপাদেয়ত্বম্, তস্য সিদ্ধত্বাদিতি, ইতশ্চ অবিদিতাদন্য

পরব্রহ্ম পরমাত্মা। নাপি তস্য বিদিতত্বম্ তত্র প্রাকৃতকরণব্যাপারা-ভাবাদ্ এবঞ্চ বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যৎ ইতি জড়ীয় হেয়োপাদেয়-প্রতিষেধেন আত্মনোঽনন্যত্বাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সঙ্গচ্ছতে, নহি ব্রহ্ম-ভিন্নস্য বস্তুনঃ বিদিতাবিদিতান্যত্বম্ আত্মা ব্রহ্মৈব পরমাত্মা ব্রহ্মেত্যর্থঃ। শ্রুতয় এব তত্র প্রমাণং "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যাদয়ঃ।" নন্বু কুত আত্মনো ব্রহ্মত্বম্ জ্ঞাতম্? তত্রাহ—আগমাদেব, আগমোঽপি পূর্ব্বাচার্য্যসম্মতঃ, তদাহ ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষামিতি পূর্ব্বেষামাচার্য্যাণাং বচনাৎ ইতি শুশ্রুম যৎ "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য ইতি, 'ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন'...তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্" ইতি, শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম্, কেভ্যঃ শ্রুতবন্তো যূয়ম্? 'যে ন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে' যে আচার্য্যাঃ, নঃ অস্মভ্যং, তৎ ব্রহ্মতত্ত্বং ব্যাচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ, তেষাং বচনাৎ শুশ্রুম ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—তৃতীয় মন্ত্রে পাওয়া যায় যে, সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মকে প্রাকৃত অন্তঃকরণ ও প্রাকৃত কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় জানিতে সমর্থ নহে। উহাদের তথায় পেঁাছিবার শক্তিই নাই, কারণ ঐ অলৌকিক দিব্য তত্ত্বে ইহাদের প্রবেশাধিকার নাই। অন্তঃকরণা-দির যে চেতনা ও ক্রিয়া প্রতীত হয়, উহা ঐ ব্রহ্মের প্রেরণায় এবং ব্রহ্মের শক্তিতে হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রাকৃত মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কেই বা কি প্রকারে বুঝাইতে পারে যে ব্রহ্মবস্তু এই প্রকার? এই প্রকারে ব্রহ্মতত্ত্ব সকলের বিদিত নহে যে, আমি কাহারও নিকট শ্রবণ পূর্ব্বক বুঝিতে পারিব অথবা নিজ বুদ্ধি বলে বিচার দ্বারা বুঝিতে পারিব। আমরা যে মহাপুরুষগণের নিকট এই গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, বা উঁহাদের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহা এইরূপ যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর জড় ও জীব দুই হইতেই ভিন্ন। তিনি সমুদয় দৃশ্য জড় বর্গ (ক্ষর) হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন আর জড়-

বর্গের জ্ঞাতা জীবাত্মা (অক্ষর) হইতেও সেই পরব্রহ্ম কিন্তু অতীত ও উত্তম। এই অবস্থায় উহার স্বরূপ-তত্ত্বের পরিচয় প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা কখনও সম্ভব নহে। এইজন্য উহাকে বুঝাইবার নিমিত্ত সঙ্কেতের আশ্রয় নিতে হইবে। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীভগবানের কৃপায় সেই সঙ্কেত বুঝিতে সমর্থ। সেইজন্য প্রয়োজন—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ে শ্রীভগবানের শরণাগতি-লাভ।

কারণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাঁহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৯)

শ্রীভগবান্ যে জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যং বৈ ন গোভির্মনসাঽসুভির্বা
হৃদা গিরা বাঽসুভৃতো বিচক্ষতে।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং
চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্॥" (ভাঃ ৬।৩।১৬)

অর্থাৎ শরীরের গঠন সমূহ যেমন চক্ষুকে দর্শন করিতে পারে না, জীবও সেইরূপ স্থাবর-জঙ্গমের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান

শ্রীভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, হৃদয় অথবা বাক্য দ্বারা নির্ণয় করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৯৫)

এতৎপ্রসঙ্গে কঠোপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো...তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ (কঠ ১।২।২৩) এবং "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্" (কঠ ২।৩।৯) মন্ত্রদ্বয় আলোচ্য।

শ্রীভগবান্ যে ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্বের অতীত, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগীতাতেও বলিয়াছেন,—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

(গীঃ ১৫।১৮)॥৩॥

**শ্রুতিঃ—যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥৪॥**

অন্বয়ানুবাদ—[মন প্রভৃতির প্রবর্ত্তক সেই ব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন, শিষ্যের এইরূপ জিজ্ঞাসায় আচার্য্য বলিলেন,—'যদ্বাচা' ইত্যাদি] যদ্ (যে ব্রহ্ম) বাচা (বাক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা) অনভ্যুদিতং (কথিত নহে, ব্যক্তীকৃত নহে) [কিন্তু] যেন (যে ব্রহ্মশক্তি দ্বারা) বাক্ (বাক্য) অভ্যুদ্যতে (উচ্চারিত হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয়) তদেব (তাঁহাকেই)

ত্বং (তুমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) নেদং (দৃশ্যমান জড় জগৎ বা জীবাদিকে জানিও না) যদিদং (এই যাহা অর্থাৎ প্রাকৃত শব্দের দ্বারা বর্ণিত বিষয়কে) উপাসতে (লোক উপাসনা করে, ইহা ব্রহ্ম নহে) ॥৪॥

অনুবাদ—যিনি প্রাকৃত বাক্‌শক্তি দ্বারা অনুচ্চারিত, বাক্‌-ইন্দ্রিয়কে যিনি কথন-শক্তি প্রদান করেন তাঁহাকেই তুমি পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। এই যাহা অর্থাৎ শরীর, জীব, জগদাদি লোক কর্ত্তৃক উপাসিত হইতেছে, ইহা ব্রহ্ম নহে ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যচ্চ বাচা বাগিন্দ্রিয়েণ অনভ্যুদিতম্ অপ্রকাশিতং, যেন ব্রহ্মণা বাক্ অভ্যুদ্যতে প্রকাশ্যতে তদেব বাক্‌প্রবর্ত্তকমেব ব্রহ্ম বিদ্ধি জানীহি। কিন্তু নেদং ব্রহ্ম। যৎ ইদং প্রকৃতি জীবাদিকং লোকা-উপাসতে ধ্যায়ন্তি তন্ন ব্রহ্ম ইতি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব পাঁচটি মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু ব্যক্ত করা যায়, তথা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা বর্ণিত যে বিষয়ের উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্মের বাস্তবিক স্বরূপ নহে। ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাকৃত বাক্যের সর্ব্বথা অতীত। ঐ ব্রহ্মবিষয় কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যাঁহার শক্তির কিছু অংশের দ্বারা বাক্‌শক্তি প্রবর্ত্তিত হইলে বলিবার শক্তি আসে, সেই বাকেরও জ্ঞাতা, প্রেরক ও প্রবর্ত্তক সেই ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে যাঁহার প্রেরণায় বাগিন্দ্রিয়ে বাক্য বলিবার শক্তি জন্মে, তিনি কে ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।

কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥" (ভাঃ ৬।৪।৩১)

অর্থাৎ যাঁহার মায়া-অবিদ্যাদি শক্তিসমূহই জড়ীয় দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও স্বভাব-বাদাদির আশ্রয়ে বিবদমান পণ্ডিতগণের বিবাদের ও সংবাদের একমাত্র হেতু এবং যাঁহার শক্তিপ্রভাবেই ঐ সকল পণ্ডিতম্মন্যব্যক্তিবর্গের আত্মমোহ জন্মিয়া থাকে, সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দগুণশালী সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি।

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—"যদি প্রশ্ন হয় যে, একই ব্রহ্ম যখন এই বিশ্বসংসারের একমাত্র কারণ, তখন অদ্বৈতবাদিগণ সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদ স্বীকার করেন না; নৈয়ায়িকগণ ষোড়শ পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। দ্বৈত-বাদিগণ তাহাদের সহিত বিবাদ করেন; বৈশেষিকগণ বিশেষকে স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ অনীশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন আত্মাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করেন এবং স্বকর্ম্মদ্বারা জীবই সৃষ্ট্যাদির হেতু বলেন, আর স্বভাববাদিগণ স্বভাবকেই জগতের কারণ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন ও পরস্পর বিবাদ করেন কেন? বিশেষতঃ তত্ত্বাদিগণ তত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হন কেন? তদুত্তরে জানা যায় যে, ভগবানের মায়াবিদ্যাশক্তি সমূহই তত্ত্বাদিগণের বিবাদ, সংবাদ এবং মোহ উৎপত্তির কারণ। কেননা, আলোচ্য শ্লোকের 'অনন্তগুণায়' শব্দে শ্রীভগবানের গুণ-গণের অনশ্বরত্ব ও নিঃসীমত্ব কথিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পৃথিবীর উক্তি—"হে ভগবন্! এই সকল এবং অন্যান্য মহদ্ গুণসকল যাহাতে নিত্য অক্ষয় হইয়া বর্ত্তমান" (ভাঃ—১।১৬।৩০); শ্রীসূতোক্তি—"প্রাকৃতগুণরহিত যে-ভগবানের গুণসমূহের শিব-ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও

ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই" (ভাঃ—১১:৮।১৪) এবং "অশেষজ্ঞান-শক্তি-বল-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজ—যাহা হেয়-গুণাদিরহিত হইয়া ভগবচ্ছব্দ-বাচ্য"—এই পরাশরোক্তি হইতে ভগবানের গুণসমূহ অপ্রাকৃত জানিয়াও যাহারা অবাস্তব অর্থাৎ অনিত্য জানে ও বলে, তাহারা অপরাধী সুতরাং তাহারা অবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ হইবে না কেন ?"

শ্রীমদ্ভাগবতের "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ" (ভাঃ-৬।৪।৩১) শ্লোকে প্রজাপতি দক্ষ বলিলেন—বাদিগণের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং মুহুর্মুহুঃ উহাদের আত্মমোহ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

ইহার পরবর্ত্তী —"অস্তীতি নাস্তীতি···বৃহৎ তৎ" (ভাঃ—৬।৪।৩২ শ্লোকটিও আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥"
(ভাঃ ১১।২২।৪)

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র যুক্ত হইয়াছে ; কেননা, মদীয় মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের মায়া অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তি ; সুতরাং অনেকস্থলে সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন। সেই মায়ার আশ্রয়ে কপিল, গৌতম, জৈমিনি ও কণাদাদি ব্রাহ্মণগণ বহুতর অসারবাক্য যুক্তবাক্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥"
(ভাঃ ১১।২১।৪২)

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও ষণ্ডামর্ককে একদিন বলিয়াছিলেন,—

"স এষ আত্মা স্বপরেত্যবুদ্ধিভি-
র্দুরত্যয়ানুক্রমণো নিরূপ্যতে।
মুহ্যন্তি যদ্বর্ত্মনি বেদবাদিনো
ব্রহ্মাদয়ো হ্যেষ ভিনত্তি মে মতিম্॥" (ভাঃ ৭।৫।১৩)

সুতরাং বেদতাৎপর্য্য-বিবেচকগণ বা ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার ভক্তিপথানুসরণে মোহপ্রাপ্ত হন, সেই ভজনীয় শ্রীভগবানই যাহাকে দয়া করেন, তিনিই ভক্তিতেই যে সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য, তাহা বুঝিতে পারেন। শ্রীভগবানের মায়াবিমোহিত ব্যক্তিগণ যতই প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি লাভ করুন, উপনিষদ্-প্রতিপাদিত পরব্রহ্মতত্ত্ব যেরূপ সঙ্কেতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন না। এইজন্য বিশুদ্ধ গুরুপরম্পরা, যাহা সাত্বত সম্প্রদায়ে বিরাজিত, তাহার আশ্রয়ে শ্রৌতপথ না পাইলে আরোহপথে সকল চেষ্টা নিরর্থক ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—যৎ (যে ব্রহ্মকে) মনসা (অন্তরিন্দ্রিয় বুদ্ধি, মন—এই দুইটি দ্বারা) ন মনুতে (কেহ নিশ্চয় করিতে পারে না, বা মনন করিতে পারে না যেহেতু উহারা প্রাকৃত করণ, সুতরাং তাহার নিয়ন্তা, শক্তিপ্রদাতা পরমেশ্বরকে কিরূপে সে প্রকাশ করিবে ?) যেন (যে সর্ব্ব-প্রকাশক ব্রহ্ম দ্বারা) মনঃ (কাম, সঙ্কল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ভয়, ধী এই সকল বৃত্তি সহিত অন্তরিন্দ্রিয়) মতম্ (বিষয়ীকৃত হয়—প্রকাশিত হয়) [ইহা] আহুঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন), তদেব (সেই সবৃত্তিক মনের প্রকাশক ও কার্য্যশক্তি-প্রদাতাকেই) ত্বং (তুমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) [কিন্তু] ইদং (এই শরীরাদিকে) ন (ব্রহ্ম জানিও না) যৎ ইদং (এই যাহা অর্থাৎ শরীর ও শরীরীকে) উপাসতে (সাধারণ লোক উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহেন অর্থাৎ প্রাকৃত মন-বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত-বিষয় নহে) ॥৫॥

অনুবাদ—লোকে যাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি ও মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা মনন বা নিশ্চয় করিতে পারে না, কিন্তু যিনি লোকের মনকে জানেন বা অন্তঃকরণাদি প্রকাশিত বা বিষয়ীকৃত করেন,—ইহাই ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। সেই লোকবিলক্ষণ তত্ত্বকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। সাধারণ লোক কর্ত্তৃক উপাসিত অর্থাৎ প্রাকৃত মন ও বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাত এই শরীরাদি বা জীব ও জড়াদি বস্তু ব্রহ্ম নহে ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং মনসোঽপি ব্রহ্মনিয়ন্ত্রিতত্বেন মননশক্তি-মাহ—যৎ ব্রহ্ম মনসা জীবোঽন্তরিন্দ্রিয়েণ ন মনুতে ন জানাতি, কিন্তু

যেন ব্রহ্মণা মনো মতম্ জ্ঞাতম্ জড়েন মনসা জ্ঞানাভাবাৎ জ্ঞাপকান্তরমাবশ্যকম্ তচ্চ ব্রহ্ম ত্বং জানীহি, নেদং জড়-জীবাদিকং যৎকামাত্মানঃ উপাসতে ইদং ব্রহ্ম ন, অতোঽন্তঃস্থেন চৈতন্যপুরুষেণাবভাষিতস্য মনসো মননসামর্থ্যং তেন সবৃত্তিকং মনো যেন ব্রহ্মণা মতং বিষয়ীকৃতং ব্যাপ্তমাহুঃ কথয়ন্তি তদেব চেতয়িতৃ ব্রহ্ম জানীহি ইতি নির্গলিতার্থঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—যাঁহার শক্তি ও প্রেরণাক্রমে মন নিজ জ্ঞেয় পদার্থ জানিতে পারেন, তিনি কে? সেই প্রশ্নের উত্তর বর্ত্তমান মন্ত্রে দিতেছেন।

বুদ্ধি আর মনের যে কিছু বিষয়, তাহা তদ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকে, তথা প্রাকৃত মন-বুদ্ধি হইতে জ্ঞাত যে তত্ত্বের ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করা হয়, তাহা বাস্তবিক ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর প্রাকৃত মন ও বুদ্ধির সর্ব্বথা অতীত তত্ত্ব। সে-বিষয়ে কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যিনি মন ও বুদ্ধির জ্ঞাতা, উহার মনন ও নিশ্চয় করিবার শক্তি-প্রদাতা এবং জীবকে মনন ও নিশ্চয়কার্য্যে যিনি নিযুক্ত করেন, তথা যাঁহার শক্তির কোন অংশ হইতে বুদ্ধিতে নিশ্চয় করিবার সামর্থ্য ও মনে মনন করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

শ্রীভগবান্ যে বাক্য ও মনের অতীত তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥" (ভাঃ ৩।৬।৪০)

আরও পাই,—

"যদ্ যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং
ধিয়াক্ষভির্ব্বা মনসোত যস্য।

মাভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ
স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ ॥" (ভাঃ ৬।৪।২৯)

অর্থাৎ যাহা বাক্য দ্বারা অভিহিত হয়, যাহা বুদ্ধিদ্বারা নিরূপিত হয়, যাহা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গৃহীত হয় এবং যাহা মনের দ্বারা সংকল্পিত হয়, সেই সমস্তই গুণের কার্য্য বলিয়া তাহাদের কোনটিই যাঁহার স্বরূপ নহে ; যিনি—স্বয়ং গুণাতীত অথচ গুণসমূহের প্রলয়োৎপত্তির 'কারণ' বলিয়া গুণত্রয়ের আদিতে ও অন্তে বিরাজিত ; তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"যে কহে—'কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ।
সে জানুক,—কায়মনে মুঞি এই মানোঁ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনসের গম্য নহে এক বিন্দু॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।২৫-২৬)

শ্রীভগবান্ যে ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্তা, জ্ঞাতা ও অন্তর্য্যামী সে-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
... ...
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥"
(ভাঃ ১০।১০।৩০-৩১) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূꣳষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচরত্বশঙ্কা অপনোদন করিতেছেন—যচ্চক্ষুষেত্যাদি দ্বারা] যৎ (যে ব্রহ্মতত্ত্বকে) চক্ষুষা (প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা) [লোকে] ন পশ্যতি (দেখে না অর্থাৎ বাহ্য-পদার্থগুলির মনোরূপ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন ঘটে কিন্তু ব্রহ্ম অপ্রাকৃত বস্তু—প্রাকৃত রূপহীন পদার্থ, তাঁহাকে দেখিবে কিরূপে ?) [কিন্তু] যেন (যাঁহার শক্তির প্রেরণায়) চক্ষূংষি (অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তিভেদে-ভিন্ন চক্ষুবৃত্তিসমুদয়) পশ্যতি (লোকে দেখে) তদেব (তাঁহাকেই) ত্বং (তুমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) [তদ্ভিন্ন] যদিদম্ উপাসতে (এই যে জড়-জীবাদির লোকে উপাসনা করে) ইদং ন (ইহা ব্রহ্ম নহে) ॥৬॥

অনুবাদ—লোকে জড় চক্ষুদ্বারা বাহ্যবস্তু দর্শন করে, কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বরকে তাহা দ্বারা দেখিতে পায় না, আবার তাহার দর্শন সামর্থ্যও সেই পরমাত্মার শক্তি দ্বারাই হয়, সেজন্য বলিতেছেন যে, পরমাত্মার তেজের দ্বারা অন্তঃকরণ-বৃত্তিভেদে বিভিন্ন চক্ষুবৃত্তিগুলি দর্শন করিয়া থাকে, ব্রহ্মবস্তু প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত সুতরাং লোকবিলক্ষণ এই তত্ত্বকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। তদ্ভিন্ন জড়-জীবাদি লোক-কর্তৃক উপাসিত হইলেও ইহারা ব্রহ্ম নহে ; উপাস্য বা ধ্যেয় নহে ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি বিষয়াবভাসকানি তান্যেব ব্রহ্ম ইতি চেন্ন, তেষাং স্বতোবস্তবভাসকত্বাভাবাৎ পরমাত্ম-চৈতন্য-জ্যোতিষৈব তেষামবভাসনসামর্থ্যাৎ ইত্যাহ—যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি জনঃ চক্ষুষা বহিরিন্দ্রিয়েণ যৎ পরমাত্মতত্ত্বং ন পশ্যতি ন বিষয়ীকরোতি, জড়ত্বাৎ স্বতোঽবভাসকসামর্থ্যাভাবাৎ, কিন্তু যেন চৈতন্যাত্মকজ্যোতিষা

পরমেশ্বরেণেত্যর্থঃ, চক্ষূংষি বৃত্তিভেদেন বহুত্বম্, অন্তঃকরণবৃত্তিভেদ-ভিন্নাশ্চক্ষুর্বৃত্তীঃ পশ্যতি বিষয়ীকরোতি নহি স্ববৃত্তীঃ স্বয়ং পশ্যতি, নাপি বিষয়-দর্শনে চক্ষুষঃ স্বাধীনং সামর্থ্যম্ জড়ত্বাৎ অতস্তদবভাসেন কেনাপি ভবিতব্যম্ তচ্চ ব্রহ্মেতি বিজানীহি, জড়-জীবাদিকন্তু ন ব্রহ্মত্বেন ভাব্যম্ তেষাং পরায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিতিভাবঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—লোকের জড় চক্ষুর দ্বারা যে কিছু বিষয় দৃষ্ট ও জ্ঞাত হয় এবং প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্ট ও জ্ঞাত পদার্থ-সমুদয়ের যে উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্মের বাস্তবিক রূপ নহে। পরব্রহ্ম পর-মেশ্বর বস্তু প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে সর্ব্বথা অতীত। তাঁহার বিষয় কেবল এইমাত্র বলা যায় যে, যাঁহার শক্তিতে ও প্রেরণায় চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়; যাঁহার শক্তির প্রভাব ইন্দ্রিয়গণকে, নিজেকে ও বিষয়সমূহকে জানিতে প্রবৃত্ত করায়, তিনিই ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে যে, যাঁহার শক্তি ও প্রেরণায় চক্ষুঃ নিজ গ্রাহ্য বিষয় দেখিতে পায়, তিনি কে?

জীবের চক্ষুঃ শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে তো পায়ই না, পরন্তু শ্রীভগবানের শক্তি বা তেজের দ্বারাই চক্ষুর নিজ দর্শনসামর্থ্য ঘটে। সুতরাং এই শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিতে পারিলেই জীবের পক্ষে ভগবদ্দর্শন সম্ভব। এতৎপ্রসঙ্গে "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো" শ্রুতি আলোচ্য।

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।

নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণব্যতিকরাৎ যদুরুর্বিভাসি।" (ভাঃ ৩।৯।১)

পরে ইহাও বলিয়াছেন,—

"নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি।" (ভাঃ ৩।৯।৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম।
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহা দৃষ্টান্ত ধরি।
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।"
(চৈঃ চঃ আদি ৭ম)।৬।

**শ্রুতিঃ—যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—[কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্, তাহার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া আকাশ-কার্য্য শ্রবণেন্দ্রিয় মনোবৃত্তিযুক্ত হইয়া বিষয় গ্রহণ করে কিন্তু সেই শ্রোত্রদ্বারা পরমাত্মাকে গ্রহণ করিতে তো পারেই না, অধিকন্তু ঈশ্বর-শক্তি ব্যতীত অন্য বিষয় শ্রবণের সামর্থ্যও হয় না, ইহাই বলিতেছেন] [লোকঃ] যৎ (যে ব্রহ্মকে) শ্রোত্রেণ (শ্রবণে-ন্দ্রিয় দ্বারা) ন শৃণোতি (শ্রবণ করিতে পারে না) [কিন্তু] যেন

(যদ্দ্বারা) ইদং (এই) শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়) শ্রুতং (বিষয়ীকৃত হয় অর্থাৎ স্ববিষয়-প্রকাশে সমর্থ হয়) তদেব (তাঁহাকেই) ত্বং (শিষ্য ! তুমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) [তু] যদিদং (কিন্তু এই যে জড়, প্রকৃতি ও জীব প্রভৃতিকে) উপাসতে (লোক উপাসনা করিতেছে) ইদং ন (ইহা ব্রহ্ম নহে) ॥৭॥

অনুবাদ—লোকে জড় শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে শ্রবণ করিতে পারে না, কিন্তু যিনি কর্ণকে শ্রবণ-যোগ্য করেন অর্থাৎ শ্রবণশক্তি প্রদান করেন, তাঁহাকে তুমি লোক-বিলক্ষণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকের দ্বারা উপাসিত এই জীব ও জড়াদি, ইহা ব্রহ্ম নহে। যদি বল, চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ প্রভৃতির দ্বারা যদি ব্রহ্ম গ্রাহ্য না হয়, তবে তাঁহার অস্তিত্বে প্রমাণ কি ? একথা বলিতে পার না, কারণ কর্ণাদির শ্রবণাদি-শক্তি-সম্পাদক পরমেশ্বর একজন আছেনই, তিনিই ব্রহ্ম। তদ্ভিন্ন লোকে যাহাদের উপাসনা করে, সেই জড় দেহাদি পদার্থ ব্রহ্ম নহে ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ শ্রোত্রেঽপি ব্রহ্মাধীনত্বমুপপন্নমিত্যাহ—যচ্ছোত্রেণেত্যাদি শ্রোত্রং শ্রূয়তে অনেন ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শ্রবণ-সাধনমিন্দ্রিয়ম্ তেন যৎ ব্রহ্ম ন শৃণোতি ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতশব্দত্বরূপত্বাভাবাৎ কিন্তু যেন চৈতন্যাত্মকশক্ত্যা ইদং শব্দগ্রাহকং শ্রোত্রং শ্রবণেন্দ্রিয়ং শ্রুতম্ বিষয়ীকৃতম্, ব্রহ্মণা এব তস্য তচ্ছ্রবণ-শক্তিরিতিভাবঃ। তদেব পরমাত্মা যৎ শ্রোত্রস্য শ্রবণশক্তিসম্পাদকং তদেব ব্রহ্ম ইতি বিদ্ধি, অন্যৎ পূর্ব্ববৎ স্পষ্টম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুত হয় না। কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি দ্বারাই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ কার্য্যক্ষমতা

লাভ করিয়া থাকে। জগতে যাহা কিছু শ্রবণীয় পদার্থ আছে, প্রাকৃত কর্ণের দ্বারা শ্রুত যে বিষয়গুলির উপাসনা করা হয়, উহা ব্রহ্মের বাস্তবিক স্বরূপ নহে, কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ অপ্রাকৃত; সেই জন্যই, প্রাকৃত বাক্য, মন, চক্ষুঃ ও কর্ণ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর জড় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বথা অতীত। কিন্তু তাই বলিয়া জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত বস্তুর অস্তিত্বে সন্দিহান হইবে না। কারণ পরব্রহ্মই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা, প্রেরক এবং শব্দাদি স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার শক্তিপ্রদাতা। সেই পর-ব্রহ্মের কৃপা হইলেই আবার জীবের ইন্দ্রিয়ে চিৎশক্তি সঞ্চারিত হয় এবং জীব সেই শক্তির বলে ব্রহ্মের সেবা ও তৎফলে তদনুভূতি বা দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। শ্রীভগবানের যেমন প্রাকৃত রূপাদি না থাকিলেও অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধী রূপাদি আছেই, সেইরূপ জীবের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তিনি না হইলেও অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার গ্রহণ হইয়া থাকে।

কাঁহার শক্তি ও প্রেরণায় শ্রবণেন্দ্রিয় নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই প্রশ্নের উত্তরই এস্থলে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ যে প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
কো ন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ॥
তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্ন-মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

(ভাঃ ১০।১০।৩২-৩৩)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাই,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৯)

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও পাই,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

ভক্তের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে তিনি কিন্তু গৃহীত হইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীশুকদেব বলেন,—

"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥"
(ভাঃ ২।২।৩৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥"
(ভাঃ ১০।১।৪)

অতএব শ্রীভগবান্ স্ববিমুখজীবগণকে যেরূপ নিজ মায়াশক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহে জড়-বিষয়-গ্রহণে সামর্থ্য প্রদান করেন সেইরূপ সেবোন্মুখ জীবগণের প্রতি দয়াবশতঃ নিজ চিৎশক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহে চিন্ময় বস্তু গ্রহণেরও সামর্থ্য অর্পণ করিয়া থাকেন।৭।

শ্রুতিঃ—যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৮॥

ইতি—কেনোপনিষদি প্রথমঃ'খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[লোক] যৎ (যাঁহাকে) প্রাণেন (প্রাণবৃত্তি-সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) ন প্রাণিতি (গন্ধের মত গ্রহণ করিতে পারে না), [কিন্তু] যেন (যাঁহার শক্তির দ্বারা বা প্রেরণায়) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) প্রণীয়তে (চেষ্টাযুক্ত হয় বা গন্ধ-গ্রহণে সমর্থ হয়) তদেব (সেই গন্ধ-গ্রহণ-শক্তি-সম্পাদক তত্ত্বকেই) ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি (তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও) যদিদমুপাসতে (তদ্ভিন্ন যে জড় ও জীবাদির লোকে উপাসনা করে) ইদং ন (ইহা অর্থাৎ জড়-জীবাদি) ব্রহ্ম নহে ॥৮॥

ইতি—কেনোপনিষদি প্রথমখণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—লোকে যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধের বিষয় করিতে পারে না অর্থাৎ গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু যে পরম চৈতন্যবস্তুর শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রাণবায়ু স্বকীয় কার্য্য করিতেছে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া তুমি জানিবে, তদ্ভিন্ন যাহাকে লোকে উপাসনা করে, সেই পরিদৃশ্যমান জীব, প্রকৃতি ও জড় বিষয়কে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না ॥৮॥

ইতি—কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ডের
অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—মন আদীনাং প্রবর্ত্তকনারায়ণব্রহ্ম সাকল্যেনোপদিশত্যত্রাহ—যদ্বাচেত্যাদিমন্ত্রৈঃ—

যদ্বাচা..................যদিদমুপাসতে ॥৪॥

যন্মনসা..................যদিদমুপাসতে ॥৫॥

যচ্চক্ষুষা............ .....যদিদমুপাসতে ॥৬॥

যচ্ছ্রোত্রেণ..............যদিদমুপাসতে ॥৭॥

যৎপ্রাণেন..............যদিদমুপাসতে ॥৮॥

যদ্‌ব্রহ্ম বাচা বেদবাণ্যাঽনভ্যুদিতং সাকল্যেন নোক্তম্। যেন চ প্রেরিতা সতী বাগভ্যুদ্যতে পুরুষৈরুচ্চার্যতে তদেব ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি জানীহি। নেদং জড়-জীবাদিকং জগত্তৎকামাত্মান ইদমুপাসত ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপ্যর্থো ধ্যেয়ঃ। যন্মনসা কশ্চিৎ সাকল্যেন ন মনুতে যেন মনো মতম্। যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি দৃশ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি ন চেষ্টতে যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে প্রের্য্যতে ॥৪॥৫॥৬॥৭॥৮॥

ইতি—কেনোপনিষদি প্রথমখণ্ডস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-
মুনীন্দ্র-কৃত প্রকাশিকাখ্য ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্বু প্রাণস্তর্হি উপাস্যঃ, তস্য সর্ব্বশক্তিপ্রদত্বা-ন্নেত্যাহ—যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যৎ লোকঃ প্রাণেন প্রাণবায়ুনা ন প্রাণিতি, যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে প্রের্য্যতে তৎ ব্রহ্ম, তস্যৈব প্রাণরূপত্বাৎ তথাচ বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ 'যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্' ইত্যনয়া পঞ্চ পঞ্চজ-নানামাকাশস্য চ প্রতিষ্ঠানত্বেন বিভোর্বিজ্ঞানানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমুপপাদিতম্ অতএব "প্রাণস্য প্রাণমুতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরুতশ্রোত্রস্যশ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো মনোবিদুঃ" ইতি শ্রুতৌ তত্তদ্বৃত্ত্যেককারণং তদ্ব্যাপকং ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতম্। ইতি প্রঘট্টকস্য তাৎপর্য্যম্ ॥৮॥

ইতি—কেনোপনিষদি প্রথমখণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-
নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—প্রাণের দ্বারা যে কিছু বস্তু চেষ্টাযুক্ত জানা যায়, তথা প্রাকৃত প্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত যে তত্ত্বের উপাসনা করা যায়,

উহা ব্রহ্মের বাস্তবিক স্বরূপ নহে। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর উহা হইতে সর্ব্বথা অতীত। ঐ বিষয় কেবল এইমাত্র বলা যায় যে, যিনি প্রাণের জ্ঞাতা, প্রেরক এবং উহার শক্তিপ্রদাতা, যাঁহার শক্তির কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়া এবং যাঁহার প্রেরণায় এই প্রধান প্রাণ সকলকে চেষ্টাযুক্ত করিতে সমর্থ হয়, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ব্রহ্ম।

এই শ্রুতিমন্ত্রে—যাঁহার প্রেরণায় প্রাণ বিচরণ করিয়া থাকে, সেই বস্তু কি ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে মূলকথা বা সারাংশ এই যে,—প্রাকৃত মন, প্রাণ তথা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সে সকলই প্রাকৃত, অতএব উহাকে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পরাৎপর পুরুষোত্তম তত্ত্বের বাস্তবিক স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইজন্য ঐসকল প্রাকৃতের উপাসনাও পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনা নহে। পরব্রহ্ম তত্ত্বকে মন-বুদ্ধি আদির অতীত স্বরূপে সঙ্কেতে বুঝাইবার জন্যই শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে বুঝাইলেন যে,—যিনি সকলের জ্ঞাতা, শক্তিপ্রদাতা, স্বামী, প্রেরক ও নিয়ামক, সেই সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্য, অপ্রাকৃত পরম-তত্ত্বই ব্রহ্ম।

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের "অতএব প্রাণঃ" (বেঃ সূঃ ১।১।২৩) সূত্রটিও আলোচ্য। এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে পাওয়া যায়,—"প্রাণোঽয়ং সর্ব্বেশ্বর এব ন বায়ুবিকারঃ। কুতঃ ? অতএব সর্ব্বভূতোৎপত্তিপ্রলয়হেতুত্বরূপাদ্ব্রহ্মলিঙ্গাদেব।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজ ॥
প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥"

(ভাঃ ১০।৮৫।৫-৬)

অর্থাৎ হে অধোক্ষজ, হে পরমাত্মন্, হে অজ, আপনিই প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) এবং জীব (জ্ঞানশক্তি) রূপে স্বকীয় মায়ারচিত এই বিচিত্র বিশ্বমধ্যে অন্তর্য্যামিসূত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহার পোষণ করিতেছেন। বাণের মধ্যে যে ভেদশক্তি দেখা যায়, তাহা যেরূপ বাণ-নিক্ষেপকারী পুরুষেরই শক্তি, সেইরূপ বিশ্বকারণ প্রাণাদি পদার্থও পরাধীন বলিয়া তদন্তর্গত শক্তিও পরমকারণ পরমেশ্বরেরই হইয়া থাকে। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পরস্পর বৈসাদৃশ্যবশতঃ অচেতন পদার্থ চেতনের ন্যায় স্বতন্ত্র না হইয়া উহার অধীনই হইয়া থাকে। বায়ুর শক্তি দ্বারা যেমন তৃণাদির গমন-ক্রিয়া এবং পুরুষের শক্তিদ্বারা যেরূপ বাণের বেগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারাই কেবলমাত্র প্রাণাদি পদার্থের চেষ্টা দেখা যায়, পরন্তু ইহাদের স্বতন্ত্র শক্তি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনবযোগেন্দ্র-সংবাদেও পাই,—

"স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎস্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥"
(ভাঃ ১১।৩।৩৫)

অর্থাৎ শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু এবং স্বয়ং অহেতু তিনিই নারায়ণ পরম-তত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য। যিনি স্বপ্ন, জাগর, সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় সর্ব্বত্র সদ্রূপে বর্ত্তমান, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপে জ্ঞাতব্য; এইরূপে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, ইহারা যাঁহার বলে সঞ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই পরমাত্মসংজ্ঞক পরমতত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য॥৮॥

ইতি—কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ডের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

কেনোপনিষৎ

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্র(দহর)মেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে ; মন্যে বিদিতম্ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[আচার্য্য শিষ্যের বুদ্ধি বৈশদ্যার্থ তাহাকে বলিতেছেন—ওহে বৎস !] যদি ত্বম্ মন্যসে (যদি তুমি মনে কর) [অহং] সুবেদ ইতি (আমি ব্রহ্মের স্বরূপ যথাযথ জানিয়াছি) [তবে তুমি] নূনং (নিশ্চয়ই) ব্রহ্মণঃ রূপম্ (ব্রহ্মের স্বরূপ) দভ্রমেব (অল্পই) আপি (গ্রহণ করিয়াছ অর্থাৎ বুঝিয়াছ) অস্য (ব্রহ্মের) যৎ (যে আংশিক স্বরূপ) [ভূতগণের মধ্যে] বেত্থ (জানিয়াছ) [তাহা অল্পই] অস্য (ব্রহ্মের) যৎ (যে আংশিক স্বরূপ) দেবেষু (দেবগণের মধ্যে) [বেত্থ—জানিয়াছ] [তৎ অল্পমেব—তাহা অল্পই] অথ নু (আর যদি বল) মন্যে (আমি মনে করি) বিদিতম্ (ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি), [তবে] তে (তোমার নিকট বিদিততত্ত্ব) মীমাংস্যম্ এব (এখনও বিচার্য্যই) ॥১॥

অনুবাদ—বৎস ! তোমাকে আমি সঙ্কেতে বুঝাইয়াছি যে, ব্রহ্ম লোকের বিদিত ও অবিদিত তত্ত্বের অতীত, অতএব তুমি যে ভাবিতেছ—আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি কিন্তু তাহা মনে করিও না, যেহেতু তুমি যাহাকে ব্রহ্ম মনে করিয়া বলিতেছ—'আমি ব্রহ্ম জানিয়াছি', তাহা অল্প অর্থাৎ আংশিক এবং দেবতাদের

মধ্যেও ব্রহ্মের যে স্বরূপ বিদিত হইয়াছ, তাহাও অল্প অর্থাৎ আংশিক ; অতএব আমি মনে করি, তোমার বিদিত ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারদ্বারা এখনও স্থির করিতে হইবে ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদি মন্যসে..................বিদিতম্ ॥১॥

নাহং..........................বেদ চ।

হে শিষ্যাহং সুবেদ ব্রহ্মণো রূপং সম্যগ্‌জানামীতি যদি মন্যসে তর্হি ত্বমপি নূনং দহ্‌রমেবাল্পমেব ব্রহ্মণো রূপং বেত্থ। তস্যানন্তত্বাদিতি ভাবঃ। রূপমিতি ব্রহ্মগুণানামুপলক্ষণম্। যদস্মাদ্দহ্‌রমেব বেত্থ। অথ তস্মাত্ত্বং ত্বয়ি ব্যত্যয়াৎ। ত্বযাস্য ব্রহ্মণো যদ্রূপং দেবেষু চাস্য ব্রহ্মণো যদ্রূপং তদিতি শেষঃ। মীমাংস্যমেব বিচার্য্যমেব নু ইদানীম্। তে ত্বয়েতি ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তির্মিথ্যৈব, কদাচিদ্ দুর্জ্ঞেয়মপি ক্ষীণদোষঃ সুমেধাঃ কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে, কশ্চিন্নেতি তচ্চ দৃশ্যতে ব্রহ্মেন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে। তথাহি প্রজাপতিবাক্যং 'য এষোঽক্ষণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি,' তচ্ছ্রুত্বা স্বভাবদোষাৎ অসুররাট্ বিরোচনঃ শরীরমাত্মেতি বিপরীতমর্থং প্রতিপেদে, দেবরাজস্তু দোষক্ষয়াৎ চতুর্থে পর্য্যায়ে প্রথমোক্তমেবাজরমমৃতমভয়ং ব্রহ্ম প্রতিপন্নঃ। অতীন্দ্রিয়ং হি পরমাত্মতত্ত্বং তস্মাৎ সদসদ্বাদিনস্তার্কিকাঃ সর্ব্বে। তস্মাদ্বিদিতং ব্রহ্মেতি সুনিশ্চিতোক্তমপি বিষমপ্রতিপত্তিত্বাৎ যদি মন্যসে ইতি সাশঙ্কং গুরোর্বচনম্। ত্বং ভূতেষু অস্য ব্রহ্মণঃ যৎরূপং স্বরূপং বেত্থ তৎ অল্পং বেত্থ। ত্বং দেবেষু অস্য ব্রহ্মণঃ যৎ রূপং স্বরূপং বেত্থ তদপি অল্পমেব বেত্থ। তস্মাৎ দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ এবং আচার্য্যেণ উক্তঃ শিষ্যঃ একান্তে উপবিষ্টঃ সন্ যথোক্তম্ আগমম্ অর্থতঃ বিচার্য্য তর্কতঃ

নির্দ্ধার্য্যং চ স্বানুভবং কৃত্বা আচার্য্যসকাশম্ উপগম্য উবাচ—অহং মন্যে ইদানীং ব্রহ্ম বিদিতম্ ইতি। তৎ শ্রুত্বা আচার্য্যঃ আহ—অথ নু তস্মাৎ অহং তে তব বিদিতম্ অদ্য অপি মীমাংস্যং বিচার্য্যম্ এব মন্যে ॥১॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে শ্রীগুরুদেব নিজ শিষ্যকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন যে, বৎস! আমি ব্রহ্মতত্ত্ব সঙ্কেতে তোমাকে বলিয়াছি, সেই বিষয় শ্রবণ করিয়া যদি তুমি মনে কর যে, ঐ ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ তুমি সুষ্ঠু অবগত হইয়াছ, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে, তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপের অল্পই জ্ঞাত হইয়াছ। কারণ ঐ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের অংশভূত জীবাত্মা ভূতগণ মধ্যে অবস্থিত অথবা সমস্ত দেবতাগণ—যাঁহারা মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে অবস্থিত, তাহা ব্রহ্মের অংশরূপে বর্ত্তমান। যাঁহার শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাঁহাকে যদি তুমি ব্রহ্ম বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও তোমার ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে হয় নাই। ভূতগণের মধ্যে, জীবাত্মা বা দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মের যে অংশ প্রতিভাত হয়, তাহা ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ নহে। জীবাত্মা এবং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের যে শক্তি প্রকাশিত, উহা সমস্ত একত্রিত করিলেও ব্রহ্মের শক্তির একাংশ হইয়া থাকে। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহ-মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীঃ ১০।৪২) অতএব তুমি যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা আমার মনে হয়, পুনরায় বিচারণীয়।

ব্রহ্মতত্ত্ব অতিশয় দুর্জ্ঞেয় কিন্তু অজ্ঞেয় নহে। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর চরণা-শ্রয় করিয়া তদানুগত্যে ব্রহ্মের ভজন করিতে করিতে ব্রহ্মের কৃপায় সেই তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। নিজ বুদ্ধিবলে তর্কাদির আশ্রয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া যতটুকু জানান ততটুকুই জানা

যায়। তিনি অনন্ত, অনন্ত তাঁ'র নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সুতরাং পূর্ণরূপে জানা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

ইন্দ্র ও বিরোচনের আখ্যায়িকা এস্থলে আলোচ্য। বিরোচন যেমন নিজের দেহকেই 'আত্মা' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে গিয়াও অনেকে জীবকে, কেহ প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, কেহ জড় পঞ্চভূতকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, কেহ বা দেবগণকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইহা সকলই ভ্রান্ত-বিচার। এই ভ্রান্তির বশে অনেকে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞানকরতঃ শিষ্যকেও সেই ভ্রম-জালে পাতিত করিয়া থাকেন। এইজন্যই পূর্ব্ব শ্রুতিমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, লোকে এই পরিদৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, জড়জ্ঞানে বিদিত ও অবিদিত সকলের অতীত সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তত্ত্ব।

পরব্রহ্মের আরাধনার ফলে তাঁহার কৃপায় যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারাই সঠিক বুঝিতে পারেন এবং অপর অনুগত শিষ্যকেও বুঝাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য রাস্তা নাই। সাংখ্য-মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হইয়াও কপিল-জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই, এমন কি, শ্রীব্যাস-প্রণীত বেদান্তমত স্বীকার করিয়াও আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদকেই আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্ম-তত্ত্বকে মায়াবাদ-গহ্বরে পতিত করিয়া বিবর্ত্তবাদের দ্বারা দূষিত করিলেন।

কিন্তু শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভ, শ্রীবলদেব প্রভৃতি ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত আচার্য্যগণ পরব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া জীবগণকে তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আচার্য্যলীলাভিনয়কালে যে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই তদনুগ পার্ষদবৃন্দের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত-আকারে গোস্বামিশাস্ত্ররূপে প্রকটিত হইয়া জীবগণকে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অপূর্ব্বরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। সেইজন্য আমাদের নিবেদন, যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বপিপাসু তাঁহারা উপনিষদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ভাষ্যসমূহ যেন পাঠ করেন।

ব্রহ্মার নিকট গিয়াও বিরোচন যেরূপ দেহকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, সেইরূপ কিন্তু আচার্য্য শ্রীশঙ্কর শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য হইয়াও শ্রীব্যাস-সিদ্ধান্ত 'শক্তিপরিণামবাদ' স্বীকার করিতে অসমর্থ হইয়া মায়াবাদ, বিবর্ত্তবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিলেন, সেইস্থলেই আবার শ্রীমধ্ব শ্রীব্যাসানুগত্য লাভ করিয়া শ্রীব্যাস-সিদ্ধান্ত জীবগণকে জ্ঞাত করাইয়া জীবগণের উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিলেন। অবশ্য শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—শঙ্করের দোষ নাই, তিনি ঈশ্বরাজ্ঞায় ঐরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া শঙ্করের অদৈবমোহনপর ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট, তাহারাই প্রকৃত দুর্ভাগা, তাহাদেরই সর্ব্বনাশ ঘটে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

শ্রীব্রহ্মার বাক্যে আরও পাই,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ।" (ভাঃ ১০।১৪।২৯)

শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮৩) ॥১॥

**শ্রুতিঃ—নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥২॥**

অন্বয়ানুবাদ—[গুরুদেবের উপদেশ গভীরভাবে বিচার করার পর শিষ্য নিজ ব্রহ্ম-জ্ঞান-বিষয়ে শ্রীগুরুদেবকে বলিতেছেন—] অহং সুবেদ ইতি ন মন্যে (আমি ব্রহ্মতত্ত্ব কৃৎস্নভাবে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি বলিয়া মনে করি না) নো বেদ ইতি (একেবারে জানি না) ন (তাহাও নহে) [কিন্তু] বেদ চ (আবার যে জানি); [ন—তাহাও নহে] নঃ (আমাদিগের মধ্যে অর্থাৎ শিষ্যগণের মধ্যে) যঃ (যে কেহ) [বলেন] তদ্ বেদ ইতি (আমি ব্রহ্মকে জানি) তদ্বেদ নো (তিনি ব্রহ্মকে জানেন নাই, কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব অনন্ত, তাঁহাকে সাকল্যে জানা যায় না) [আবার অহং] ন বেদ (আমি ব্রহ্ম জানি না) ইতি (এই কথা যিনি বলেন) [তিনি] বেদ চ (তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে আরোহপন্থায় জানা যায় না, গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রৌতপথেই তাঁহাকে জানা যায়, তদ্ব্যতীত জানিবার উপায় নাই) ॥২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে কেহই জানিতে পারেন না, সেজন্য যিনি মনে করেন আমি পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ঠিক জানেন না, তাই বলিয়া আমি যে ব্রহ্মকে জানি না, তাহাও নহে,

অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদিতও বটে অবিদিতও বটে। ইহা কিরূপে সম্ভব? গুর্ব্বানুগত্যে শ্রৌতপথে ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হয়, আবার আরোহপথে নিজের অহমিকায় তিনি অবিদিত। শুধু আমার কথা নহে, আমাদের মধ্যে যিনি শ্রৌতপথে ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনিও সাকল্যে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই, আবার যিনি বলেন—ব্রহ্মকে জানেন নাই, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপের অনন্তত্ব ও অধোক্ষজত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অন্যেষাং কাৎর্স্ন্যেন ব্রহ্মাজ্ঞানিত্বেঽপি তব ত্বস্তি সম্যগ্ ব্রহ্মজ্ঞানিত্বমিতি পৃষ্টো দেশিক আহ—মন্য ইতি। অন্যে সম্যগ্-বেদায়মিতি মাং বদন্তি। অহং তু ব্রহ্ম বিদিতং ন মন্য ইতি যোজনা। তর্হি ত্বমপি ব্রহ্ম সর্বথা ন বেত্থ কিমিত্যত আহ—নো নেতি। নো বেদ ন জানামীতি ন কিং তু বেদেতি চ।

ব্রহ্মণঃ সাকল্যেনাজ্ঞেয়ত্বমুপপাদ্যোপসংহরতি—

যো..........................বেদ চ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ শিষ্য আচার্য্যসমীপং গত্বোবাচ—অহং মন্যে 'ইদানীং ব্রহ্ম বিদিতমিতি, তচ্ছ্রুত্বা আচার্য্য আহ—কথং বিদিতম্? শিষ্য আহ—নাহং মন্যে ব্রহ্ম সুবেদেতি, অহং কাৎর্স্ন্যেন ব্রহ্মবেদ্মি ইতি ন মন্যে, তচ্ছ্রুত্বা আচার্য্য আহ—তর্হি নৈব ত্বয়া ব্রহ্ম বিদিতম্, ইতি—পৃষ্টঃ শিষ্য আহ—নো বেদ ন জানামীতি ন কিন্তু বেদ, চ কারাৎ ন বেদ চ। ননু যদি মন্যসে ব্রহ্ম ন বেদেতি তর্হি কথমুচ্যতে ব্রহ্ম নো বেদ ইতি ন কিন্তু বেদেতি। লোকে একং বস্তু যেন জ্ঞায়তে তেনৈব তদ্বস্তু ন সুজ্ঞায়তে ইতি বিরুদ্ধম্, সংশয়-বিপর্য্যয়স্থলে নৈষ নিয়মঃ, ন হি ব্রহ্ম সংশয়িতত্বেন জ্ঞেয়ম্, নবা বৈপরীত্যেন ইতি নিয়মো ভবিতুমর্হতি তয়োরনর্থকরত্বাৎ। ততঃ শিষ্য আহ নঃ অস্মাকং মধ্যে

যঃ তদ্ ব্রহ্ম বেদ জানাতি যথা মদুক্তং ব্রহ্মবিদিতমবিদিতঞ্চেতি জানাতি স এব তদ্বেদ, নো বেদ ইতি ন, কিন্তু বেদ অয়ংভাবঃ—যো জনো বদতি অহং ব্রহ্ম বেদেতি স তং পরমাত্মানং ন জানাতি, পরমাত্মনঃ অনন্তত্বাৎ অধোক্ষজত্বাচ্চ। তদ্ বস্তু নঃ কথং প্রাকৃতেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতং স্যাৎ, কিন্তু অহং ন বেদ ইতি যো বদতি অসৌ বেদ ইতি ব্রহ্মণঃ স্ব-প্রকাশত্বেন তদ্‌কৃপয়া গুরুকৃপয়া বা তস্য জ্ঞানসম্ভবাৎ॥২॥

তত্ত্বকণা—এই শ্রুতিমন্ত্রটিকে আচার্য্য শ্রীরঙ্গরামানুজ দেশিক অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ গুরুদেবের বাক্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতিমন্ত্রের তাৎপর্য্যে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্ব শ্রুতিমন্ত্রানুসারে শ্রীগুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইবার পর শিষ্য গভীরভাবে বিচারপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেব-সমীপে নিজ অনুভব সঙ্কেতে জ্ঞাত করাইলেন যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বা সর্ব্বতোভাবে জানিয়াছি, মনে করি না। বস্তুতঃ আমি যে তাঁহাকে জানি না, এরূপও নহে, আবার জানি এমতও নহে।

শিষ্য ইহাও জ্ঞাত করাইলেন যে, "আমি ব্রহ্মকে জানি না, এমতও নহে, জানি এমতও নহে"—আমাদিগের মধ্যে এই বাক্যের তাৎপর্য্য যিনি জানিতে পারেন, তিনিই সেই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

সুতরাং এই মন্ত্র শ্রীগুরুদেবপর ও শিষ্যপর উভয় পক্ষে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

মূল কথা—ব্রহ্মবস্তুকে যে ব্যক্তি সমগ্ররূপে জানেন মনে করেন, তিনি কিছুই জানেন না। যেহেতু সেই ব্রহ্মবস্তু অনন্ত, তাঁহাকে সাকল্যে জানা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। আবার যিনি বিবেচনা করেন— "আমি ব্রহ্মকে জানি না" অর্থাৎ আরোহপথে নিজের অহমিকায়

তাঁহাকে জানা যায় না, সুতরাং অবরোহপন্থায় অর্থাৎ গুর্ব্বানুগত্যে যিনি শ্রৌতপন্থার অনুসরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন অর্থাৎ স্বতঃ-প্রকাশ পরব্রহ্ম-তত্ত্ব কৃপাপূর্ব্বক যাহাকে যতটুকু জানান, তিনিই ততটুকু জানিতে পারেন। ইহাই শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রতিপাদিত সত্য। শিষ্য ও গুরুদেবের বাক্যের রহস্যও এইখানেই।

শ্রীভগবানের অনন্তত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়া-বলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।" (ভাঃ ২।৭।৪১)

অর্থাৎ হে নারদ! আমি স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার অগ্রজ এই সনকাদি মুনিগণও সেই পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবানের চিচ্ছক্তিবলের কথা দূরে থাকুক, মায়াশক্তিবলেরই অন্ত জানি না; এমন কি, আদিদেব সহস্র-বদন শ্রীঅনন্তদেবও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী গান করিয়া অদ্যাবধি সীমা প্রাপ্ত হ'ন নাই, সুতরাং প্রাকৃত জীবগণ আর কিরূপে উহা জানিতে পারিবে?

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার শক্তি-প্রভাব-জাত বিভিন্ন দেবগণের সর্ব্বতোভাবে জ্ঞেয় বস্তু হন না। তাহাদের বহির্ম্মুখী চেষ্টা ভগবানের সম্যগ্ দর্শন হইতে দেবগণকে বঞ্চিত করে। কিন্তু ভগবদনুগ নিত্য-সেবাপর ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সাক্ষাৎকার-জনিত উপলব্ধিক্রমে অন্য চেষ্টা বা অপর বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার দুর্ভাগ্য লাভ করেন না।

ভগবানের ঐশ্বর্য্য মাপিয়া লইবার যন্ত্র ভগবদিতর অন্য বস্তুতে নাই। ভগবানের মায়া স্বীয় পরাক্রম বিস্তার করিয়া সকল বস্তুকেই মায়াধীন করিবার প্রয়াস পায়, সেইজন্য ভগবন্মায়ার নিকট ভগবদানুগত্য ব্যতীত সকলই তদধীন। সেবাবিমুখ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব জ্ঞানলাভের যন্ত্র দ্বারা বৈকুণ্ঠ বস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ। অনন্তমুখেও অনন্তদেব তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া তাঁহাকে সম্যক্ বর্ণন করিতে পারেন না। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ জীবসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়াও যখন তাঁহার অনন্ত মহিমা ধারণা করিতে অসমর্থ, তখন তাহাদের অধীন জীবকুল তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারিবে?"

স্বতঃপ্রকাশ ভগবান্ কাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন এবং কাহার নিকট করেন না, সে-বিষয়েও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্॥
হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্॥"
(ভাঃ ১০।৮৬।৪৬-৪৭)

আরও পাই,—

"ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ॥
স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্॥"
(ভাঃ ১।৩।৩৭-৩৮) ॥২॥

শ্রুতিঃ—যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর শ্রুতি স্বয়ং গুরু-শিষ্য-সংবাদের নিষ্কর্ষ বলিতেছেন—] যস্য (যে ব্রহ্মবিদের) অমতং (ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত) [ইতি মতং—এই নিশ্চয়] তস্য (তাঁহারই নিকট) মতং (ব্রহ্ম সম্যগ্-রূপে জ্ঞাত) যস্য মতং (কিন্তু যাহার ধারণা আমি ব্রহ্মকে সাকল্যে বুঝিয়াছি) সঃ (তিনি) ন বেদ (ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝেন নাই); [এক্ষণে ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানাভিমানী বিজ্ঞ ও ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত—এইরূপ নিশ্চয়বান্ অবিজ্ঞ—এই দুইটি পক্ষ অবধারণ করিতেছেন—অবিজ্ঞাতমিত্যাদি দ্বারা—] [ব্রহ্ম] বিজানতাং (যাঁহারা মনে করেন ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞাত তাঁহাদের পক্ষে) অবিজ্ঞাতং (ব্রহ্মতত্ত্ব অবিজ্ঞাতই থাকেন) [আবার] অবিজানতাং (যাহারা মনে করেন ব্রহ্ম সাকল্যে অবিজ্ঞাত, তাঁহাদেরই পক্ষে) বিজ্ঞাতম্ (ব্রহ্ম যথাযথ বিদিত) [এতাবৎ প্রবন্ধ দ্বারা প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মবিষয়ে বিদিতত্ব ও অবিদিতত্ব যুক্তি দ্বারা অবধারিত হইল] ॥৩॥

অনুবাদ—গুরু-শিষ্য-সংবাদ হইতে সিদ্ধান্তিত-তত্ত্ব শ্রুতি স্বয়ং বুঝাইতেছেন—যে ব্রহ্মবিদ্ মনে করেন ব্রহ্মকে সাকল্যে আমি বুঝি নাই, তাঁহারই কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব যথার্থ বিচারিত হইয়াছে, যেহেতু তিনি বুঝিয়াছেন—ব্রহ্মতত্ত্ব অনন্ত, তিনি সাকল্যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেন, অতএব অবিদিত; আর যাঁহার ধারণা—আমি ব্রহ্মকে সাকল্যে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না, যেহেতু ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহার সাকল্যে জ্ঞান কিরূপে হইবে? এই দ্বিবিধ—বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞের মধ্যে বিজ্ঞদিগের অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষয়ে বিদিতত্বাভিমানীদিগের পক্ষে ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ অনন্ত তাহা তিনি বুঝেন নাই, আর

অবিজ্ঞদিগের পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন আমরা স্ব-প্রকাশ অনন্ত ব্রহ্মকে সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারি নাই, বা সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, তাঁহারাই যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়াছেন ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—"যস্যামতং……বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" নোঽস্মাকং মধ্যে যস্তু ব্রহ্মাহং বেদেতি বদতি স তং নো বেদ। কুতঃ? পরিচ্ছিন্নত্বজ্ঞানাৎ। অহং ন বেদেতি যো বদত্যসৌ বেদ চ। ব্রহ্মণোঽপরিচ্ছিন্নত্বাৎ। যো ন ইত্যাদিনা সাকল্যেন শ্রবণাগোচরত্বমুক্ত্বা মননাগোচরত্বং চাহ—যস্যেতি। যস্য ব্রহ্মামতমিতি মতং তস্য পুংসো মতং বিচারিতমনন্তজ্ঞানাৎ। যস্য ব্রহ্ম ময়া মতং বিচারিতমিতি মতং বুদ্ধিঃ স ন বেদানন্তত্বাজ্ঞানাৎ। সাক্ষাৎকারোঽপি ন সাকল্যেনেত্যাহ—অবিজ্ঞাতমিত্যাদিনা। বয়ং ব্রহ্ম সম্যক্‌সাক্ষাৎকৃতবন্ত ইতি বিজানতামবিজ্ঞাতং ব্রহ্ম। আনন্ত্যাদ্‌ব্রহ্মণঃ সাকল্যেন জ্ঞানাভাবাৎ। অবিজানতামুক্তরীত্যাঽবিজানতাং নাস্মাভির্ব্রহ্ম সম্যক্‌সাক্ষাৎকৃতমিতি যাবৎ। বিজ্ঞাতং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতমিত্যর্থঃ। আনন্ত্যবেদনাদিতি ভাবঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রতিজ্ঞাতং দেশিকেন ব্রহ্ম বিদিতমবিদিতঞ্চেতি বিপ্রতিষেধঃ শ্রুত্যা স্বয়মেব যুক্ত্যা বিষয়ভেদেন নিরাক্রিয়তে যস্যামতমিত্যাদিনা—যস্য ব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্ম অমতম্ সাকল্যেন অবিজ্ঞাতম্ ইতি মতং নিশ্চয়ঃ, তস্য পুংসো মতং ব্রহ্ম বিচারিতম্ অনন্তত্বজ্ঞানাৎ। যস্য পুনঃ ব্রহ্ম ময়া মতং ময়া জ্ঞাতমিতি নিশ্চয়ঃ স ন বেদ ব্রহ্মতত্ত্বং স ন জানাতি অনন্তত্বাজ্ঞানাৎ। তদেবং ব্রহ্মণোজ্ঞানাজ্ঞানয়োর্দ্বৈপক্ষাবায়াতৌ একো ব্রহ্মণো বিজ্ঞাতত্ববাদী, অপরঃ পুনর্ব্রহ্মণঃ সাকল্যেনাবিজ্ঞাতত্ববাদী। তয়োঃ ফলভেদমাহ—অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্ ইতি, তয়োর্মধ্যে বিজানতাম্ বয়ং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবন্ত ইত্যভিমানিনাং ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতং আনন্ত্যাদ্ ব্রহ্মণঃ সাকল্যেন জ্ঞানাভাবাৎ। অবিজানতাস্তু

যে মন্যন্তে বয়ং ব্রহ্ম সাকল্যেন ন জানীম ইতি তেষাং ব্রহ্ম বিদিতম্ তৈরেব ব্রহ্মস্বরূপং জ্ঞাতম্ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—আচার্য্য ও শিষ্যের কথোপকথনাকারে শ্রুতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া এক্ষণে শ্রুতি স্বয়ং নিষ্কর্ষ করিতেছেন অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের আলোচনার সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া দিতেছেন।

শ্রুতি বলিতেছেন—যিনি বিবেচনা করেন যে, আমি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যগ্ জ্ঞাত নহি, তিনিই বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মকে জানেন। আর যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে সম্যগ্রূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে আদৌ জানিতে পারেন নাই। মূলকথা—যাঁহারা ব্রহ্ম-বিষয়ে সম্যগ্ জ্ঞানবান্, তাঁহারা জানেন যে, ব্রহ্মতত্ত্ব অনন্ত সুতরাং তাঁহাকে সাকল্যে জানা যায় না, সেইহেতু তাঁহারা জ্ঞাত বলিয়া মনে করেন না। আর যাঁহারা ব্রহ্মের অনন্তত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহারাই মনে করেন যে, ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহারাই সম্যগ্ জ্ঞাত হইয়াছেন।

শ্রীল সূত গোস্বামী ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও দৈন্যমুখে বলিয়াছেন,—

"অহং হি পৃষ্টোঽর্য্যমণো ভবদ্ভি-
র্আচক্ষ আত্মাবগমোঽত্র যাবান্।
নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥" (ভাঃ ১।১৮।২৩)

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"যথা পক্ষিণঃ আত্মসমং স্ব-শক্ত্যনুরূপমেব নভ উৎপতন্তি, ন তু কৃৎস্নং, তথা বিপশ্চিতোঽপি বিষ্ণোর্গতিং লীলাং সমং স্বমত্যনুরূপমেব।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও পরম তত্ত্ববিৎ হইয়া শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনান্তে দৈন্যভরে বলিয়াছেন,—

"আকাশ অনন্ত তাথে যৈছে পক্ষিগণ।
যা'র যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল॥
আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে তৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥
তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার।
এই দৃষ্টান্ত জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা)

শ্রীল সূতগোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এতদুভয়ের বাক্য হইতেও শ্রুতির সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয় যে, যিনি ভগবত্তত্ত্ব সম্যগ্ জানেন, তিনিই দৈন্যমুখে বলেন যে, তিনি সম্যগ্ জানিতে পারেন নাই কারণ তাঁহারা পরতত্ত্বের অনন্তত্ব জানিতে পারিয়াই ঐ কথা বলেন। অনন্ত আকাশ ও পক্ষিগণের দৃষ্টান্ত এস্থলে এইজন্যই প্রদত্ত হইয়াছে।

অনেক দেহাত্মবাদী নিজেদের দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়াও ব্রহ্মাভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা বস্তুতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুই জানেন না। এমন কি, যাঁহারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভেদ-বিচার করেন, তাঁহারাও ব্রহ্মতত্ত্ব তো জানেনই না, পরন্তু অপরাধী।

শাস্ত্র বলেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষতে স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

প্রকৃত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারীর বিষয়ে শ্রীগীতাতে পাই,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" (গীঃ ৬।২৯)

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্॥"
(ভাঃ ৩।২৮।৪২)॥৩॥

শ্রুতিঃ—প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[যদি ব্রহ্ম অবিদিত—ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, তবে কি সেই ব্রহ্ম একান্তভাবেই অবিদিত? তাহা হইলে ব্রহ্মবিদের ও অব্রহ্মজ্ঞের প্রভেদ কি? আর 'বিজানতাম্ অবিজ্ঞাতম্' বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জ্ঞানবান্ তাঁহাদের অবিজ্ঞাত, একথাও তো পরস্পরবিরুদ্ধ, তবে কিরূপে ব্রহ্ম বিদিত হইবেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন —প্রতিবোধবিদিতমিত্যাদি—] প্রতিবোধ-বিদিতং (প্রতিবোধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংকেত হইতে উৎপন্ন-জ্ঞান অথবা যিনি ব্রহ্মকে প্রত্যেক বোধে সাক্ষিস্বরূপে অথবা জ্ঞানস্বরূপে বিদিত হন) মতম্ (প্রত্যেক বোধে প্রত্যগাত্মরূপে বিদিত ব্রহ্মের যে জ্ঞান তাহাই বাস্তবিকজ্ঞান) [ইহা যদি লাভ হয়, তবেই ব্রহ্মবিদ্] অমৃতত্বং হি (মুক্তি বা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার) বিন্দতে (লাভ করেন), আত্মনা (অন্তর্য্যামী পরমাত্মার জ্ঞান দ্বারা ও ধৃতিদ্বারা) বীর্য্যং (পরমাত্ম-লাভের শক্তি) বিন্দতে (প্রাপ্ত হয়) বিদ্যয়া (উপাসনা অর্থাৎ পরমাত্ম-ভক্তিদ্বারা) অমৃতম্ বিন্দতে (পরমেশ্বরকে অর্থাৎ তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়)॥৪॥

অনুবাদ—যাঁহার প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যেই সাক্ষিস্বরূপে ও জ্ঞানাত্মক প্রত্যগাত্মরূপে পরমাত্মার জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তাঁহার তাদৃশ জ্ঞানেই ব্রহ্ম বিদিত হইয়া থাকেন এবং তাহার ফলে বোধকর্ত্তা অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করেন। পরমাত্মজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্ম-ভক্তিদ্বারা যে শক্তি লাভ হয়, তাহা দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ সম্ভব, এইজন্য আথর্ব্বণ শ্রুতিতে বলা আছে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ চিদ্‌বল বা ভক্তিবল লাভ না হইলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইতে পারে না ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মণঃ সাকল্যেনাজ্ঞেয়ত্বে কথং তেনেষ্টসিদ্ধিরিতি চেৎ স্বস্য যোগ্যৈকদেশজ্ঞানাদেবেষ্টসিদ্ধিরিত্যাহ—

প্রতিবোধবিদিতং.................বিন্দতেঽমৃতম্।

প্রতিবোধেত্যত্র শ্রুতমিতি শেষঃ। স্বস্য ব্রহ্মবিদ্যয়া যোগ্যতানুসারেণ পুংভিঃ শ্রুতং মতং ব্রহ্ম প্রতিবোধেন স্বযোগ্যাপরোক্ষজ্ঞানেন বিদিতং চেদমৃতত্বং মুক্তিং বিন্দতে লভতে পুমানিতি বা প্রতিবোধেনোপাসনরূপয়া কয়াচিদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়া বিদিতং সাক্ষাৎকৃতং ব্রহ্ম বিন্দতে লভত ইতি বাঽর্থঃ। আত্মনা ধৃত্যা বীর্য্যং সমাহিতমনস্ত্বলক্ষণং বিন্দতে লভতে। বিদ্যয়া উপাসনরূপয়া ভক্ত্যেতি যাবৎ। অমৃতং পরমাত্মানং বিন্দতে লভতে। সাক্ষাৎকরোতীতি যাবৎ। ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ সমাহিতাত্মা জ্ঞানস্বরূপং পরিপশ্যতীহেতি স্মৃতেঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্থ ব্রহ্মণঃ সাকল্যেনাজ্ঞেয়ত্বে কথং তেনাভিপ্রেত-ফলসিদ্ধিরিতি কথং বা অবিজ্ঞাতং বিজানতামিত্যবধৃতম্, যদি ব্রহ্মাত্যন্তমবিজ্ঞাতং তর্হি লৌকিকেভ্যো ব্রহ্মবিদ্‌ভ্যস্তেষাং কো বিশেষঃ, কথং নু তাদৃগ্ ব্রহ্ম সম্যগ্ বিদিতং ভবতীত্যাহ—প্রতিবোধবিদিতমিত্যাদি জড় ঘটপটাদি-বিষয়কজ্ঞানং হি প্রথমম্ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ উৎপদ্যতে,

তচ্চ নির্ব্বিকল্পকম্, ততঃ ঘটমহং জানামীতি ঘটজ্ঞানবানহমিতি বা সবিকল্পকাত্মকং জ্ঞানমনুব্যবসায়রূপেণ উদ্ভবতি তত্র প্রতিবোধং বোধং বোধংপ্রতি পরমাত্মা সাক্ষিস্বরূপেণ যদা বিদিতো ভবতি তদা পরমাত্মা অন্তর্য্যামিস্বরূপঃ সন্ প্রকাশতে এবং সর্ব্বে প্রত্যয়াঃ পরমাত্ম-সম্বন্ধীয়াঃ ভবন্তি ইতি। চিন্মাত্রস্বরূপঃ প্রত্যয়েষবিশিষ্টতয়া প্রতীয়তে। অন্তর্য্যামিতয়া ব্রহ্ম বিদিতং যদা ভবতি তদা তন্মতং সম্যগ্ বিদিতমিতি প্রতিবোধেন স্বযোগ্যাপরোক্ষজ্ঞানেন বিদিতং চেদমৃতত্বং মুক্তিং বিন্দতে লভতে। অথবা প্রতিবোধেন উপাসনারূপয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া ভক্ত্যেতি যাবৎ তদা বিদিতং সাক্ষাৎকৃতং ব্রহ্ম বিন্দতে লভতে ইত্যর্থঃ। কথং পুনর্যথোক্তয়া আত্মবিদ্যয়া অমৃতত্বং লভতে ইত্যত আহ আত্মনা পরমাত্ম-স্বরূপ-জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ লব্ধং বীর্য্যং সামর্থ্যং অমৃতত্বং পরমেশ্বরং প্রাপয়তি। অমৃতত্বং মরণাভাবং বা বিন্দতে নহি ধনসগন্বিতমন্ত্রৌষধি-তপোযোগকৃতং বীর্য্যং মৃত্যুমভিভবিতুং শক্নোতি কিন্তু আত্মবিদ্যাকৃতং বীর্য্যং বলং। অতো বিদ্যয়া উপাসনয়া অমৃতম্ পরমেশ্বরম্ বিন্দতে ইত্যুক্তম্ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব মন্ত্রে যে বলা হইয়াছে—'অবিজ্ঞাতং বিজানতাং' অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে সম্যগ্ জানেন বলেন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না বলিয়াই মনে করিতে হইবে, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞের পার্থক্য কি ? এই বিষয়ের মীমাংসার জন্যই শ্রুতি বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন যে, প্রতি অর্থাৎ প্রত্যেকটি বোধে বা জ্ঞানে যে পরমাত্মার প্রত্যগ্রূপের জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর দর্শনে যদি তদন্তর্য্যামী পরমাত্মার অনুভূতি লাভ হয়, তাহাই বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান। তাহারই ফলে অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অন্তর্য্যামী পরমাত্মার কৃপায় পরমাত্মার স্বরূপ জানিবার বীর্য্য অর্থাৎ শক্তি লাভ হইয়া থাকে। বিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনারূপ বিদ্যা বা ভক্তি দ্বারাই অমৃতস্বরূপ

পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

তত্ত্ববিৎ গুরুর আশ্রয়ে তাঁহার সেবাফলে যে সম্বন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান। যাহা লাভ হইলে ভজনের ফলে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে।

কেবল জড়-দর্শন নিয়া যাহারা বিচরণ করে, তাহারা ব্রহ্ম-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যাঁহারা কেবল চিদ্‌বৃত্তির অনুশীলনে বস্তুদর্শনের প্রয়াস করেন, তাঁহারা কেবল চিন্মাত্রকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানেন। তাঁহাদের ব্রাহ্ম-প্রতীতি অসম্যক্। যাঁহারা সৎ ও চিৎ বৃত্তির আশ্রয়ে তত্ত্বের অনুশীলন করেন, তাঁহারা সর্ব্ব পদার্থের অভ্যন্তরে নিত্য সত্তাময় চিন্ময় তত্ত্ব পরমাত্মার অনুভব করেন, সেই পারমাত্ম-প্রতীতিও আংশিক। আর যাঁহারা সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বৃত্তিত্রয়ের আশ্রয়ে তত্ত্ববস্তুর অনুশীলন করেন, তাঁহারা সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সম্যক্‌দর্শী। কিন্তু পরতত্ত্ব পরব্রহ্মের শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলাদি অনন্ত। অণুচৈতন্য জীবের পক্ষে স্বীয় সচ্চিদানন্দানুভূতিতে পরব্রহ্মের সমুদয় লীলাদি সাকল্যে জানা সম্ভব নহে। জীবের সেবাবৃত্তি-অনুসারে সেব্য শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক যতটুকু যাঁহাকে জানান্, তিনি ততটুকুই জানিতে পারেন। সেইজন্যই ভগবত্তত্ত্ববিৎ কখনই মনে করেন না যে, তিনি বিভু শ্রীভগবানের অপার লীলাদি সাকল্যে জানিতে পারিয়াছেন। এখানেই ব্রহ্মবিদের 'না জানার' ও সাধারণ অজ্ঞের 'না জানার' তাৎপর্য্য বিচারিত হয়।

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।" (ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনসের গম্য নহে একবিন্দু॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।২৬)

কঠ ও মুণ্ডক-উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের—"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৯) শ্লোকও আলোচ্য।

জড় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দর্শনে যে সকল বিচার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তদ্বিপরীত অপরোক্ষানুভূতির বিষয়বস্তু ব্রহ্মাণ্ডাতীত হইলেও বিরজা বা ব্রহ্মলোকস্থিত। অধোক্ষজ-বিচার পরব্যোমের বিষয়বস্তুকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এখানেই শ্রুতির গান আরম্ভ। শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত শ্রীস্বরূপ-রূপানুগধারায় যে বিচার প্রবাহিত তাহা 'কেবল' বা অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা। সেইজন্যই অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দ-তত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা অনর্থমুক্ত অত্যধিক সেবা-নিরত-হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই অপ্রাকৃত-বিচারে চিৎপ্রত্যক্ষ, চিৎপরোক্ষ, চিদপরোক্ষ ও চিন্ময়-অধোক্ষজতত্ত্ব ব্যক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

(ভাঃ ১।২।২১)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"আত্মনীতি ঈশ্বর ইত্যস্য বিশেষণং যদ্বা আত্মন্যেব মনস্যেব দৃষ্টে কিং পুনঃ সাক্ষাদ্দৃষ্টে সতীতি স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারাবুক্তৌ। সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরুপদাশ্রয়ঃ। ভজনেষু স্পৃহা ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ। নিষ্ঠা-রুচিরথাসক্তি-রতিঃ প্রেমাথদর্শনং হরের্মাধুর্য্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।

শ্রীভাগবতের ১১।২০।৩০ শ্লোকও অনুরূপই।

মুণ্ডকোপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥"

(মুঃ ২।২।৮)॥৪॥

শ্রুতিঃ—ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥৫॥

ইতি—কেনোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[যাহার ফলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যারূপ ভগবদুপাসনা কখন সম্পাদনীয়, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—ইহাবেদীদিত্যাদি] ইহ (এই মনুষ্য-শরীরে) [কেহ] চেৎ (যদি) অবেদীৎ (জানিতে পারে অর্থাৎ পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে) অথ (তবে) সত্যম্ অস্তি (সত্যতা অর্থাৎ জন্ম-সাফল্য বা পরমার্থ লাভ হইবেই, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই), ইহ (এই জন্মে) চেৎ ন অবেদীৎ (যদি না জানিতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনা না করে)

[তবে] মহতী (দীর্ঘ—অনন্তকাল ব্যাপিনী) বিনষ্টিঃ (বিনাশ অর্থাৎ জন্ম, জরা, মৃত্যুধারা প্রাপ্ত হইবে) [সেইজন্য এই ব্রহ্মতত্ত্বের বিষয় বিচার করিয়া] ধীরাঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ) ভূতেষু ভূতেষু (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থ-মধ্যে) বিচিন্ত্য (অন্তর্য্যামী পরমাত্ম-তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া আপ্রয়াণ ভগবৎ-স্মরণের ফলে) অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (প্রাকৃত অভিমানপূর্ণ এই সংসার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া), অমৃতা ভবন্তি (মুক্তিভাজন হন এবং পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) ॥৫॥

ইতি—কেনোপনিষদি দ্বিতীয়খণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ সকল প্রাণীই জন্ম-জরা-রোগ-মরণাদি ক্লেশে অভিভূত, ইহার মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞান, তাহার প্রতীকার একমাত্র ভগবদুপাসনা, মনুষ্য জন্মেই সেই উপাসনার যোগ্যতা বা অধিকার ; সেই জন্ম পাইয়া কেহ যদি ভগবৎ-সম্বন্ধ লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন করে, তবেই তাহার জীবনের সার্থকতা, তবেই দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে, নতুবা অনন্তকাল ধরিয়া কেবল অবিচ্ছিন্ন জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত থাকিতে হইবে। ধীরব্যক্তিগণ এইসকল তত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক পরতত্ত্বানুশীলনে রত থাকেন, তাহা হইলে প্রত্যেক জীবের মধ্যে অন্তর্য্যামিস্থত্রে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করিয়া ক্লেশবহুল অবিদ্যাকার্য্য ইহলোক হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মুক্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তি লাভ করেন ॥৫॥

ইতি—কেনোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অস্তু বিদ্যারূপং জ্ঞানং ভগবৎসাক্ষাৎকারফলকং; তৎ কদা সংপাদ্যমিত্যত আহ—ইহেতি। ইহ জ্ঞানযোগ্যব্রাহ্মণাদিদেহেহ-

বেদীচ্চেদ্‌ব্যজানাচ্চেৎ। অথ তর্হি সত্যং পূর্ব্বোক্তফলং সত্যমমৃতব্রহ্মাস্ত্যেব। তৎপ্রাপ্তৌ ন সংদেহ ইতি ভাবঃ। ইহ নাবেদীচ্চেত্তদা মহতী বিনষ্টির্হানির্ভবতি। অথ প্রতিবোধং বক্তি—ধীরা ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বিনষ্টি-বিবেকিনো ভূতেষু সর্ব্বভূতেষু স্থিতং ব্রহ্ম বিচিন্ত্যাপ্রয়াণং স্মৃত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রেত্যামৃতা ভবন্তীতি ॥৫॥

ইতি—কেনোপনিষদি দ্বিতীয়খণ্ডস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-কৃত প্রকাশিকাখ্য ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কষ্টঃ খলু সংসার-প্রবন্ধঃ, অজ্ঞানমূলত্বাৎ, তন্নিবৃত্তিশ্চ ব্রহ্মোপসনয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভাৎ ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ দুর্লভমেব ইতি নৈরাশ্য-ভঙ্গায়োচ্যতে—ইহ চেদবেদীদিত্যাদি চেৎ যদি ইহ অস্মিন্ মনুষ্য-জন্মনি বা যোগ্যে ব্রাহ্মণাদি জন্মনি অবেদীৎ বিদিতবান্ অথ তদা অস্তি সত্যং পূর্ব্বোক্তফলং ব্রহ্ম অস্ত্যেব তৎপ্রাপ্তৌ সন্দেহো নাস্তি, ন চেদিহ জীবংশ্চেদধিকৃতো ন অবেদীৎ দুর্লভং জ্ঞানাধিকৃতং মনুষ্যজন্ম লব্ধ্বাপি যদি তত্ত্বজ্ঞানং নার্জ্জয়েৎ তর্হি মহতী দীর্ঘা অনন্তা, বিনষ্টিঃ বিনাশঃ জন্মমরণাদি-প্রবন্ধাবিচ্ছেদলক্ষণা সংসারগতিঃ স্যাদস্ত্যেব অতো ধীরা ধীমন্তঃ জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্গুণদোষৌ বিচারয়ন্তঃ ভূতেষু ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু প্রাণিবর্গেষু অন্তর্য্যামিরূপেণ অবস্থিতমেকমেব পরমাত্ম-তত্ত্বমিতি যাবৎ, বিচিত্য অন্বিষ্য বুদ্ধ্বেত্যর্থঃ পরমেশ্বর-সেবাং বিধায় অস্মাৎ লোকাৎ ক্লেশময়াৎ জড়জগতঃ প্রেত্য ব্যাবৃত্য প্রাকৃতো অহংমমভাবলক্ষণাদবিদ্যাময়াৎ লোকাদুপরম্য অমৃতা ভবন্তি সর্ব্বত্র পরমাত্ম-দর্শনেন পরমাং শান্তিং লভন্তে ॥৫॥

ইতি—কেনোপনিষদি দ্বিতীয়খণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে তলবকার এই প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—

মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। সুতরাং এই সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্তির পর এই জন্মেই যাহাতে ভগবৎকৃপায় হরিভজন করিতে করিতে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভজনের ফলে তত্ত্বজ্ঞানলাভই জীবনের সার্থকতা। যদি কোন ব্যক্তি ভগবদ্-ভজনোপযোগী মানব শরীর লাভ করিয়াও হরিভজনে মনোনিবেশ না করে তাহা হইলে তাহাকে অশেষ যন্ত্রণাময় সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হইবে। সেইজন্যই শ্রুতির উপদেশ এই যে, মানবজীবনে হরিভজন না করিলে যে অধোগতি হয়, তাহা বিচার-পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ মানব ইহ জন্মেই ভগবদুপাসনার আশ্রয়ে সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ভগবদভি-নিবিষ্ট হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি অমৃতস্বরূপ পর-ব্রহ্মকে লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥" (ভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ বহু জন্মের পর জগতে সুদুর্লভ, পরমার্থপ্রদ এই অনিত্য মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া নিরন্তর মরণশীল দেহের পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুদ্ধিমান্ পুরুষ কালবিলম্ব না করিয়া পরম মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন। বিষয়ভোগ সর্ব্বত্র অর্থাৎ পশ্বাদি জন্মেও কর্ম্মফলে লাভ হইবে, কিন্তু মানবেতর দেহে পরমার্থলাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ৯৩ অঃ)

মানবজীবনের দুর্ল্লভতা সম্বন্ধে আরও পাই,—

"দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।"

(ভাঃ ১১।২।২৯)

কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দান্ যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥" (কঠ ১।২।২)

ভগবদ্-জিজ্ঞাসাই যে মানব জীবনের মুখ্য-প্রয়োজন, সে-বিষয়েও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥"

(ভাঃ ১।২।৯-১০) ॥৫॥

ইতি—কেনোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

কেনোপনিষৎ

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—হ (প্রসিদ্ধি আছে) [এককালে] ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) দেবেভ্যঃ (দেবতাদের নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বল পোষণকরতঃ) বিজিগ্যে (দৈত্যদিগকে জয় করিয়াছিলেন), [অথ—দৈত্য-বিজয়ের পর] তস্য ব্রহ্মণঃ (দেবতাদের মধ্যে আবিষ্ট ব্রহ্মের) বিজয়ে [সতি] (বিজয় সাধিত হইলে অর্থাৎ আবিষ্ট ব্রহ্ম কর্ত্তৃক দৈত্যবিজয় সাধিত হইলে পর) দেবাঃ (অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ) অমহীয়ন্ত (নিজেদের মহিমা-বোধে গর্ব্বিত হইয়াছিলেন), [ব্রহ্মের জয়ে দেবতাদের গর্ব্ব হইল কেন ? উত্তর—] হ (আশ্চর্য্যের বিষয়) তে (দেবগণ) ঐক্ষন্ত (বিচার করিলেন) অস্মাকম্ এব (আমাদিগেরই) অয়ং (এই) বিজয়ঃ (দৈত্য-বিজয়, আমরাই দৈত্যদিগকে জয় করিয়াছি) অয়ং মহিমা (এই উৎকর্ষ) অস্মাকম্ এব ইতি (সুতরাং এই মহত্ত্ব আমাদিগেরই) [কিন্তু তাঁহারা বুঝেন নাই যে, তাঁহাদের মধ্যে অবস্থিত অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের অধীশ্বর, জগতের স্থিতি-রক্ষার অভিপ্রায়ে

স্থিতি-ভঙ্গকারীদের ধ্বংস করিয়া থাকেন, অচিন্ত্য শক্তিমান্ তাঁহারই কর্ত্তৃক এই অসুর-বিজয়, তাঁহারই এই মহিমা।] ॥১॥

অনুবাদ—যদি পূর্ব্ব শ্রুতি-অনুসারে ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতই হন, তবে তিনি অসৎ, অসতের উপাসনা নিরর্থক, এই ভ্রম-নিরাসের নিমিত্ত একটি আখ্যায়িকা উপন্যস্ত হইতেছে—এককালে দৈত্যগণের সহিত দেবতাদিগের সংগ্রাম হয়, তাহাতে দেবগণ পরমেশ্বরের কৃপায় শক্তিযুক্ত হইয়া দৈত্যদিগকে জয় করিলেন কিন্তু সে জয় তাঁহাদের নিজ কর্ত্তৃক কৃত নহে, তাঁহারা নিমিত্তমাত্র। অন্তর্য্যামী পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই সেই জয়, তিনি দেবতাদিগকে সেই জয় ও জয়ের ফল দান করিলেন। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বিজয়লাভে দেবতারা কিন্তু গর্ব্ববোধ করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিলেন, আমরাই এই জয় করিয়াছি, এই উৎকর্ষ আমাদেরই। কিন্তু পরোক্ষভাবে ঈশ্বরই যে তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া শক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক দৈত্য-বিজয় করিয়াছেন, ঈশ্বরই নিজে ধর্ম্মসেতু-ভঙ্গকারী, জগতের শত্রুদিগকে নাশ করিয়া তাহার ফল দেবতাদিগকে দিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন না ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অত্যদ্ভুতত্বাৎ সাকল্যেন ন জ্ঞেয়মিতি প্রতিপাদিতেঽর্থে কাংচনাখ্যায়িকাং বক্তি—

"ব্রহ্ম......অমহীয়ন্ত......। ত.........মহিমেতি"

দেবানাং দৈত্যদানবৈর্যুদ্ধে প্রস্তুতে সতি ব্রহ্ম দেবানাবিশ্য দেবেভ্যো দেবানামর্থে দৈত্যাদীন্বিজিগ্যে ব্যজয়ত। হেতি নিশ্চিতমেতদিত্যর্থঃ। অথ বিজয়ানন্তরং তস্য দেবেষ্বাবিষ্টস্য ব্রহ্মণো বিজয়ে সতি দেবা অমহীয়ন্তাপূজ্যন্ত। মহীঙ্ পূজায়াম্। কণ্ড্বাদিভ্যো যগিতি যক্প্রত্যয়ঃ। গর্ব্বিণোঽভবন্নিতি ভাবঃ। হেত্যাশ্চর্য্যে। ব্রহ্মণো বিজয়ে কুতো দেবানাং

গর্ব ইত্যেতদেব ব্যনক্তি—ত ইতি। দেবা অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেত্যৈক্ষন্ত ব্যজানন্ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অবিজ্ঞাতং ব্রহ্মাসদেব ইতি ব্যামোহো মাভূৎ ইতি আখ্যায়িকেয়মারভ্যতে—ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে ইত্যাদিনা। পুরা দেবাসুর-সংগ্রামে পরমেশ্বর-শক্ত্যাবিষ্টাঃ সন্তঃ দেবা দৈত্যান্ বিজিতবন্তস্তেন তেষাং গর্ব্বোঽভূৎ ব্রহ্মাবিজ্ঞানাত্তেষাময়মভিমানঃ, বস্তুতস্তু পরমেশ্বরশক্ত্যৈব তেষামিয়ং শক্তিরিত্যাখ্যায়িকয়োচ্যতে ব্রহ্ম হ কিল দেবেভ্যঃ দেব-প্রয়োজনায় বিজিগ্যে জয়ং প্রাপৎ। জগতোঽরাতীন্ ঈশ্বর-নির্ম্মিত-ধর্ম্মসেতু-ভেত্তৄন্ দৈত্যান্ জিত্বা পরমেশ্বরো দেবেভ্যোজয়ং প্রাযচ্ছৎ—পরং তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে ব্রহ্মকর্তৃকে এব দৈত্যবিজয়ে দেবা অগ্ন্যাদয়োঽমহীয়ন্ত মহিমানং লেভিরে স্বকর্তৃকমেব বিজয়ং মন্যমানাঃ গর্ব্বমন্বভবন্, কিন্তু ঈশ্বরস্য জগতঃ স্থিতিং চিকীর্ষোরয়ং মহিমেত্যজানন্তস্তে দেবা ঐক্ষন্ত অভিমানং পুপুষুর্যৎ অয়ং বিজয়োঽস্মাকমেবাস্মৎ কর্তৃক এব, অয়ং মহিমা জয়ফলভূতোঽগ্নীন্দ্রত্বাদিরুৎকর্ষোঽস্মভূয়তে নাস্মৎপ্রত্যগাত্মনা ঈশ্বরেণ কৃত ইতি ॥১॥

তত্ত্বকণা—প্রথম প্রকরণে পরব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য উঁহার শক্তির সাংকেতিক ভাষায় বিভিন্ন প্রকারে দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকরণে ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিলক্ষণতা বুঝাইবার নিমিত্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা এই যে, প্রথম প্রকরণে বর্ণিত বিষয় দ্বারা আপাততঃ ব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপজ্ঞান হয়, তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ নহে। উহা কেবল ব্রহ্মের মহিমার অংশমাত্র। জীবাত্মা, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি তথা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সকলই ব্রহ্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রেরিত এবং শক্তিযুক্ত হইয়া কার্য্যক্ষমতা লাভ করে। অতএব তৃতীয় প্রকরণে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

যে কেহ প্রাণী বা যে কোন পদার্থ শক্তিযুক্ত, সুন্দর ও প্রিয় প্রতীত হয় এবং উহাদের জীবনের যে সফলতা দেখা যায়, সে সকলই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের এক অংশের মহিমা।

যেমন শ্রীগীতাতে পাওয়া যায়,—

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥" (গীঃ ১০।৪১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেঽংশকঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৬।৪০)

আর একটি কথা—জগতে দেখা যায় যে—যাহা আছে, তাহা প্রমাণ দ্বারা বিদিতই হয়, কিন্তু যাহা নাই, তাহাই অবিদিত, যেমন আকাশ-কুসুমাদি। সুতরাং পূর্ব্বে ২।৩ মন্ত্রে যে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম অবিদিত, তাহা হইলে ব্রহ্মও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাভূত হইয়া পড়ে। মন্দবুদ্ধি লোকদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইতে প্যারে ভাবিয়াই শ্রুতি এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ভ্রম অপনোদন করিবার নিমিত্তই ব্রহ্মের সত্তা-নিরূপণ-বিষয়ক একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর শক্তি ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্য করিবার শক্তি নাই। ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই বলিতেছেন যে, কোন একসময়ে ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতাদিগের হিতার্থে ধর্ম্মসেতুরক্ষার্থে অসুরগণকে পরাজিত করিলেন কিন্তু দেবগণ বিষ্ণুকৃত সেই জয়কে নিজেদের জয় মনে করিয়া আপনাদিগকে বিজয়ী বলিয়া নিজেরা মহিমান্বিতবোধে গর্ব্বিত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ।
তমজ্ঞায় জনো হেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ম্॥
যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ!॥
পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ॥"

(ভাঃ ৬।১২।৯-১১)॥১॥

শ্রুতিঃ—তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ, তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব, তন্ন ব্যজানত, কিমিদং যক্ষমিতি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—তৎ (পরব্রহ্ম) হ (অবশ্য) এষাং (এইরূপ মিথ্যাভিমানী দেবতাদিগের) [অভিমানের বিষয়] বিজজ্ঞৌ (জানিলেন) [দেবতাদিগের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তাঁহাদের মিথ্যাভিমান নিবৃত্তির জন্য তিনি] তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব (দেবতাদিগের সম্মুখে নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে এক বিস্ময়জনক রূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন) [কিন্তু] তৎ ন ব্যজানত (দেবতারা সেই যক্ষ রূপধারী প্রাদুর্ভূত পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন না) ইদং (সম্মুখে অবস্থিত ইহা) কিম্ (কি ?) [তাঁহারা ভাবিলেন, এ আবার কি ?] যক্ষম্ ইতি (ইহা কি একটি পূজনীয় মহৎ প্রাণী ?) ॥২॥

অনুবাদ—পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণু দেবতাদিগের সেই অজ্ঞতা বুঝিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তাঁহাদের সেই মিথ্যা অভিমান দূরীকরণার্থ স্বীয় অচিন্ত্য-প্রভাবে এক অদ্ভুত প্রাণিরূপে তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, এই পূজ্য মহান্ প্রাণীটি কে ? ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—"তদ্ধৈষাং............যক্ষমিতি"

এষাং দেবানাং তদাসুরাবেশকৃতেশ্বরাজ্ঞাননিমিত্তমহংকারাদিকং [বি] জজ্ঞৌ ব্যজানাদ্ ব্রহ্মেত্যনুষঙ্গঃ। তেভ্যো দেবেভ্যোঽর্থে দেবানাং স্বাত্মতত্ত্ববোধায় যক্ষরূপতয়া প্রাদুর্বভূব ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদ্যক্ষরূপং ব্রহ্মেদং কিমিতি ন ব্যজানত ন ব্যজানন্ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তদ্ধ হ কিল এষাং মিথ্যাভিমানেন ঈক্ষণবতাং দেবানাং তৎ ঈক্ষণং ব্রহ্ম কর্ত্তৃ বিজজ্ঞৌ জ্ঞাতবৎ, তস্য সর্ব্বেক্ষিতৃত্বাৎ সর্ব্বকরণ-প্রযোক্তৃত্বাৎ দেবানাং মিথ্যাদর্শনবোধোঽভূৎ। ততঃ পরম-কারুণিকো ধর্ম্মপক্ষপাতী শ্রীহরিস্তেষাং মোহবিনাশায় তেভ্যো দেবে-ভ্যোঽর্থায়েত্যর্থঃ কেনচিৎ বিস্ময়জনকেন অচিন্ত্য-স্বযোগপ্রভাবো-দ্ভাবিতেন রূপেণ তেষামগ্রতঃ প্রাদুর্বভূব। দেবাস্তন্ন ব্যজানত কিন্তু দেবাস্তৎ প্রাদুর্ভূতং কিমিদমিতি বিশেষরূপেণ ন জ্ঞাতবন্তঃ, তেষাং পরিচ্ছিন্নজ্ঞানত্বাৎ। কিমিদং ইদং দৃশ্যমানং যক্ষং যক্ষরূপং বস্তু কিং কিংজাতীয়ম্ অপূর্ব্বমিদং দৃশ্যতে কিং বস্তু ভবেদিতি তেষাং বিতর্কঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণু দেবতাদিগের সেই অজ্ঞতা ও অহঙ্কার বুঝিতে পারিলেন, এবং ধর্ম্মসেতু পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ দেবগণের সেই মোহ বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের কল্যাণের নিমিত্ত উহাদের দর্প চূর্ণ করিবার মানসে উহাদের সম্মুখে এক দিব্য যক্ষমূর্ত্তিতে (অদ্ভুত প্রাণিরূপে) প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবতারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই অত্যন্ত বিশালরূপকে দেখিয়া বিচার করিতে লাগিলেন যে, এই দিব্য মূর্ত্তি যক্ষ কে ? তাঁহারা পরস্পর বিতর্ক করিয়াও এই পূজ্য মহদ্ভূত পুরুষ কে ? তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যদিও দেবতারা পূজ্যস্বরূপ বলিয়া অনুমান করিলেন তথাপি চিনিতে পারিলেন না। শ্রুতি এস্থলে 'যক্ষ' শব্দটিকে পূজ্য অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না, ইহাই প্রদর্শিত হইল। এতদ্ব্যতীত দেবগণের প্রতি কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই যে শ্রীভগবানের এতাদৃশী লীলা, তাহাও বুঝা যাইতেছে। শ্রীভগবান্ বিচার করিলেন যে, দেবগণের যেরূপ অভিমান হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের পতন অনিবার্য্য। সুতরাং দেবগণের পতন শ্রীভগবানের অভিপ্রেত নহে বলিয়াই তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই দিব্য যক্ষরূপে প্রকট হইলেন ॥২॥

শ্রুতিঃ—তেঽগ্নিমব্রুবন্—জাতবেদ এতদ্বিজানীহি,
কিমেতদ্ যক্ষমিতি, তথেতি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—তে (দেবতাগণ) অগ্নিম্ (অগ্নিকে) অব্রুবন্ (বলিলেন, তথ্য জানিবার জন্য নির্দ্দেশ করিলেন) জাতবেদঃ (ওহে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি!) এতদ্ (এইটি কে ?) বিজানীহি (বিশেষরূপে জান) কিম্ এতৎ যক্ষম্ (ইহা পূজনীয় কোন্ প্রাণী ?) ইতি (এই আদেশ করিলেন) তথা ইতি (অগ্নি 'তথাস্তু' বলিলেন) ॥৩॥

অনুবাদ—দেবতারা অগ্নিকে বলিলেন, "ওহে অগ্নে! আমাদিগের সম্মুখস্থ ঐ পূজনীয় পুরুষটি কে ? তুমি তাহা বিশেষরূপে জানিয়া আইস।" তখন অগ্নি বলিলেন—"তাহাই হউক" ॥৩॥

তত্ত্বকণা—দেবতাগণ এই অতি বিচিত্র মহাকায় দিব্য যক্ষকে দেখিয়া মনে মনে সম্ভ্রম পূর্ব্বক উঁহার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্নিদেবতা পরম তেজস্বী, বেদার্থের জ্ঞাতা, সমস্ত জাতপদার্থের তত্ত্ব জানেন এবং সর্ব্বজ্ঞ। এইজন্য উঁহার গৌরবযুক্ত নাম—জাতবেদা। দেবতাগণ এই কার্য্যের জন্য অগ্নিকেই উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে জাতবেদা! তুমি গিয়া

যক্ষের পূর্ণ পরিচয় জ্ঞাত হও যে, ঐ দিব্য মূর্ত্তি কে? অগ্নিদেবতারও নিজের বুদ্ধিশক্তির গর্ব্ব ছিল সুতরাং তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমিই গিয়া পরিচয় লইয়া আসি ॥৩॥

শ্রুতিঃ—তদভ্যদ্রবৎ—তমভ্যবদৎ কোঽসীতি ; অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্‌জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[অগ্নি] তদ্ (সেই যক্ষরূপী ব্রহ্মের দিকে) অভ্যদ্রবৎ (দৌড়াইয়া গেলেন) [তখন যক্ষ] তম্ (অগ্নিকে) অভ্যবদৎ (তুষ্ণীভূত দেখিয়া বলিলেন), কঃ অসি ইতি (তুমি কে? এই কথা) [অগ্নি] অব্রবীৎ (বলিলেন) অগ্নি র্বৈ অহম্ অস্মি (আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ আছি) ইতি (অগ্নি কে? এই জিজ্ঞাসু ব্রহ্মকে অগ্নি বলিলেন) জাতবেদাঃ বৈ অহম্ অস্মি (জানেন না আমি জাতবেদা—সর্ব্বজ্ঞ) [এই ভাবে অগ্নি আত্মশ্লাঘা করিলেন] ॥৪॥

অনুবাদ—অগ্নি সেই পূজনীয় যক্ষ—ব্রহ্মের সমীপে গমন করিলেন। কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন ঐ পুরুষ অগ্নিকে বলিলেন—"তুমি কে?" অগ্নি উত্তর করিলেন—"আমি অগ্নি-নামে প্রসিদ্ধ, আমি জাতবেদা নামেও বিখ্যাত" ॥৪॥

শ্রুতিঃ—তস্মিꣳস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি ; অপীদꣳ-সর্ব্বং দহেয়ং, যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[যক্ষম্ অবদৎ—যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন] তস্মিন্ ত্বয়ি (তাদৃশ গুণ ও নামবিশিষ্টরূপে প্রসিদ্ধ তোমাতে) কিং বীর্য্যং? (কি ক্ষমতা আছে?) ইতি (এই কথা) [সোঽব্রবীৎ—অগ্নি উত্তর করিলেন] যৎ ইদং পৃথিব্যাম্ যদ্ ইদং সর্ব্বং অপি (যাহা কিছু এই পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে আছে, সেই সমস্তই) দহেয়ম্ (দগ্ধ করিতে পারি) ॥৫॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু বলিলেন—তাদৃশ প্রসিদ্ধ গুণ-নামযুক্ত তোমাতে কি শক্তি আছে? অগ্নি উত্তর করিলেন—"পৃথিবীতে—এমন কি, অন্তরীক্ষে এইযে কিছু আছে, আমি সে সমুদয় দগ্ধ করিতে পারি ॥৫॥

শ্রুতিঃ—তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্ দহেতি।
তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন, তন্ন শশাক
দগ্ধুম্, স তত এব নিববৃতে—
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[তাহা শুনিয়া সেই শ্রীবিষ্ণু] তস্মৈ (অগ্নিকে—অগ্নির নিকটে) তৃণং (একটি তৃণ) নিদধৌ (স্থাপন করিলেন) [বলিলেন] এতৎ (এই তৃণটি) দহ ইতি (দগ্ধ কর, এই কথা) [এই কথা বলিলে, অগ্নি] তৎ (সেই তৃণ-সমীপে) সর্ব্বজবেন (সর্ব্ববেগে, যত বেগ তাঁহার আছে, সেইসব বেগ লইয়া) উপপ্রেয়ায় (উপস্থিত হইলেন, তৃণ-সমীপে গেলেন), [কিন্তু] তৎ (সেই তৃণকে) দগ্ধুং (দগ্ধ করিতে) ন শশাক (সমর্থ হইলেন না), সঃ (সেই অগ্নি) তত এব (সেই যক্ষ-সমীপ হইতে) নিববৃতে (ফিরিয়া আসিলেন, লজ্জায় নির্বাক্ হইয়া দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং বলিলেন) এতৎ ন বিজ্ঞাতুং অশকম্ (ইঁহাকে জানিতে পারিলাম না) এতৎ যক্ষম্ (এই যক্ষ) যদ্ (যে—তাহা বিশেষভাবে জানিতে সমর্থ হইলাম না) ॥৬॥

অনুবাদ—"ইহা দগ্ধ কর" এই বলিয়া পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি উৎসাহের সহিত তৃণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সমুদায় শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন অগ্নি সেই যক্ষরূপী শ্রীবিষ্ণুর

নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিলেন,—"এই পূজনীয় পুরুষটি কে?—তাহা আমি জানিতে পারিলাম না" ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ব্রহ্মণো বিজয়ে কুতো দেবানাং গর্ব্ব ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তদজ্ঞানাদিতি, সর্ব্বে বলাধায়কস্য পরমেশ্বরস্য সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদন-শক্তিমনভিজ্ঞায় স্বশক্তেরভিমানং কুর্ব্বন্তি, কিন্তু অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরঃ সর্ব্বং জীবাভিপ্রায়ং জানাতি, করুণয়া স্বস্বরূপং বলাভিমানিভ্যঃ প্রকাশয়তি ইত্যাহ—তদ্ধ—হ আশ্চর্য্যে, তদ্ ব্রহ্ম এষাং দেবানাং তদ্ অহঙ্কারা-দিকং বিজজ্ঞৌ বিশেষেণ জ্ঞাতবান্ যথা এতে মম শক্তিমবুদ্ধা স্বশক্তি-মেবাভিমন্যমানাঃ গর্ব্বিণোঽভবন্ অত এষাং প্রবোধনং যুক্তমিতি মত্বা তেভ্যো হ, হ—প্রসিদ্ধৌ আশ্চর্য্যে বা তেভ্যঃ দেবেভ্যোঽর্থে স্বাত্মতত্ত্ব-বোধনায় প্রাদুর্বভূব যক্ষরূপেণ আবিরভূৎ, তদ্দৃষ্ট্বা দেবা তৎ যক্ষরূপং ব্রহ্ম ন ব্যজানত বিশেষেণ ন জ্ঞাতবন্তঃ, কিমেতদিতি ভূতম্ যদে-তদাবির্ভূতমস্মৎসমীপে এতৎ কিংস্বরূপম্ কিমিদং পূজ্যং মহদ্-ভূতমিতি। অথ তে দেবাঃ ভীতাঃ তদ্বিজিজ্ঞাসয়া প্রথমং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ তৎস্বরূপং জ্ঞাতুমগ্নিং নিযুক্তবন্তঃ, তে অগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদঃ! জাতং সর্ব্বং বেত্তীতি বিদেরসিঃ, তৎসংবোধনে। এতৎস্বরূপজ্ঞানং ত্বয়ৈব সম্ভবি, ত্বম্ এতদ্ বিজানীহি এতদস্মদ্গোচরস্থং যক্ষং বিশেষেণ স্বরূপেণ বুধ্যস্ব। তথাস্ত্বিতি উক্ত্বা আদিষ্টোঽগ্নিঃ তদ্‌যক্ষমভ্যদ্রবৎ তৎপ্রতি তৎক্ষণাৎ স্বরূপজ্ঞানায় অধাবৎ। স্বরূপজিজ্ঞাসয়া উপস্থিতমগ্নিম্ অপ্রগল্‌ভত্বাৎ তূষ্ণীভূতং, তৎ যক্ষম্ অভ্যবদৎ পৃষ্টবান্ কোঽসি কতমো-ভবসি ইতি, এবং জিজ্ঞাসা জীবং প্রতি ভবতি 'অরে জানাসি ত্বং ক ইতি', অথ তস্য তত্ত্বোপদেশো ভবতি তেনায়ং যক্ষপ্রশ্নঃ। এবং ব্রহ্মণা-পৃষ্টোঽগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীৎ নামরূপাভিমানাৎ অহমগ্নিঃ সর্ব্বান্ দেবান্ হবির্নয়ামি, যজমানং স্বর্গং নয়ামি ইত্যগ্নিনামধেয়োঽহমিতি প্রত্যুত্তরী

চকার। জাতবেদা বা অহমস্মীতি সর্ব্বেষাং স্বরূপং জানামীতি কৃত্বা মে জাতবেদ ইতি চ মে নাম। ইতি প্রসিদ্ধ নামদ্বয়েন শ্লাঘমান উবাচ। এবমুক্তবন্তমগ্নিং যক্ষরূপম্ ব্রহ্মাবোচৎ তস্মিন্ তাদৃশে প্রসিদ্ধ-গুণনামবতি ত্বয়ি কিং বীর্য্যং সামর্থ্যমস্তি যেনৈবং বিকত্থনে, এবং পৃষ্টোঽগ্নিঃ সগৌরবমুবাচ অলৌকিকং মে বীর্য্যম্ অহম্ ইদং পরিদৃশ্যমানং যদিদং স্থাবরাদি পৃথিব্যামস্তি, পৃথিবীপদমন্তরিক্ষস্যাপ্যুপলক্ষকম্। সর্ব্বং নিঃশেষং দহেয়ম্ ভস্মীকুর্য্যাম্ ইতি সম্ভাবনয়া উক্তবান্। এতৎ-সোৎপ্রাসং বাক্যং শ্রুত্বা তদ্বীর্য্যং স্বতোঽতিতুচ্ছমিতি বোধয়িতুং যক্ষেণোক্তং অস্তু সর্ব্বজগদ্দহনম্, এতৎ অসারং তৃণং তাবৎ স্বশক্ত্যা-দহেত্যুক্ত্বা একং তৃণম্ তৎসমীপে নিদধৌ স্থাপিতবান্। এতত্তৃণমাত্রং দহ তথা সতি তে স্বাধীনং বীর্য্যং জানামি নচেৎ ত্যজ দগ্ধৃত্বাভিমান-মিত্যভিপ্রায়ঃ। এতদ্ যক্ষবাক্যং শ্রুত্বা সাবলীলমগ্নিস্তৃণং দগ্ধুং সর্ব্বজবেন সর্ব্বোৎসাহেন বেগেন তৃণসমীপং গতঃ, তৎ তৃণং দগ্ধুং ন শশাক, স্বাধীনবীর্য্যাভাবাৎ, তৃণমপি দগ্ধুমসমর্থো ব্রীড়িতো হতপ্রতিজ্ঞ-স্তূষ্ণীং দেবান্ প্রত্যাজগাম, আগত্য চ উবাচ নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষম্ এতদ্ যক্ষং পূজ্যং মহদ্‌ভূতং যদ্ যৎস্বরূপং যাদৃগ্‌গুণো-পেতং তদ্ বেত্তুং নাহং সমর্থ ইতি দেবান্ প্রত্যুবাচ চ ॥৩-৬॥

তত্ত্বকণা—দেবতারা ভাবিলেন—এই অকস্মাদ্ আবির্ভূত পূজ্য প্রাণীটি কে? অতএব ইঁহার তত্ত্ব জানিতে হইবে। কৌতূহলবশতঃ তাঁহারা অগ্নিকেই প্রথমে যক্ষসমীপে পাঠাইলেন, কেননা অগ্নি জাতবেদা সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব জানে—এইজন্য অগ্নিকে বলিলেন—ওহে জাতবেদঃ! দেখ দেখি এই মহৎ পূজ্য প্রাণীটি কে? তাহা শুনিয়া অগ্নি নির্ব্বিচারে সগর্ব্বে 'তথাস্তু' বলিয়া সেই যক্ষরূপধারী ব্রহ্মের নিকট ধাবিত হইলেন। এই জিজ্ঞাসা লইয়া উপস্থিত কিন্তু প্রগল্‌ভতার অভাবে নির্ব্বাক্ অগ্নিকে যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? ব্রহ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ

জিজ্ঞাসিত হইয়া অগ্নি সগর্ব্বে পরিচয় দিলেন—আমি অগ্নি, যজ্ঞে যজমান প্রদত্ত হবিঃ আমি বহন করিয়া থাকি, যজমানকে স্বর্গে লইয়া গিয়া থাকি, আমার নাম জাতবেদাঃ। যখন অগ্নি এইভাবে আত্মশ্লাঘা করিলেন তখন যক্ষ তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যখন এত গুণবান্ এবং এইরূপ প্রসিদ্ধ নামধারী, তখন তুমি বিশেষ বীর্য্যশালী, সেই বীর্য্য কি বল? সগর্ব্বে অগ্নি উত্তর করিলেন, এই পৃথিবীতে ও দ্যুলোকে যাহা কিছু আছে—আমি সমস্তই ভস্মসাৎ করিতে পারি। এইরূপ অহঙ্কারী অগ্নির নিকট তখন যক্ষ একটি অসার তৃণ নিক্ষেপ করিলেন, উদ্দেশ্য জগৎকে দগ্ধ করা দূরে থাকুক, তুমি নিজ শক্তিতে এই তৃণটিকে দগ্ধ কর, যদি তাহা না পার তবে দহন করিবার ক্ষমতার অভিমান ত্যাগ কর। ইহাতে অপমান বোধ করিয়া অগ্নি অবহেলায় সর্ব্বোৎসাহ সহকৃত-বেগে তৃণটিকে দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দগ্ধ করিতে পারিলেন না। লজ্জায় অধোমুখ হইয়া যক্ষের নিকট হইতে নির্ব্বাক্‌ভাবে দেবতাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন—এই যক্ষ যে কে? তাহা আমি জানিতে পারিলাম না ॥৪-৬॥

শ্রুতিঃ—অথ বায়ুমব্রুবন্—বায়বেতদ্ বিজানীহি,
কিমেতদ্ যক্ষমিতি, তথেতি ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ (অগ্নির অকৃতকার্য্যভাবে ফিরিয়া আসিবার পর) তে (দেবতাগণ) বায়ুম্ অব্রুবন্ (বায়ুকে বলিলেন) বায়ো! এতদ্ বিজানীহি (ওহে বায়ু! ইঁহাকে জানতো) কিম্ এতদ্ যক্ষম্ ইতি (এই মহৎ পূজ্য পুরুষটি কে?) তথেতি (বায়ু বলিলেন—তাহাই হউক) ॥৭॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগণ বায়ুকে বলিলেন,—'হে বায়ু! তুমি এই পূজনীয় পুরুষটি কে ? জানিয়া আইস।' বায়ু বলিলেন—'তাহাই হউক' ॥৭॥

শ্রুতিঃ—তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি, বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—তৎ অভ্যদ্রবৎ (বায়ু সেই যক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন) তম্ অভ্যবদৎ (অপ্রগল্ভ বায়ুকে যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন) কঃ অসি ইতি (তুমি কে ?) বায়ুঃ বা [বৈ] অহম্ অস্মি ইতি অব্রবীদ্ (বায়ু বলিলেন—জানেন না আমি বায়ু নামে প্রসিদ্ধ, আমি সর্ব্বত্র গমন করি ও সকলকে রুদ্ধ করিতে পারি, এজন্য আমার নাম বায়ু) [ইহাতেও যক্ষকে অবিস্মিত দেখিয়া বায়ু বলিলেন] মাতরিশ্বা বা [বৈ] অহম্ অস্মি ইতি (আমার আর একটি নাম মাতরিশ্বা অর্থাৎ শূন্য স্থানে—অন্তরীক্ষে আমি স্ফীত—প্রবলগতি হই, এজন্য আমি মাতরিশ্বা নামেও অভিহিত ।৮।

অনুবাদ—বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনি বায়ুকে বলিলেন,—'তুমি কে ?' বায়ু বলিলেন,—'আমি বায়ু নামে প্রসিদ্ধ, শূন্যস্থানে প্রবলগতির জন্য মাতরিশ্বা বলিয়াও বিখ্যাত ।৮।

শ্রুতিঃ—তস্মিঁস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্ ইতি ? অপীদঁ সর্ব্বমাদদীয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[যখন বায়ু এইরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন তখন ব্রহ্ম তাঁহার শক্তির তুচ্ছতা দেখাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন] তস্মিন্ ত্বয়ি [তাদৃশ গুণবান্ প্রসিদ্ধনামধারী তোমাতে] কিংবীর্য্যম্ (কি সামর্থ্য আছে ?) ইতি (এই কথা)

[তিনি জিজ্ঞাসা করিলে বায়ু উত্তর করিলেন] অপি ইদং সর্ব্বমাদদীয়ম্ (আমি এই সমস্ত বস্তুকেই উড়াইতে পারি, লইতে পারি) যদিদং পৃথিব্যাম্ ইতি (পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়) ॥৯॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু বলিলেন—"তাদৃশ-গুণ-নামযুক্ত তোমাতে কি সামর্থ্য আছে?" বায়ু বলিলেন,—"পৃথিবীতে এই যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমস্তই গ্রহণ করিতে পারি" ॥৯॥

শ্রুতিঃ—তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি।
তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্,
স তত এব নিববৃতে,
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[যক্ষ] তস্মৈ (এইরূপ আত্মশ্লাঘাকারী বায়ুর উদ্দেশ্যে) তৃণং নিদধৌ (যক্ষরূপী বিষ্ণু একটি তৃণ স্থাপন করিলেন) [এবং বলিলেন] এতৎ আদৎস্ব (ইহা গ্রহণ কর, ইহাকে উড়াইয়া লও) ইতি (এই কথা শুনিয়া) তদ্ (সেই তৃণ-সমীপে) উপপ্রেয়ায় (বায়ু অগ্রসর হইলেন) সর্ব্বজবেন (উৎসাহসহকৃত সর্ব্ববেগে) তৎ (সেই তৃণটি) আদাতুম্ (গ্রহণ করিতে) ন শশাক (সমর্থ হইলেন না) সঃ (সেই বায়ু) তত এব (যক্ষের নিকট হইতে) নিববৃতে (ফিরিয়া গেলেন, অগ্নির মত লজ্জিত হইয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে দেবতাদের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন) এতদ্ ন বিজ্ঞাতুম্ অশকং (এই পূজনীয় স্বরূপকে জানিতে পারিলাম না) যদ্ এতৎ যক্ষম্ ইতি (এই যক্ষস্বরূপ যে কে? ইহা) ॥১০॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু ঐ বায়ুর সমীপে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন,—"এইটি তুলিয়া লও।" বায়ু উৎসাহের সহিত তৃণ-সমীপে

গমন করিলেন এবং সমুদয় বল প্রয়োগ করিয়াও ঐ তৃণটিকে তুলিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন এবং দেবগণের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"ঐ বরণীয় পুরুষ কে ?" তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তে দেবা অগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্ যক্ষং কিমিতি বিজানীহীতি তথেত্যুক্তা ॥৩॥

তদভ্যদ্রবৎ............অহমস্মীতি ॥৪॥

তস্মিং‌্‌স্‌...............পৃথিব্যামিতি ॥৫॥

তস্মৈ..................যদেতদ্যক্ষমিতি ॥৬॥

অথ..................তথেতি ॥৭॥

তদভ্যদ্রবৎ............অহমস্মীতি ॥৮॥

তস্মিং‌্‌স্‌...............পৃথিব্যামিতি ॥৯॥

তস্মৈ..................যদেতদ্যক্ষমিতি ॥১০॥

অগ্নিস্তদ্যক্ষমাভিমুখ্যেনাদ্রবদগমৎ। তদ্যক্ষমভিমুখমাগতমগ্নিং কোঽসীত্যবদৎ। অগ্নিরহমস্মি জাতবেদা অহমস্মীত্যগ্নিরব্রবীৎ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। এতন্নাম মমেত্যর্থঃ। তস্মিং‌স্ত্বয়ি তাদৃশে ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি যক্ষমব্রবীৎ। যদিদং পৃথিব্যামস্তি সর্ব্বমপীদং দহেয়মিত্যগ্নিরব্রবীৎ। তস্মা অগ্নয় এতদ্দহেত্যুক্তা কিঞ্চিত্তৃণং তৎপুরতো নিদধৌ যক্ষমিত্যর্থঃ। তত্তৃণং দগ্ধুং সর্ব্বজবেন সর্ব্ববেগেণোপপ্রেয়ায় সমীপমগমৎ। গত্বা তন্ন শশাক দগ্ধুং সোঽগ্নিঃ। তত এব তাবন্মাত্রত এব যক্ষরূপমবধার্য্য নিববৃতে নিবৃত্তবান্নিবৃত্য চ দেবানব্রবীৎ। যদেতদ্যক্ষমিত্যেতদ্বিজ্ঞাতুং নাশকমিতি। অথানন্তরং বায়ুং প্রাগ্‌বদ্ব্যাখ্যা। আদদীয়াদদ্যামিত্যর্থঃ ॥৩-১০॥

**শ্রুতিঃ—অথেন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি,
কিমেতদ্ যক্ষমিতি, তথেতি, তদভ্যদ্রবৎ,
তস্মাদ্ তিরোদধে ॥১১॥**

অন্বয়ানুবাদ—অথ (বায়ুর বিফলতার পর) [দেবাঃ] ইন্দ্রম অব্রুবন্ (দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন)। মঘবন্ (ইন্দ্র !) এতদ্ (এই যক্ষকে) বিজানীহি (স্বরূপতঃ জানুন) কিম্ এতদ্ যক্ষমিতি (এই পুরোবর্ত্তী পূজনীয় মহান্ পুরুষটি স্বরূপতঃ কে ?) [ইন্দ্র বলিলেন] তথাস্তু (তাহাই হউক অর্থাৎ আমি জানিতেছি) [এই বলিয়া] তৎ (সেই ব্রহ্মের দিকে) অভ্যদ্রবৎ (গমন করিলেন) [যক্ষরূপধারী বিষ্ণু] তস্মাৎ (সেই স্থান হইতে) তিরোদধে (অন্তর্হিত হইলেন) ॥১১॥

অনুবাদ—তদনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন,—"হে মঘবন্! আপনি এই পূজনীয় পুরুষটি কে ? তাহা জানিয়া আসুন"। "তাহাই হউক" বলিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করিলেন কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তখন তাঁহার নিকটেই অন্তর্হিত হইলেন ॥১১॥

**শ্রুতিঃ—স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম
বহুশোভমানামুমাঁ হৈমবতীং
তাঁ হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥১২ ॥**

ইতি—কেনোপনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই ইন্দ্র) তস্মিন্ এব (যেখানে শ্রীবিষ্ণু অদৃশ্য হইয়াছেন সেই) আকাশে (আকাশেই) [যক্ষ কর্ত্তৃক স্বীয়তত্ত্বের উপদেশের জন্য নির্দ্দিষ্টা] বহুশোভমানাম্ (নানালঙ্কারে বিভূষিতা) হৈমবতীম্ (হিমালয় কন্যা) উমাং (উমানাম্নী) স্ত্রিয়ম্ (একটি রমণীকে) [দেখিয়া তাঁহার নিকট] আজগাম (আসিলেন), তাং হ

(প্রসিদ্ধি আছে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে) উবাচ (বলিলেন অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন) কিমেতদ্ যক্ষমিতি (এই যক্ষটি কে ? এই কথা) ॥১২॥

ইতি—কেনোপনিষদি তৃতীয়খণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপা অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী হিমালয় কন্যা উমা দেবীকে আবির্ভূতা দেখিয়া তৎসমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ পূজনীয় পুরুষটি কে ?" ॥১২॥

ইতি—কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথেন্দ্র..............দধে ॥১১॥

স............কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥১২॥

তস্মাত্তিরোদধে তস্মাৎ প্রদেশাদন্তর্হিতমভূদিতি বা। স ইন্দ্রস্তস্মিন্নেব যক্ষতিরোধানাকাশপ্রদেশে যক্ষেণোপদেশার্থং স্থাপিতাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা-জগাম তৎসমীপং প্রাপ্তবান্। সা কেত্যত উক্তং বহুশোভমানাং হৈমবতীং হিমবতঃ পুত্রীমেতদ্যক্ষং কিমিতি তাং স্ত্রিয়মুবাচ পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥১১-১২॥

ইতি—কেনোপনিষদি তৃতীয়খণ্ডস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অগ্নের্ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানে বৈফল্যাৎ পরম্ বায়োস্ত-দাহ—অথ বায়ুমব্রুবন্ দেবা বায়ুং যক্ষপরিচয়লাভার্থমুক্তবন্তঃ, হে বায়ো! ত্বমধুনা এতদ্যক্ষং স্বরূপতো বিজানীহি, শ্রুত্বা তেষাং বচনং বায়ুঃ সাবলীলমাহ—তথাস্তু ইতি, অথ যক্ষমভিলক্ষ্য দ্রুতং জগাম, পূর্ব্ববৎ যক্ষেণ পৃষ্ট আত্মপরিচয়ং দদৌ অহং বায়ুনামাস্মি, প্রবাহঃ, সূচনং

সদাগতির্মেকার্য্যম্, মাতরিশ্বা অহমস্মি মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়ামি স্ফীতো ভবামি ইতি মে তন্নাম ইতি সপ্রগল্‌ভমুক্তবান্। তচ্ছ্রুত্বা যক্ষেণ তদ্বলপরীক্ষার্থম্ পৃষ্টঃ স এতাদৃশগুণসম্পন্নে ত্বয়ি কিং সামর্থ্যম্, বায়ুনা প্রত্যুক্তম্ অহং সর্ব্বমাদাতুং শক্নোমি পৃথিব্যা বস্তুমাত্রং স্থানান্তরং নেতুং শক্নোমি, এতদাকর্ণ্য যক্ষেণ পুনরুক্তো বায়ুরুবাচ যদ্যেবং তর্হি এতৎ তৃণং গৃহাণ, যদি গ্রহীতুং সমর্থোঽসি তর্হি জানামি তে বীর্য্যম্। বায়ুরেবমাদিষ্টঃ সাহঙ্কারং তৃণসমীপং সর্ব্বোৎসাহেন গতো ন চ তৎ চালয়িতুং সমর্থঃ, অথ বিমুখো যক্ষাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ, উক্তবান্ দেবান্ নাহং সমর্থো যক্ষং জ্ঞাতুম্ অথ দেবরাজং দেবা যক্ষস্বরূপমবধারয়িতুং প্রেরিতবন্তঃ, অগ্নিরিব বায়ুরিব সোঽপি সপ্রগল্‌ভং যক্ষসমীপং গতঃ, বলবত্ত্বাৎ স মঘবা, ঈশ্বরাভিমানী ইন্দ্রঃ স যক্ষপ্রদেশে যাবদ্ গতঃ তাবদ্ যক্ষং তস্মাৎ আত্মসমীপং গতাদিন্দ্রাৎ তিরোদধে অদৃশ্যমভূৎ। হেতুস্তু ইন্দ্রস্য ইন্দ্রত্বাভিমানোঽতিতরাং নিরাকর্ত্তব্যঃ তেন সংবাদমাত্রমপি ইন্দ্রায় যক্ষং নাদাৎ। ইন্দ্রস্তু যস্মিন্নাকাশে যক্ষমদৃশ্যমভূৎ যস্মিন্‌কালে স তত্রাসীৎ তস্মিন্নেব তস্থৌ ন নিবৃত্তঃ, ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধ্বা শ্রীবিষ্ণুনা প্রেরিতা দেবী হৈমবতী নানাভরণভূষিতা উমা তত্রাবির্ভূতা। সা ব্রহ্মশক্তিঃ সর্ব্বেষাং শোভমানানাং শোভনতমা বিদ্যারূপিণী, হৈমবতী হিমবতঃ কন্যা সা বিষ্ণুশক্তির্নারায়ণী, অতঃ ইয়ং দেবী সর্ব্বজ্ঞা ইতি মত্বা ইন্দ্রস্তৎসমীপমাজগাম, তাং কিলোবাচ চ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ব্রূহীতি ॥৭-১২॥

ইতি—কেনোপনিষদি তৃতীয়খণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—অগ্নিদেব পূজনীয় পুরুষটির স্বরূপ জানিতে অক্ষম হওয়ায় দেবগণ বায়ুকেই যক্ষের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত আদেশ

করিলে বায়ুদেব নিজের বুদ্ধিশক্তির গর্ব্বসহ 'তথাস্তু' বলিয়া রওনা দিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, অগ্নি কোন ভুল করিয়াছেন নতুবা যক্ষের পরিচয় জানা খুব বড় কথা নহে। যাহা হউক, তিনি শীঘ্র যক্ষের সমীপে গমন করিলেন এবং যক্ষের প্রশ্নক্রমে নিজ পরিচয় এবং সামর্থ্যের কথা জ্ঞাপন করিলে যক্ষরূপী ব্রহ্ম তাহার গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করতঃ সকলের সত্তা ও শক্তি প্রদানকারী পরব্রহ্ম পরমেশ্বর উহার সম্মুখে একটি শুষ্ক তৃণ স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, এই তৃণটি গ্রহণ কর, বায়ু উৎসাহের সহিত সর্ব্ববেগে তাহা উত্তোলন করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তখন হতপ্রভ ও লজ্জায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবগণ সমীপে আসিয়া বলিলেন যে, আমি ঐ পূজনীয় পুরুষটির স্বরূপ জানিতে পারিলাম না।

যখন অগ্নি ও বায়ু অপ্রতিম শক্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন দেবতাদ্বয় বিফল হইয়া ফিরিলেন এবং কোন কারণও বলিতে পারিলেন না, তখন দেবগণ বিচার পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে এই কার্য্যের জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও 'তাহাই হউক' বলিয়া শীঘ্র যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইন্দ্র তথায় পৌছিবামাত্রই উহার সম্মুখে ব্রহ্ম অন্তর্ধান হইলেন। সর্ব্ব দেবগণ অপেক্ষা ইন্দ্রের অভিমান অধিক ছিল বলিয়াই তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপেরও অবসর দিলেন না। পরন্তু এই এক দোষ ব্যতীত অন্য সর্ব্ব প্রকারে ইন্দ্র অধিকারী ছিলেন, অতএব উঁহাকে পরব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রদান আবশ্যক বিবেচনায় ব্যবস্থা করিতে গিয়া ব্রহ্ম স্বয়ং অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

যক্ষের অন্তর্ধানের পর ইন্দ্র তথায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় ফিরিয়া গেলেন না। তখন তিনি দেখিলেন

যে, যে-স্থানে দিব্য যক্ষ ছিলেন, সেইখানেই অত্যন্ত শোভাশালিনী হিমাচলকুমারী উমাদেবী প্রকট হইলেন। উহাকে দেখিবামাত্র ইন্দ্র উঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের উপর কৃপা করিয়াই করুণাময় পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই উমারূপা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যাকে প্রকট করাইলেন। ইন্দ্র ভক্তিপূর্ব্বক উঁহাকে অর্থাৎ সেই দেবীকে কহিলেন, ভগবতি! আপনি নারায়ণী বিষ্ণুশক্তি, আপনি বিষ্ণুকৃপায় সকল বিষয় অবগত আছেন। কৃপাপূর্ব্বক বলুন, এই যে দিব্য যক্ষমূর্ত্তিটি দর্শন দিয়া শীঘ্র অদৃশ্য হইলেন, ইনি কে? এবং কি নিমিত্ত প্রকট হইয়াছিলেন?

করুণাময় শ্রীভগবান্ যে ঈশ্বরাভিমানী দেবগণের দর্প চূর্ণ করেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রের বাক্যেও পাই,—

"পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো-
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় চেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্।" (ভাঃ ১০।২৭।৬)

অর্থাৎ জগতের পিতা, উপদেষ্টা, নিয়ন্তা, কালরূপী আপনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র-ঈশ্বরাভিমানিগণের গর্ব্ব বিনাশ এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য লীলাবিগ্রহ প্রকট করেন।৭-১২।

ইতি—কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ডের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী
অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

কেনোপনিষৎ

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—সা ব্রহ্মেতি হোবাচ।
ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি,
ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—হ (এইরূপ শ্রুত হয়) সা (সেই উমাদেবী) [ইন্দ্রকে] উবাচ (বলিলেন) ব্রহ্ম ইতি (এই যক্ষপুরুষ পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণু) বৈ (নিশ্চিত) ব্রহ্মণঃ (পরমেশ্বর কর্ত্তৃক) এতদ্বিজয়ে (এই দৈত্যদের জয়-কার্য্যে) মহীয়ধ্বম্ ইতি (তোমরা নিজদিগকে মহিমাবিশিষ্ট মনে করিয়াছ, কিন্তু এই উৎকর্ষ ব্রহ্মের, ইহা জানিও) [উমাদেবী বলিলেন, পরমেশ্বরই তোমাদের শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া অসুরবিজয় করিয়াছেন, তোমরা নিমিত্তমাত্র। তোমরা যে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতেছ, 'আমরা দৈত্য জয় করিয়াছি, আমাদেরই এই মহত্ত্ব', এইরূপ তোমাদের যে অভিমান, তাহা মিথ্যা] ততঃ হ এব (উমাদেবীর সেই বাক্য হইতেই) [ইন্দ্র] বিদাংচকার (ইন্দ্র জানিলেন) ব্রহ্ম ইতি (এই যক্ষ—ব্রহ্ম) ॥১॥

অনুবাদ—উমাদেবী ইন্দ্রকে বলিলেন, এই যক্ষপুরুষই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই দেবাসুর-সংগ্রামে দৈত্যগণকে জয় করিয়াছেন, সেই বিজয়ে তোমরা উৎকর্ষ পাইতেছ, অভিমান বশতঃ তোমরা মনে করিয়াছ,—আমাদের এই বিজয়, আমাদেরই এই শক্তি। উমাদেবীর এই বাক্য হইতেই দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মের পরিচয় ও মহিমা জানিলেন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মেতি..............ব্রহ্মেতি ॥১॥

ইন্দ্রেণ পৃষ্টা দেব্যেতদ্যক্ষং ব্রহ্মেতি হোবাচ হেতি নিশ্চয়মাহ। এতদেতস্য দেবেষনুপ্রবিষ্টস্য ব্রহ্মণো বিজয়ে তদ্বিজয়নিমিত্তং মহীয়ধ্বং মহিমবন্তো ভবত ন ত্বাত্মনো বিজয়নিমিত্তং গর্বিণো ভবত। বৈ নিশ্চিতমেতদিতি চোবাচেত্যন্বয়ঃ। এবমুময়োপদিষ্ট ইন্দ্রঃ কিং চকারে-ত্যত আহ—তত ইতি। ততো হৈব দেব্যুপদেশাদেব তদ্যক্ষমিন্দ্রো-ব্রহ্মেতি দৈত্যবিজয়োঽস্মদনুপ্রবিষ্টব্রহ্মকৃত ইতি বিদাংচকার জ্ঞাতবান্ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উমাদেবী ইন্দ্রং ব্রহ্মতত্ত্বং বোধয়িতুমুবাচ। এতদ্ যক্ষম্ ব্রহ্মেতি বোদ্ধব্যম্? কিং বোদ্ধব্যম্? তদাহ—ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ব্রহ্মণঃ কৃদ্‌যোগে কর্ত্তরি ষষ্ঠী, বিজয়ে অসুর-পরাভবে, যূয়ং মহীয়ধ্বম্ পূজাং প্রাপ্নুথ এতৎ পরমেশ্বরেণৈব অসুরা জিতাঃ যূয়ন্তু গর্ব্বমনুভবথ। অয়ংভাবঃ—অগ্ন্যাদয় ইন্দ্রিয়-দেবতা যাবৎ বহির্মুখ্যস্তাবৎ ব্রহ্মতত্ত্বং সাক্ষাৎকারয়িতুং ন শক্নুবন্তি কিন্তু শ্রীবিষ্ণো-র্মায়াশক্তিরুমাদেবী তজ্জানাতি, তেন ব্রহ্মতত্ত্বং সা ইন্দ্রায় জীবাত্মনে জ্ঞাপিতবতী। স বিদ্যামহিম্না ইন্দ্রো ব্রহ্মতত্ত্বং ব্যজানাৎ ॥১॥

তত্ত্বকণা—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা জিজ্ঞাসিতা হইয়া ভগবতী উমাদেবী তাহাকে বলিলেন যে, তুমি যে দিব্য যক্ষকে দেখিয়াছ এবং যিনি তোমার সম্মুখে অন্তর্হিত হইলেন, তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। তোমরা যে অসুর-বিজয়ে মহিমাপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা ঐ ব্রহ্মের শক্তিতেই হইয়াছে। অতএব বস্তুতঃ উহা পরব্রহ্মেরই বিজয়। তোমরা ইহাতে নিমিত্তমাত্র। পরন্তু তোমরা এই ব্রহ্মের বিজয়কে নিজেদের বিজয় মনে করিয়া উঁহার মহিমাকে তোমাদের মহিমা জ্ঞান করিয়াছ, —ইহা তোমাদের মিথ্যাভিমান। পরম কারুণিক পরমাত্মা তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া অসুর-বিজয় পূর্ব্বক তোমাদের বিজয় প্রদান

করিয়াছেন। সেই পরমাত্মাই তোমাদের মিথ্যাভিমান নাশ পূর্ব্বক তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত দিব্য যক্ষরূপে প্রকট হইয়া অগ্নি ও বায়ুর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন এবং তোমাকে বাস্তবিক জ্ঞান দিবার উপযুক্ত মনে করিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি নিজের স্বতন্ত্র শক্তির অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক যে-ব্রহ্মের মহিমাতে মহিমান্বিত এবং শক্তিযুক্ত হইয়াছ, তাঁহারই মহিমা উপলব্ধি কর। সর্ব্বদা ইহাই মানিবে যে, বিষ্ণুর শক্তি ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্য করিবার স্বতন্ত্র শক্তি নাই।

উমাদেবীর এই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রই নিশ্চিত জানিতে পারিলেন যে, দিব্য যক্ষরূপে স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীহরিই উঁহাদের সম্মুখে প্রকট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার শক্তিতেই দেবগণ বিজয়ী হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুর ঈশ্বরতার অধীনই তাঁহাদের শক্তি, দেবগণের স্বতন্ত্র কোন শক্তি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেবগণের বাক্যে পাই,—

"য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ
সসর্জ যেনানু সৃজাম বিশ্বম্।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥ (ভাঃ ৬।৯।২৫) ॥১॥

শ্রুতিঃ—তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্
দেবান্—যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং
পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—তস্মাৎ বৈ (যেহেতু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, ইঁহারা যক্ষ-পুরুষ —ব্রহ্মের দর্শন ও তাঁহার সহিত সম্ভাষণ বা সামীপ্য লাভ করিয়াছেন,

সেইহেতু) এতে দেবাঃ (এই অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রদেবতা—ইঁহারা) অন্যান্ দেবান্ (অন্যান্য দেবতাদিগকে) অতিতরাম্ ইব (যেন অতিক্রম করিয়াই আছেন, অন্যান্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া আছেন)। হি (যেহেতু) অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ—তে (অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র—তাঁহারা) যৎ (যে) নেদিষ্ঠং (অতি নিকটবর্ত্তী অতি প্রিয়তম) এনৎ (এই ব্রহ্মকে) পস্পর্শুঃ পস্পৃশুঃ (সামান্যতঃ স্পর্শ করিয়াছেন) হি (এবং যেহেতু) তে (তাঁহারা) এনৎ (এই ব্রহ্মকে) প্রথমঃ (প্রধানতঃ) বিদাঞ্চকার—বিদাঞ্চক্রুঃ (জানিয়াছেন) ব্রহ্ম ইতি (ইনিই ব্রহ্ম—ইহা বুঝিয়াছেন, এইজন্য ইঁহারা প্রথমঃ [প্রথমাঃ] (অন্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) ॥২॥

অনুবাদ—সেই উমাদেবী দেবরাজ ইন্দ্রকে জানাইলেন—ইনিই ব্রহ্ম। ইনি কে? যে ব্রহ্মকর্ত্তৃক দেবাসুর-সংগ্রামে দেবতাদের বিজয় হওয়ায় তোমরা আস্ফালন করিতেছ, সে মহিমা কিন্তু তোমাদের নহে, ইহা শ্রীবিষ্ণুর মহিমা। এই উৎকর্ষে তোমাদের মিথ্যাভিমান হইয়াছে; সেইজন্য তিনি অন্তর্হিত হইলেন। উমাদেবীর বাক্যেই ইন্দ্র ব্রহ্ম-স্বরূপ ও তাঁহার শক্তির পরিচয় জানিলেন। যেহেতু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র ইঁহারা ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন সেইজন্য অন্যান্য দেবতাকে তাঁহারা অতিক্রম করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহারা শ্রেষ্ঠদেবতা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কারণ ইঁহারা অতি নিকটতম অতিপ্রিয় ব্রহ্মকে সাধারণ-ভাবে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই ব্রহ্মকে প্রথমে জানিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের প্রাধান্যের হেতু ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মাদ্বা..................ব্রহ্মেতি ॥২॥

তস্মাদ্বৈ যস্মাত্ত্বং ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বং দৃষ্টত্বাদেবৈতে দেবা অন্যান্দেবান-তিতরামিবেতি। এতে দেবাঃ ক ইত্যতস্তানাহ—যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্র-ইতি। যদগ্নির্যোঽগ্নির্যো বায়ুর্য ইন্দ্র এতে দেবাঃ। কুত এতেঽধিকা

ইত্যতস্তস্মাদিত্যুক্তং হেতুং ব্যনক্তি—তে হীতি। হি যস্মাদেতদ্যক্ষরূপং ব্রহ্ম নেদিষ্ঠং সমীপস্থং পস্পৃশুঃ। স্পৃশ সংস্পর্শনে। পরামর্শং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। পরামর্শাৎ প্রাগগ্নিবায্বোর্যক্ষদর্শনমাত্রমিন্দ্রস্য তু যক্ষস্য ব্রহ্মত্বজ্ঞানমিতি বোধ্যম্। তদ্ব্যনক্তি—তে হীতি। তেঽগ্নিবায্বিন্দ্রাঃ প্রথমঃ প্রথমং বিদাংচকার বিদাং চক্রুঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সা উমাদেবী ব্রহ্ম ইতি হ যক্ষং কিল ব্রহ্ম নান্যদ্ভূতম্ ইতি ইন্দ্রায় উবাচ উক্তবতী, তস্মাদ্ধেতোঃ ব্রহ্মণঃ কর্ত্তরি ষষ্ঠী, ব্রহ্মকর্ত্তৃকে এতদ্বিজয়ে এতস্মিন্ দেবানামসুর-বিজয়ে এতেষাং বিজয়ে, বৈ নিশ্চিতম্, মহীয়ধ্বম্ যূয়ম্ উৎকর্ষং প্রাপ্নুথ, এতদ্ উবাচ, এবম্ উবাচ, ন যুষ্মাকময়ং মহিমা কিন্তু পরমেশ্বরস্যৈবেতি। ইত্যুক্ত্বা দেবী অদৃশ্যাভূত্। ততোঽহৈব তস্মাদ্ দেবীবাক্যাদেব ইন্দ্রঃ ব্রহ্ম ইতি ব্রহ্মস্বরূপং বিদাঞ্চকার জ্ঞাতবান্। ভগবৎপ্রেরিতা সা দেব্যুপদেশং বিনা স্বাতন্ত্র্যেণ জ্ঞাতুং নাশকদিতিভাবঃ। তস্মাৎ যস্মাৎ অগ্নিবায্বিন্দ্রা- এতে দেবা যক্ষ-সংবাদেন ব্রহ্মদর্শনং তৎসম্ভাষণঞ্চ লব্ধ্বা তৎসামীপ্যমুপগতাঃ তস্মাদ্ধেতোঃ এতে দেবাঃ অন্যান্ দেবান্ স্বভিন্নান্ অতিতরাম্ অতিশেরতে অন্যদেবাপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠা ভবন্তি, যজ্ঞেষু পূজ্যতমা ভবন্তি। তত্র হেতুঃ হি যস্মাৎ অগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে দেবা এনদ্ ব্রহ্ম, কীদৃশং? নেদিষ্ঠম্ অতিশয়েন অন্তিকং প্রিয়তমমিত্যর্থঃ, পস্পর্শুঃ ছান্দসোগুণঃ, পস্পৃশুঃ স্পৃষ্টবন্তঃ সামান্যাকারেণ জ্ঞাতবন্তঃ; কথং? তে হি যতঃ এনদ্ব্রহ্মেতি ইদমস্মাকং বলাধায়কং মহিমহেতুভূতং ব্রহ্মেতি বিদাঞ্চকার বিদাঞ্চক্রুঃ ছান্দসোবচনব্যত্যয়ঃ, অতস্তে প্রথমঃ প্রথমাঃ প্রধানা অভবন্ ॥২॥

তত্ত্বকণা—সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি; বায়ু ও ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব; কারণ ইহারা তিন জনেই ব্রহ্মের দর্শন দ্বারা সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরব্রহ্ম পরমাত্মার দর্শন, ব্রহ্মের পরিচয় জানিবার জন্য প্রযত্ন এবং

ব্রহ্মের সহিত বার্ত্তালাপের পরম সৌভাগ্য উহাঁরাই প্রাপ্ত হন। উহাঁরাই সর্ব্বপ্রথমে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আমরা যাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার সহিত বার্ত্তালাপ করিয়াছি এবং যাঁহার শক্তিতেই অসুর-বিজয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা।

শ্রুতির এই মন্ত্রে আমাদিগকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই জানাইলেন যে, যিনি সৌভাগ্যবান্ মহাপুরুষ, তিনিই কোন না কোন প্রকারে শ্রীভগবানের দিব্য রূপের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারই ভাগ্যে শ্রীভগবানের দর্শন, স্পর্শ এবং তাঁহারই সহিত বাক্যালাপ করিবার অবসর ঘটে।

শ্রীভগবানের দর্শনের অবর্ণনীয় ফলের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ।
তব ব্রহ্মময়স্তেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ ॥"

(ভাঃ ১০।৭০।৪৩) ॥২॥

শ্রুতিঃ—তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্
স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ
প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[অগ্নি, বায়ু অপেক্ষা ইন্দ্রের প্রাধান্য-হেতু ব্যক্ত হইতেছে—] তস্মাদ্ বৈ [ইতি] তস্মাৎ (যেহেতু অগ্নি ও বায়ু ইন্দ্রের বাক্য হইতে ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়াছেন কারণ ইন্দ্র উমাদেবীর বাক্য হইতে যে যক্ষপুরুষ ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন তাহাই অগ্নি ও বায়ুকে জানাইয়া তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, এইজন্য)

ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) অন্যান্ দেবান্ (অন্য সকল দেবতা—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিকে) অতিতরাম্ ইব (যেন অতিক্রম করিতেছেন) হি (যেহেতু) স হি (তিনিই—দেবরাজই) নেদিষ্ঠম্ (প্রিয়তম—অতীব নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ একই দেহরূপ বৃক্ষে স্থিতিনিবন্ধন সমীপতম) এনদ্ (এই ব্রহ্মকে) পস্পর্শ (স্পর্শ করিয়াছেন—জ্ঞাত হইয়াছেন) [যেহেতু] স হি (তিনিই) প্রথমঃ (প্রথমে) এনৎ (এই যক্ষকে) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম-স্বরূপে) বিদাঞ্চকার (জানিয়াছেন, এইজন্য তিনি অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) ॥৩॥

অনুবাদ—ইন্দ্র যেহেতু অগ্নি ও বায়ুকে অতিক্রম করিয়াছেন সেজন্য অন্যান্য সকল দেবতা অপেক্ষা তিনি প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। ইহার কারণ ইন্দ্র ভগবৎ-প্রেরিতা উমাদেবীর বাক্য হইতে প্রথমে যক্ষপুরুষের ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া অগ্নি ও বায়ুকে জ্ঞাপন করেন। ইন্দ্র এই অতি নিকটবর্ত্তী (হৃদয়-স্থিত) ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন যে, এই পরমাত্মাই ব্রহ্ম, ইহাঁর শক্তিতেই সকলে শক্তিযুক্ত ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মবেদনং চেন্দ্রস্য দেব্যুপদেশাদন্যস্য ত্বিন্দ্রোপ-দেশাদিতি ভাবেনেন্দ্রস্য জ্ঞানোদয়প্রকারমাহ—

তস্মাদ্বা..............ব্রহ্মেতি ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অগ্নিবায়্বপেক্ষয়েন্দ্রস্য প্রাধান্যে হেতুমাহ শ্রুতিঃ—তস্মাদ্বা ইন্দ্র ইত্যাদিঃ। তস্মাৎ যস্মাৎ অগ্নিবায়ু অপীন্দ্রবাক্যাদেব ব্রহ্মতত্ত্বং বিদাঞ্চক্রতুঃ, ইন্দ্রেণ পুনরুমাবাক্যাৎ প্রথমং শ্রুতং তস্মাদ্ধে-তোঃ, অন্যান্ দেবান্ ন কেবলমগ্নিবায়ু কিন্তু অন্যানপি দেবান্ অতিতরাম্ আধিক্যেন শেতে অতিশেতে অতিক্রামতীন্দ্রঃ, তত্র কারণং সহীত্যাদি হি যস্মাৎ সঃ ইন্দ্রঃ নেদিষ্ঠম্ এনৎ অন্তিকতমং

প্রিয়তমমাত্মানং পস্পর্শ জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ। কিম্ভূতঃ স্পর্শস্তত্রোচ্যতে স হি এনৎ পরমাত্মতত্ত্বং প্রথমঃ প্রথমমিত্যর্থঃ, বিদাঞ্চকার—জ্ঞাতবান্ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষা ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে বলিতেছেন। অগ্নি তথা বায়ুর দিব্য যক্ষের রূপ দর্শন এবং তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপ-সৌভাগ্য প্রাপ্তি হইলেও উহাদের ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান হয় নাই। ভগবতী উমাদেবী দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে দেবরাজ ইন্দ্রের সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম-তত্ত্বের পরিচয়-জ্ঞান হইয়াছিল। তদনন্তর ইন্দ্রের দ্বারা অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্মের পরিচয় জ্ঞাত হয় এবং তারপর অন্যান্য দেবগণ জানিতে পারেন যে, যে দিব্য যক্ষরূপ তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। ইহাতে দেখা যায় যে, অন্যান্য দেবগণের কেবল শ্রবণ-মুখেই জ্ঞান হইয়াছিল কিন্তু পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার বা বাক্যালাপের সৌভাগ্য হয় নাই।

অতএব সব দেবতাপেক্ষা অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব; কারণ এই তিন জনেরই ব্রহ্মের দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু তন্মধ্যে আবার ইন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে
> বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে।
> ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা
> দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্ ॥ (ভাঃ ৩।৫।৫১)॥৩॥

শ্রুতিঃ—তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা
ইতীন্ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতম্ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—অধিদৈবতম—(আধিদৈবিক দৃষ্টান্ত দ্বারা সঙ্কেতে বুঝাইতেছেন—) তস্য (সেইব্রহ্ম-বিষয়ে) এষঃ আদেশঃ (এই সাঙ্কেতিক উপদেশ) যদেতৎ (এই যে) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের) ব্যদ্যুতৎ (বিদ্যোতন-কারিত্ব অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ) আ (ইহারই সদৃশ) [৩ তিনমাত্রায় উচ্চারণার্থ ৩ সংখ্যা এবং আ শব্দের অর্থ উপমা অর্থাৎ বিদ্যুতের স্ফুরণের মত দেবতার অগ্রে ব্রহ্ম একবার আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদ্যুতের মত নিমীলিত হইয়াছেন। অথবা বিদ্যুতঃ এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত উহ্য 'তেজঃ' পদের অন্বয়, তাহার অর্থ বিদ্যুতের আলোকের মত একবার ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ হইয়াছিল] ইতি (ইহাই আদেশের প্রতিনির্দ্দেশ) [আরও একটি উপমা দেখাইতেছেন—] ইতী—ন্যমীমিষদ্ আ (যেমন চক্ষুঃ নিমেষ ফেলে, ইহার সদৃশ) [আ ৩ তাহার মত অর্থাৎ চক্ষুঃ যেমন একবার পাতা বুজায় আবার খোলে সেইরূপ, ব্রহ্মও ইন্দ্রের কাছে একবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন] ॥৪॥

অনুবাদ—সেই পরব্রহ্মকে এই উপমানরূপ সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে; যেমন বিদ্যুৎ ক্ষণকালের মত বিদ্যোতিত হয়, সেইপ্রকার ব্রহ্মও ইন্দ্রের সম্মুখে ক্ষণকালের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। কিংবা যেমন চক্ষুঃ তাহার বিষয়ে পতিত হইয়া নিমীলিত হয়, সেইপ্রকার ব্রহ্মের নিমীলন হইল। ইহাই হইল—দেবতা-সম্বন্ধে ব্রহ্ম-প্রকাশের উপমান প্রদর্শন ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্যৈষ·········ইত্যধিদৈবতম্ ॥৪॥

তস্মাদিত্যুক্তং হেতুং ব্যনক্তি—স হ্যেনদিতি এতদেব, তদ্বাক্যার্থ-মেব ব্যক্তমাহ—স হ্যেনৎপ্রথম ইতি প্রথমমিত্যর্থঃ।

অধিদৈবতমধ্যাত্মং চোপাস্যরূপমুপদিশতি—তস্যৈষ ইত্যাদিনা। তস্য ব্রহ্মণ এষ আদেশ উপদেশঃ। যদেতৎ কপিলাখ্যং রূপম্। বিদ্যুতো বহুবচনমান্তর্থ উপলক্ষণং বা। বিদ্যুদাদীংস্তেজোরূপানর্থানা-সমস্তাদ্ব্যদ্যুতদ্ব্যদ্যোতয়দদীপয়দিতি। আ ন্যমীমিষৎসম্যঙ্ন্যমীমিষৎ-সম্যগ্ন্যমীলয়ৎ। আ পূর্ণমিত্যর্থঃ। যদ্বা যস্মাদ্দেবেভ্যো বিদ্যুদিব সহসৈব প্রাদুর্ভূতং ব্রহ্ম দ্যুতিমত্তস্মাদ্বিদ্যুতো বিদ্যোতনং যথা যদেতদ্ ব্রহ্ম ব্যদ্যুতদ্বিদ্যোতিতবৎ। আ 'ইবেত্যুপমার্থ আশব্দঃ। যথা ঘনান্ধ-কারং বিদার্য বিদ্যুৎসর্ব্বতঃ প্রকাশত এবং তদ্ব্রহ্ম দেবানাং পুরতঃ সর্ব্বতঃ প্রকাশবদ্ব্যক্তীভূতমতো বিদ্যুদিবেত্যুপাস্যম্। 'যথা সকৃ-দ্বিদ্যুত্তম্' [২।৩।৬] ইতি বৃহদারণ্যকে। যস্মাচ্চেন্দ্রোপসর্পণকালে ন্যমীমিষৎ। যথা কশ্চিচ্চক্ষুর্নিমেষণং কৃতবানিতি। ইতীদিত্যনর্থকৌ নিপাতৌ। নিমিষিতবদিব তিরোভূতমিত্যেবমধিদৈবতং দেবতায়া অধি যদ্দর্শনমধিদৈবতং তৎ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তস্য প্রক্রান্তস্য পূর্ব্বোক্তস্য ব্রহ্মণঃ, এষঃ বক্ষ্যমাণঃ, আদেশঃ উপমানির্দ্দেশঃ উপমানরহিতস্য যেনোপমানেন স্বরূপমুপদিশ্যতে স উপদেশ আদেশপদার্থঃ। কিন্তদুপমানং যদিতি যদেতৎ প্রসিদ্ধং বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ৩, বিদ্যুত আত্মা ব্যদ্যুতৎ বিদ্যো-তিতবান্ আ তদিব, 'আ' প্লুতস্বরঃ ত্রিমাত্রকস্তচ্চিহ্নং ত্রিত্বসংখ্যা। আদেশান্তরঞ্চ যথা ইতীৎন্যমীমিষৎ, ইত্শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থে, ন্যমীমিষৎ চক্ষুঃ কর্তৃপদং ন্যমীমিষৎ ণিচ্ স্বার্থে নিমিষিতং ভবতি চক্ষুষোর্বিষয়ংপ্রতি প্রকাশস্য ক্ষণং তিরোভাবঃ তথা ব্রহ্মণোঽপি প্রকাশাৎ পরং তিরোভাব ইতি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতি-মন্ত্রে ব্রহ্মের উপমাচ্ছলে-উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার আবির্ভাব—বিদ্যুতের বিদ্যোতনের সদৃশ অর্থাৎ

যেরূপ বিদ্যুৎপ্রভা চমকিত হয়, এবং চক্ষুর নিমেষ সদৃশ অর্থাৎ যেমন চক্ষুর নিমেষ অতিদ্রুত হইয়া থাকে।

যখন সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের তীব্র অভিলাষ জাগে, তখন শ্রীভগবান্ তাহার উৎকণ্ঠা আরও তীব্রতম করিবার নিমিত্ত বিদ্যুতের চমকের মত এবং চক্ষুর নিমেষের মত নিজ স্বরূপের ক্ষণিক দর্শন দিয়া তিরোহিত হন। পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকায় এই প্রকারে ইন্দ্রের সম্মুখে দিব্য যক্ষের অন্তর্ধান হইয়াছিল।

দেবর্ষি নারদেরও পূর্ব্ব জন্মে শ্রীভগবান্ কিছুক্ষণের জন্য দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের বাক্যে পাই,–

"সকৃদ্ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্ ॥"

(ভাঃ ১।৬।২৩) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—অথাধ্যাত্মং—যদেতদ্গচ্ছতীব চ
মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণꣳ সঙ্কল্পঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব শ্রুতিতে বিদ্যুৎ বিস্ফুরণের উপমা দ্বারা ব্রহ্মের দ্রুত-প্রকাশধর্ম্ম দেখান হইয়াছে, এক্ষণে এই জীব-দেহের মধ্যে মনের প্রত্যয়-সমকালেই ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, ইহা দেখাইতেছেন— অথেত্যাদিদ্বারা] অথ (অধিদৈবত ব্রহ্মোপদেশের পর) অধ্যাত্মম্ (আধ্যাত্মিক উদাহরণ দ্বারা অন্তর্য্যামী-বিষয়ে) [উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে] মনঃ (অন্তরিন্দ্রিয় মন) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) গচ্ছতি ইব (যেন বিষয় করিতেছে) [ইতি যৎ—এই যে অবস্থা ইহাই অধ্যাত্ম-দর্শন] [এবং] যচ্চ (আর যে) অনেন (সাধক এইরূপ মন দ্বারা)

অভীক্ষ্ণং (বার বার—নিরন্তর) এতদ্ (এই ব্রহ্মকে) উপস্মরতি (অতিশয় প্রেমপূর্ব্বক যেন স্মরণ করিতেছে) সঙ্কল্পঃ চ (এবং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য উৎকট অভিলাষও হইতেছে) ।৫।

অনুবাদ—অতঃপর আধ্যাত্মিকভাবে ব্রহ্ম-দর্শন উপমান দ্বারা উপদিষ্ট হইতেছে। এই যে মন বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়, এই মনের ধাবন ক্রিয়া—ইহা যেন ব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করে অর্থাৎ জ্ঞাত করে। ব্রহ্মের কৃপায় ব্রহ্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই মন যেন ব্রহ্মে গমন করে, নতুবা জড় মন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে পারে না। আরও যেমন প্রতিক্ষণই মন ব্রহ্মকে নিকটে স্মরণ করিতেছে, অর্থাৎ সাধক যেন উপাস্য বস্তুকে মন দ্বারা নিরন্তর ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করেন। আর ইহাই যেন সাধকের সঙ্কল্প হয়, যাহার ফলেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উৎকট অভিলাষ জন্মে ।৫।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথাধ্যাত্মং·········সংকল্পঃ ।৫।

অথেত্যর্থান্তরে। অধ্যাত্মং দেহে তস্যোপদেশ উচ্যত ইত্যর্থঃ। যদেতন্মনোঽনেনৈব প্রেরিতং সদ্গচ্ছতীব চ সম্যঙ্ ন গচ্ছতীয়ন্তয়া বস্তু ন বিষয়ীকরোতি। অনেনৈব ব্রহ্মণাঽনিরুদ্ধাখ্যেন হরিণাঽনুগৃহীতস্তদ্বিষয়জাতমুপস্মরতি। কীদৃশং মন ইত্যত উক্তমভীক্ষ্ণং সংকল্প ইতি। ভৃশমনেকার্থান্সংকল্পয়তীতি সংকল্পমিত্যর্থঃ। লিঙ্গ-ব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। শব্দস্বভাবাদ্বা। অভীক্ষ্ণং নিত্যং ভৃশং সংকল্পশ্চ ভবতি। তস্য ব্রহ্মণোঽনিরুদ্ধাখ্যস্য হরেরেষ উপদেশ ইত্যর্থঃ ।৫।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ন কেবলং বাহ্যজগতি বিদ্যুদুন্মেষাদিবৎ ব্রহ্ম-দর্শনং কিন্তু জীব-শরীরমধ্যে হৃদয়েঽপি ব্রহ্মদর্শনমিত্থং ভবতি। তদাহ—যদেতৎ ইত্যাদিনা মনঃ এতদ্ ব্রহ্ম গচ্ছতি ইব বিষয়ীকরোতীব যচ্চ সাধকঃ অনেন মনসা অনিরুদ্ধাখ্যেন হরিণা অনুগৃহীতং মনঃ

ইতি বা, এতদ্ বিষয়জ্ঞাতমিত্যর্থো বা এতৎ ব্রহ্ম উপসমীপতঃ অভীক্ষ্ণম্ অত্যর্থং নিরন্তরং ভক্তিভাবেন স্মরতি, তথা সঙ্কল্পোঽপি তেন ভগবৎ-কৃপয়া মনসঃ সঙ্কল্প-স্মৃত্যাদিব্র্ঁহ্মণি এব সদা প্রতীয়তে ॥৫॥

তত্ত্বকণা—অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ অন্তর্য্যামি-বিষয়ক উপদেশ এই যে, মন যেন তাঁহাকে অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম শ্রীহরিকে তৎ কৃপায় জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে অর্থাৎ জ্ঞাত হয় এবং মনের দ্বারা যেন তাঁহাকে নিরন্তর ভক্তিভাবে স্মরণ করা হয়, ইহাই সাধকের সঙ্কল্প বা অভিলাষ হওয়া উচিত।

যখন সাধকের নিজ মন শ্রীভগবৎ-কৃপায় আরাধ্যদেব শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞানকে বিষয় করে অর্থাৎ নিজ মনে শ্রীভগবানের-স্বরূপ চিন্তা করে এবং সেই স্বরূপ-বিষয়ে যখন অনুভূতি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে তাহার ইষ্টদেবের প্রতি অত্যন্ত প্রেম জন্মে। এমন কি, ক্ষণকালের নিমিত্তও আরাধ্যদেবের বিস্মৃতি সহ্য করিতে পারে না। তখনই অতিশয় ব্যাকুলতা জাগে। যাহার ফলে নিত্য নিরন্তর প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার স্মরণ করিতে করিতে নিজ-হৃদয়ে ইষ্টদেবকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অনিবার্য্য উৎকট লালসা উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বমন্ত্রে যেরূপ আধিদৈবিক দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, এই মন্ত্রে আধ্যাত্মিক দর্শনের বিষয় বলা হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদুপাশ্রয়াম্ ॥"

(ভাঃ ১।৭।৪)

আরও পাই,—

"এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥"

(ভাঃ ১।২।২০) ॥৫॥

**শ্রুতিঃ—তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্।
স য এতদেবং বেদাভি হৈনꣳ সর্ব্বাণি
ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—তৎ (সেই পরব্রহ্ম) তদ্বনং (সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী হওয়ায় সকলের ভজনীয়) নাম হ ('তদ্বন' নামে প্রসিদ্ধ), [তদ্বন-শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ—তস্য বনম্—সেই সমস্ত প্রাণিবর্গের বন অর্থাৎ ভজনীয়, কারণ অন্তর্যামীই জীব-শরীরমধ্যে অবস্থিত, জীবের সমস্ত বৃত্তির পরিচালক, তিনিই জড় বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ-শক্তি-সম্পাদক, তিনিই শরীরাদির স্থিতিকারক এজন্য তিনিই ভজনীয়, জীবের ভজনীয় বলিয়াই তাঁহার নাম 'তদ্বন'] তদ্বনম্ ইতি উপাসিতব্যম্ (তদ্বন নামেই সেই অন্তর্যামীকে উপাসনা করিতে হইবে) [এই নামে উপাসনার ফল বলিতেছেন] সঃ যঃ এতদেবং বেদ (যিনি এই ব্রহ্মকে এই 'তদ্বন'-ভাবে অবগত হন অর্থাৎ উপাসনা করেন তিনি সেই তদ্বন-স্বরূপবিদ্) এনং (এই উপাসককে) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণী) অভি সংবাঞ্ছন্তি (সর্ব্বতোভাবে কামনা করে) হ (ইহা নিশ্চিত) [সকলেই হৃদয়ের সহিত আকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের প্রিয় হন] ॥৬॥

অনুবাদ—পরব্রহ্মের একটি নাম 'তদ্বন' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু, তাহার কারণ তিনি প্রাণিসমূহের অন্তর্যামী ও ভজনীয় অথবা তিনি বিশ্বব্যাপক

ও একমাত্র উপাস্য। অতএব 'তদ্বন'রূপে তাঁহাকে উপাসনা করিবে। যে সাধক এই পরমাত্মাকে এই 'তদ্বন' নামে জানিয়া অথবা বৃন্দাবনাধীশ-রূপে উপাসনা করেন, সকল প্রাণী তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছা করে ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদ্ধ·········সংবাঞ্ছন্তি ॥৬॥

তস্যোপাস্যমন্বর্থং নামাহ—তদ্ধেতি। তদ্ ব্রহ্ম তদ্বনং নাম ততত্বাদ্-ব্যাপ্তত্বাদ্বননীয়ত্বাদ্ভজনীয়ত্বাৎ। তদ্বনমিতি কল্যাণনিমিত্তনামবৎ। বনোতে "স্ত্যজি-যজিতনিভ্য ইত্যৎ" প্রত্যয়ঃ। বনতেরকারঃ। তচ্চ তদ্বনং চেতি তদ্বনমিতি। হেতি প্রসিদ্ধম্। তদ্বনমিত্যুপাসকস্য ফলমাহ—স য ইতি। স প্রসিদ্ধো যোঽধিকারী এতদ্ব্রহ্মৈবং তদ্বনং নামেত্যেবংরূপেণ বেদৈনং তদ্বনত্বজ্ঞানিনং সর্ব্বাণি ভূতান্যভি সংবাঞ্ছন্তি। সর্ব্বাপেক্ষিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ব্রহ্মণস্তদ্বনমিত্যেকং প্রসিদ্ধং নাম, তেনৈব-নাম্না তদুপাসিতব্যম্ ইত্যত্র যুক্তিং ফলঞ্চাহ। তদ্ ব্রহ্ম হ প্রসিদ্ধং তদ্বনং নাম, তস্য প্রাণিজাতস্য বনং বননীয়ং ভজনীয়ং, প্রত্যগাত্ম-ভূতত্বাৎ ততত্বাৎ (বিভুত্বাৎ) বনত্বাৎ বননীয়ত্বাচ্চ তদ্বনমিতি তন্ ধাতোরত-প্রত্যয়ে তদকারঃ বনতে র্গত ইতি তচ্চ বনঞ্চেতি কর্ম্ম-ধারয়ে তদ্বনমিতিরূপম্। তদ্বনম্ ইতি নাম্না তদর্থভাবনয়া বা এতদ্ ব্রহ্ম উপাসিতব্যম্ ধ্যেয়ম্, এবমুপাসনে ফলমাহ—যঃ খলু সাধকঃ এতদ্ ব্রহ্ম, এবং তদ্বনমিতি নাম্না বেদ উপাস্তে এনং তদ্বনোপাসিতারং সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে প্রাণিনঃ অভি সংবাঞ্ছন্তি অভিতঃ সর্ব্বথা সম্যক্ আশ্রয়ন্তীত্যর্থঃ। স সর্ব্বেষাং প্রিয়োভবতীতি ভাবঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলেরই তিনি ভজনীয় বলিয়া 'তদ্বন' নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং' 'তদ্বন' রূপেই

তিনি উপাসিতব্য। যিনি তাঁহাকে বৃন্দাবনাধীশরূপে উপাসনা করেন, সকল প্রাণীই তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মই 'তদ্বন' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুই শুদ্ধ জীবাত্মার একমাত্র উপাস্য বস্তু। বেদার্থ-তাৎপর্য্যজ্ঞ শুদ্ধভক্তগণ বলেন,—দ্বাদশবনরূপ নিত্য দ্বাদশরসদ্বারা বৃন্দাবনধামের নিত্যসেবা করাই অধ্যাত্ম।

'তদ্বন' শব্দের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিচার-সম্বন্ধীয় তল্লিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থের আদিতে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ॥
স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥"

(ভাঃ ৪।২৯।৫০-৫১)

আরও পাই,—

"স চাবতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্বয়ে
স্বসেতুপালামরবর্য্যশর্ম্মকৃৎ।
যশো বিতন্বন্ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো-
গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলম্॥" (ভাঃ ১০।৩৮।১৩) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্
ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই উপদেশ পাইয়া শিষ্য আচার্য্যকে বলিল, ভোঃ (গুরুদেব! আপনি) [মে—আমাকে] উপনিষদং (ব্রহ্ম-

সম্বন্ধীয় রহস্যময়ী বিদ্যা) ব্রূহি ইতি (বলুন, উপদেশ দিউন) [গুরুদেব উত্তর করিলেন] তে উপনিষৎ উক্তা (তোমাকে তো উপনিষৎ বলিয়াছি) [এক্ষণে শিষ্যের প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে কিনা ? ইহাই বিচার্য্য, যদি হইয়া থাকে তবে আবার 'তপো দমঃ কর্ম্ম' ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ও আয়তনের কথা উঠিল কেন ? তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় কি ? পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম-বিদ্যার অঙ্গরূপে সহকারী কারণান্তর তাহার জিজ্ঞাস্য ? অথবা নিরপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা ? সাপেক্ষা হইলে উপনিষদের অপেক্ষিত বিষয় বলিবার জন্য প্রার্থনা, আর যদি ব্রহ্মবিদ্যা নিরপেক্ষা হয়, তবে বুঝিতে হইবে আচার্য্যের উক্তি অবধারণার্থে অর্থাৎ 'উক্তা তে উপনিষৎ' ইহার অর্থ 'উক্তৈব উপনিষদিতি'। আচার্য্যের এই অবধারণ অন্যনিরপেক্ষ হইয়াই ব্রহ্মবিদ্যা মুক্তির কারণ, ইহা বক্তব্যাভিপ্রায়ে। তাই তিনি আবার বলিলেন] ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদম্ অব্রূম ইতি (আমি তো তোমাকে ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যা নিশ্চিতরূপে উপদেশ করিয়াছি) ॥৭॥

অনুবাদ—শিষ্য সাঙ্কেতিক ভাষায় বর্ণিত সমস্তই আচার্য্যের প্রমুখাৎ শুনিল তথাপি বলিল,—গুরুদেব! আপনি আমাকে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য স্বরূপ বলুন, অর্থাৎ আমি পরব্রহ্মের-স্বরূপ কি ভাবে ধ্যান করিব ? তাহাই বলুন ; অভিপ্রায় এই—আপনি তো ব্রহ্মের উপাসনার স্বরূপ বলিলেন না, তবে কিরূপে উপাসনা করিব ? আচার্য্য উত্তর করিলেন—আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই তাঁহার উপাসনার স্বরূপ। যদি বল, তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার কথা কি আছে ? তাহাও নহে, যেহেতু উহাই ব্রহ্মবিদ্যার কথা। যাহা নিশ্চয়রূপে তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং শ্রুত্বা পুনরাচার্য্যং পৃচ্ছতি শিষ্য উপনিষদং ভো ব্রূহীতি। ভো আচার্য্যোপনিষদং সপ্রতিষ্ঠাং সায়তনাং ব্রূহীত্য-

পৃচ্ছদিতি শেষঃ। কিমুপনিষৎপ্রতিপাদ্যং পৃচ্ছস্যুতোপনিষদুৎপন্নবিদ্যায়া অবস্থানকারণং কিংবা বিদ্যায়াঃ কারণমিতি হৃদি বিকল্প্য ক্রমেণোত্তরমাহ—উক্তা ত ইতি। তে তুভ্যং ব্রাহ্মীং ব্রহ্মবিষয়াং বাবেত্যসংশয়ং ত উপনিষৎস্বরূপমক্রমাবোচামেতি। ব্রহ্মেতি হোবাচেত্যাদিনা ব্রহ্মস্বরূপোক্তেস্তত্র বক্তব্যং কিমপি নেত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রুত্বাঽপি শিষ্যঃ পুনরাচার্য্যমব্রবীৎ ভোঃ ভগবন্! উপনিষদং উপাসনীয়াম্ উপাস্যাং বিদ্যাং মে ব্রূহীতি, আচার্য্যেণোক্তম্ উক্তা উপদিষ্টা, তে তুভ্যম্ উপনিষৎ। অয়মুত্তরকর্ত্তুরভিপ্রায়ঃ—কিমুপনিষৎপ্রতিপাদ্যং পৃচ্ছসি, উত উপনিষদুৎপন্নবিদ্যায়াঃ অবস্থানকারণং কিংবা বিদ্যায়াঃ কারণং তে প্রশ্নবিষয়ঃ এবং বিকল্প্য ক্রমেণোত্তরমাহ—ব্রাহ্মীং ব্রহ্মবিষয়াং বাব নিশ্চয়রূপং তে উপনিষদং উপনিষৎস্বরূপম্ অব্রূমেতি ব্রহ্মেতি হোবাচেত্যাদিনা। তত্র কিমপি বক্তব্যং নাবশিষ্যতে ॥৭॥

শ্রুতিঃ—তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা,
বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গাণি, সত্যমায়তনম্ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা, অঙ্গ ও আশ্রয়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন—তস্যৈ [তস্যাঃ] (সেই ব্রহ্মবিদ্যার) প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতু) [কাহারা?] তপঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি বা স্বধর্ম্মের আচরণ) দমঃ (ইন্দ্রিয়ের সংযম) কর্ম্ম (পরব্রহ্মার্থে অখিলচেষ্টা) ইতি (এইপ্রকার আরও জ্ঞানোৎপত্তির উপকরণ—অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি) [যেমন চরণের উপর লোকে স্থিতিলাভ করে—সেইরূপ এই কয়টির উপর ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত], বেদাঃ (চতুর্ব্বেদ ও বিজ্ঞান-

সমন্বিত ভগবদ্বাণী) সর্ব্বাঙ্গাণি (তাঁহার সমস্ত অঙ্গ) সত্যম্ (সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর, তাহাই) আয়তনম্ (আশ্রয়) ॥৮॥

অনুবাদ—বহুজন্মকৃত তপঃ প্রভৃতি দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই ব্রহ্মবিদ্যার উদ্ভব হয়, ইহা শ্বেতাশ্বতরে কথিত আছে। তপঃ প্রভৃতির ফল পাপক্ষয়, সেই তপস্যা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা, কেবল তপস্যা নহে, ইন্দ্রিয় দমন ও কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্মও তাহার স্থিতিহেতু, যেমন শরীর চরণের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সেইরূপ যে সাধকের এই শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি-নিরোধ, জিতেন্দ্রিয়তা ও নিষ্কামভাবে আচরিত বৈদিক ধর্ম্ম যাগযজ্ঞ ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া আছে, তাহাতেই ব্রহ্মবিদ্যা স্থিতিলাভ করে। বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রগুলি সেই ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ—পরিপোষক, সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ই তাহার আশ্রয় ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্যৈ তস্যা বিদ্যায়াস্তপো দমঃ কর্ম্ম চ প্রতিষ্ঠা। তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি শাস্ত্রপর্যালোচনং বা। দম ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। কর্ম্ম তু বর্ণাশ্রমোচিতক্রিয়ানুষ্ঠানম্। প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাহেতুঃ। তপআদিমৎস্থ বিদ্যা প্রতিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। বেদা ঋগাদয়স্তদনুকূলগ্রন্থাশ্চ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ষড়ঙ্গরূপসর্বাঙ্গাণি সত্যং যথাভূতমপীড়াকরং বচনমায়তনমুৎপত্তিস্থানং ব্রহ্মমীমাংসা তস্যা ইত্যনুষঙ্গঃ। বিদ্যায়া ইত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীং শিষ্যজিজ্ঞাসিতং ব্রহ্মবিদ্যাপরিকর-মাহ—তপ ইত্যাদিনা, তপঃ যোগঃ স চ শরীরেন্দ্রিয়মনসাং ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিকূলবৃত্তিনিরোধঃ, দমঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, কর্ম্ম নিষ্কামাণি কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদীনি নিত্যনৈমিত্তিকানি ’চ বর্ণাশ্রম-বিহিতানি, ইতি শব্দেন

অমানিত্বাদীনি উপলক্ষিতানি এতানি তস্যৈ তস্যাঃ ব্যত্যয়েন চতুর্থী ছান্দসী। প্রতিষ্ঠা স্থিতিহেতুঃ যথা পাদৌ, তেষু হি সৎসু ব্রহ্মবিদ্যা স্থিতিং লভতে ইতি তথা রূপকম্। তপা বেদাঃ ঋগাদয়শ্চত্বারো বেদাঃ তস্যা অঙ্গানি শিরঃ-প্রভৃতিস্থানীয়ানি আশ্রয়াশ্রয়িভাবেন স্থিতেঃ শরীর-স্যেব। কেচিত্তু অঙ্গানি শিক্ষাকল্পাদীনীতি ব্যাচক্ষতে তন্ন মনোরমং বেদাঃ অঙ্গানীতি অভেদান্বয়ানুপপত্তেঃ প্রক্রান্তোদ্দেশ্য বিধেয়ভাবভঙ্গাচ্চ। বেদা ইত্যনেনৈব অঙ্গানামপি গ্রহণম্, শরীরমিত্যুক্তে অঙ্গানি গৃহীতা-ন্যেব ভবন্তি। সত্যং যথাভূতত্বম্ অকপটতা ধর্ম্মধ্বজাভাবঃ সাধকস্য তথা সত্যস্বরূপং পরমেশ্বরো বা তস্যৈ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, তেষু হি প্রতিতিষ্ঠতি বিদ্যা ভগবদাশ্রিতা যেঽমায়াবিনঃ সাধবঃ 'ন তেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়াচ' ইতি শ্রুতেঃ। তপঃ আদি প্রতিষ্ঠাত্বেন প্রাপ্তস্য সত্যস্য পুনঃ আয়তনত্বেন রূপণং সাধকস্য সাধনাতিশয়িত্বজ্ঞাপনার্থম্ সত্যস্বরূপস্য পরব্রহ্মণ আশ্রয়ত্বশিক্ষার্থং চ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—শ্রীগুরুদেবের নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ উপদেশ শ্রবণানন্তর শিষ্য উহার পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া প্রার্থনা করিলেন—গুরুদেব! আমাকে রহস্যময়ী ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করুন। ইহার উত্তরে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—বৎস! তোমাকে তো আমি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছি। তোমার প্রশ্নের উত্তরে 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্' হইতে আরম্ভ করিয়া উপরি উক্ত মন্ত্র পর্য্যন্ত যে কিছু উপদেশ করিয়াছি, তাহাতে তুমি দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাকে রহস্যময়ী ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করা হইয়াছে।

তবে ইহা শুনিবামাত্র যে তুমি ব্রহ্মজ্ঞ হইবে, তাহা মনে করিও না। যাহারা কেবল ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিষয় শ্রবণ করিয়াই মনে

করে যে, তাহারা ব্রহ্মবিৎ হইয়াছে, তাহারা কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাকে উপহাসই করিয়া থাকে এবং নিজদিগকে বঞ্চিত করে।

ব্রহ্মবিদ্যা প্রাসাদতুল্য, তাহা তপঃ, দম, আর শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদি সাধনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সাধক সাধনসম্পত্তির রক্ষা, বৃদ্ধি, তথা স্বধর্ম্ম পালনের নিমিত্ত কঠিন হইতে কঠিনতর কষ্ট স্বীকার করে না, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম অভ্যাস করে না, আর নিষ্কামভাবে অনাসক্ত হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভক্তিমূলকভাবে করে না, তাহার পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ রহস্যজ্ঞান লাভ হয় না। কারণ ঐগুলি ব্রহ্মজ্ঞানের আধারস্বরূপ। ব্রহ্মবিদ্যার সমস্ত অঙ্গই বেদ। বেদেই ব্রহ্মবিদ্যার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশদ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। অতএব বেদ ঐ অঙ্গীর সহিত অধ্যয়ন করা দরকার। আর সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরই ঐ ব্রহ্মবিদ্যার পরম অধিষ্ঠান, আশ্রয়স্থল বা পরমলক্ষ্য। অতএব এই পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া যিনি বেদানুসারে সেই তত্ত্বের অনুশীলন করিবার জন্য তপ অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, কর্ম্ম অর্থে পরব্রহ্মার্থে নিখিল-চেষ্টা প্রভৃতি আচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার সার রহস্য পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎ´স্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥" (ভাঃ ২।২।৩৪)

অর্থাৎ ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার-পূর্ব্বক সর্ব্ববেদসিদ্ধ সেই ভক্তিযোগ অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীহরিতে কিরূপে রতি হইতে পারে, তাহা বিচার দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

আরও পাই,—

"এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ॥
... ...
তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥
অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংস্থতিচক্রশাতনম্।
তদ্ ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধা-
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্॥" (ভাঃ ৭।৭।৩৩-৩৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে গর্ভস্তোত্রে পাওয়া যায়,—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥"
(ভাঃ ১০।২।২৬) ॥৭-৮॥

শ্রুতিঃ—যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে
স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৯॥
ওঁ হরিঃ আপ্যায়ন্ত্বিত্যাদি শান্তিপাঠঃ—
সমাপ্তেয়ং সামবেদীয় তলবকারোপনিষদ্।
ইতি—কেনোপনিষদি চতুর্থঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর এই উপনিষৎবেত্তার ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—যো বা এতামিত্যাদি দ্বারা] যঃ (যে সাধক ব্রহ্মবিদ্যার

অধিকারী) বৈ (নিশ্চিত) এতাং (এই পূর্ব্বোক্ত 'কেনেষিতম্' ইত্যাদি সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূত) উপনিষদং (উপনিষৎকে) এবং (এইরূপে—যথোক্তপ্রকারে অর্থাৎ তপস্যা, দম, কর্ম্ম—তাহার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ণিতরূপে) বেদ (জানেন) পাপ্মানং (তিনি পাপ অর্থাৎ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মরূপ বন্ধন) অপহত্য (ধ্বংস করিয়া) অনন্তে (অপরিসীম, অবিনাশী, ক্ষয়রহিত) স্বর্গে লোকে (আনন্দ-ময়ধাম বৈকুণ্ঠে) জ্যেয়ে (সর্ব্বমহত্তর প্রকাশাত্মক চিৎস্বরূপে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকেন, অচ্যুত-স্থিতিমান্ হন) প্রতিতিষ্ঠতি (গ্রন্থ-সমাপ্তি-দ্যোতনার্থ দুইবার 'প্রতিতিষ্ঠতি' পদের উক্তি) [কেনোপনিষৎটি সামবেদের শাখান্তর্গত ব্রাহ্মণাত্মক, ইহা তলবকার উপনিষৎ নামেই খ্যাত, কেবল 'কেন' ইত্যাদি পদোপক্রমে আরব্ধ বলিয়া 'কেনোপনিষৎ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে ।] ।৯।

ইতি—কেনোপনিষদি চতুর্থখণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—যে সাধক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইয়া এই তলবকা-রোপনিষৎ নামক ব্রহ্মবিদ্যা যথাবর্ণিতভাবে আশ্রয় করেন, তিনি সমস্ত পাপমুক্ত হইয়া অর্থাৎ সংসার-বন্ধনের হেতু অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মফল নিঃশেষভাবে অতিক্রম করিয়া অনন্ত অচ্যুত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-রহিত আনন্দময় বৈকুণ্ঠধামে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অনন্তর গ্রন্থ-সমাপ্তিতে শান্তিসূক্ত পুনঃ পঠনীয় ।৯।

ইতি—কেনোপনিষদের চতুর্থখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যো বা......প্রতিতিষ্ঠতি ।৯।

এতদুপনিষজ্‌জ্ঞানিনঃ ফলমাহ—য ইতি। যোঽধিকার্য্যেতামুপনিষদং বেদ স পাপ্মানমপহত্যানন্তে ত্রিবিধপরিচ্ছেদরহিতে স্বর্গে সুখরূপে লোকে প্রকাশরূপে জ্যেয়ে শ্রেষ্ঠে ব্রহ্মণীতি যোজ্যম্। প্রতিতিষ্ঠতীতি-দ্বিরুক্তিরুক্তসর্বাবধারণার্থা ॥৯॥

ইতি—শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকা-সমেতা তলবকারোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথৈতদুপনিষজ্‌জ্ঞানিনঃ ফলমাহ—যো বা এতামিত্যাদি। যঃ অধিকারী সাধকঃ বৈ নিশ্চয়ার্থে, এতাম্—পূর্ব্ব-বর্ণিতাম্ উপনিষদং ব্রহ্মবিদ্যাম্ উপচারাৎ ব্রাহ্মণবাক্যানি এবম্ উক্ত-রূপেণ তস্যৈ তপোদমঃকর্ম্মপ্রতিষ্ঠেত্যাদিরূপেণ, বেদ—জানাতি তথা ধ্যায়ন্ এতাং ব্রহ্মবিদ্যামভ্যস্যতি সঃ পাপ্মানং সংসারহেতুং ক্লেশ-কাম-কর্ম্মাদিলক্ষণং, অপহত্য নির্ধূয়, নিঃশেষং বিনাশ্য অনন্তে ত্রিবিধো পরিচ্ছেদরহিতে স্বর্গে আনন্দঘনে লোকে ধাম্নি বৈকুণ্ঠে কীদৃশে? জ্যেয়ে জ্যায়সি, ছান্দসষ্টিলোপঃ সকারলোপশ্চ, সর্ব্বমহত্তরে ধাম্নি, প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং লভতে স হি অপ্রচ্যুতস্বরূপো বিষ্ণু-পারিষদো ভবতীত্যর্থঃ ॥৯॥

ইতি—কেনোপনিষদি চতুর্থখণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা এইরূপে অধিগত হন, তিনি সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত সর্ব্বমহত্তর স্বর্গলোকে—বৈকুণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হন।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপনিষদ্রূপা ব্রহ্মবিদ্যার রহস্যের জ্ঞান যিনি ধারণ করেন অর্থাৎ তদনুসারে সাধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধকরূপ সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের অশেষরূপে নাশ পূর্ব্বক নিত্য সত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমধাম বৈকুণ্ঠে স্থিতি লাভ করেন, কখনও তথা হইতে চ্যুত হন না।

গ্রন্থ-সমাপ্তির সূচক 'প্রতিতিষ্ঠতি' পদের পুনরুচ্চারণ এবং উপদেশের নিশ্চিততা-প্রতিপাদক।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥
যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥"

(ভাঃ ১।৩।৩৩-৩৪) ॥৯॥

ইতি—কেনোপনিষদের চতুর্থখণ্ডের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—চতুর্থঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

ইতি—সমাপ্তেয়ং কেনোপনিষৎ॥

"নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

(শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক)

অর্থাৎ নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্‌-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইতেছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।